সঞ্চয়িতা

সঞ্চয়িতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়

সঞ্চয়িতা

প্রথম সংস্করণ (৩০০০), পৌষ, ১৩৩৮।

মূল্য ৪॥০ টাকা

মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২ দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সঙ্কলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি। অন্যের উপরেই দিতাম। কেননা কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েচে কিনা হয় তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।

কিন্তু এই সঙ্কলন উপলক্ষ্যে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা ক'রে এ কাজে হাত দিয়েছি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেকদিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করচি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চল্‌তে আরম্ভ করেচে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।

মনে আছে কোনো এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্ত স্বরূপে লেখক উদ্ধৃত করেছিলেন যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেকদিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেচে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়। কেউ কেউ সেগুলিকে ভালোও বাসেন, সেই দুর্গতির জন্যে আমি দায়ী। প্রবন্ধ লেখককে দোষ দিতে পারিনে, কেননা লেখায় যে অপরাধ করেছি ছাপার অক্ষরে তাকে সমর্থন করা হয়েচে।

যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি লেখা যখন কবিতা হ'য়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হ'তে পারে সে কথা বলবার স্থান এ নয়।

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চল্‌চে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষী করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের

পাঙক্তও ভালো নয় প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেই রকম। ঐ তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হ'য়ে ওঠে নি, এটাতে কেউ দোষ দেবে না কিন্তু তাকে পাখী বল্লে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠ্‌তে আরম্ভ করেচে।

তারপর মানসী থেকে আরম্ভ ক'রে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালোমন্দ মাঝারির ভেদ আছে কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম ক'রে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছা করেচি তার অনেকগুলিই দেওয়া হোলো না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হ'তে হ'তে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীত মনে আত্মসংবরণ করেছি।

এ রকম সঙ্কলন কখনই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হ'য়ে যায় না।

আমার লেখা যে সকল কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘকাল পাঠকদের পরিচিত এই গ্রন্থে তাদেরই থেকে বিশেষ ক'রে সংগ্রহ করা হয়েচে। যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সেগুলি যথাস্থানে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষায় রইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
পৌষ, ১৩৩৮

জ্ঞাপনী

(গ্রন্থানুক্রমিক)

মানসী [১২৯৭ সাল]

চৈতালি [১৩০৩ সাল]

কাহিনী [১৩০৬ সাল]

কল্পনা [১৩০৬ সাল]

কণিকা [১৩০৬ সাল]

বিষয়   পৃষ্ঠা

উৎসর্গ [১৩২১ সাল]

স্মরণ [১৩০৯ সাল]

শিশু [১৩১০ সাল]

খেয়া [১৩১২ সাল]

গীতাঞ্জলি [১৩১৭ সাল]

বিষয় | পৃষ্ঠা

গীতালি [১৩২১ সাল]

বলাকা [১৩২২ সাল]

পলাতকা [১৩২৩ সাল]

শিশু ভোলানাথ [১৩২৮ সাল]

পূরবী [শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল]

মহুয়া [১৩৩৬ সাল]

সঞ্চয়িতা

দৃষ্টি

বুঝিগো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি'।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকান' ছিলো
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি'
শিখায়েছ গান,
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণী তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া॥

—"সন্ধ্যা সঙ্গীত"

———

মরণ

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান॥

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম।
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও॥

ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি

রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয়-বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি,
পন্থ দেখায়ব মোর।
ভানুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি॥"

—"ভানুসিংহের পদাবলী"

প্রশ্ন

কো তুঁহু বোলবি মোয়?
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়॥

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয় ॥

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয় ॥

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয় ॥

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীরপর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয় ॥

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা খোয় ॥

কো তুঁহু কোঁ তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোয় ॥

—“ভানুসিংহের পদাবলী”

———

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি' উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি' উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন।
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর॥

আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি'।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর॥

কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর॥

—"প্রভাত সঙ্গীত"

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।
প্রভাত হ'ল যেই কী জানি হ'ল এ কী,
আকাশ পানে চাই কী জানি কারে দেখি।

পূরব মেঘ মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব॥

আকাশ, এস' এস' ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।
প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর॥

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে' লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে,
আমারে লও তরে, আমারে লও তবে॥

—"প্রভাত সঙ্গীত"

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য'পরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান।
চারিমুখে বাহিরিল বাণী,
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে,
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
আশপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা॥

আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ম্ময় জটাজাল কোটি সূর্য্য প্রভা বহি'
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে॥

জগতের গঙ্গোত্রী-শিখর হ'তে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেল বিদীরিয়া॥

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারিদিকে চারি হাত দিয়া,
বিষ্ণু আসি' কৈলা আশীর্ব্বাদ।
লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগৎ-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রু-জলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।
জগতের মহা-বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল-উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি ল'য়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।

চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশি ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে ল'য়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
শূন্যে শূন্যে বিস্তারিল পাশ॥

অতল মানস সরোবরে,
বিষ্ণুদেব মেলিল নয়ন।
আলোক-কমলদল হ'তে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
ছড়াল লক্ষ্মীর হাসিখানি,
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলদল।
জগতের মত্ত কোলাহল
রাগিণীতে হ'ল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি

*　　　*　　　*

মহাছন্দে বন্দী হ'ল যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
অসীম জগৎ-চরাচর
অবশেষে শ্রান্ত কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হ'তেছে শিথিল,
উত্তাপ হ'তেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হ'তে
উঠিল আকুল আর্ত্তস্বর—

"জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি'
হ'য়েছে বিশ্রান্ত কলেবর,
আমারে নূতন দেহ দাও।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।"
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর,
তিনকাল-ত্রিনয়ন মেলি'
হেরিলেন দিক্ দিগন্তর।
প্রলয় পিনাক তুলি' করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদিঅন্ত থরথর থরথর
উঠিল কাঁপিয়া।
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল, জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল অসীম শূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশি, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো বরষিছে চারিদিক হ'তে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে মুহূর্ত্তেই যেতেছে মিশায়ে।
সৃজনের আরম্ভ সময়ে আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি' ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান॥

—"প্রভাত সঙ্গীত"

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে র'ব আঁকড়িয়া,
লোহার শিকল-ডোর।
তুইতো আমার বন্দী অভাগিনী, বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে, দেখি কে খুলিতে পারে।
জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে, দিবসে নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল, চরণ জড়ায়ে ধ'রে,
একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি মোরে?
চাও নাই চাও, ডাকো নাই ডাকো,
কাছেতে আমার থাকো নাই থাকো,
যাব সাথে সাথে, র'ব পায় পায়, র'ব গায় গায় মিশি',
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য সম বাজিবে কেবল সাথে সাথে দিবানিশি॥

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর আমি যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে, একাকী যখন বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও র'য়েছি ব'সে তোর পাশে,
চেয়ে তোর মুখ পানে।

যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান,
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যে দিকে চাহিবি, আকাশে, আমার আঁধার মূরতি আঁকা,
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে, জগৎ পড়িবে ঢাকা।
দুস্বপ্নের মতো, দুর্ভাবনাসম, তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রজনী এ মুখ দেখিব তোমার নয়ন-নীরে।
বিশীর্ণ-কঙ্কাল চির-ভিক্ষা সম দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
দাও দাও ব'লে কেবলি ডাকিব, ফেলিব নয়ন-লোর।
কেবলি সাধিব, কেবলি কাঁদিব, কেবলি ফেলিব শ্বাস,
কানের কাছেতে, প্রাণের কাছেতে করিব রে হা-হুতাশ।
মোর এক নাম কেবলি বসিয়া জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন, দিবস রজনী পায়েতে বিঁধিয়ে র'ব।
পূর্ব্ব জনমের অভিশাপ সম, র'ব আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মতো বেড়াইব পাছে পাছে॥

যেন রে অকূল সাগর মাঝারে ডুবেছে জগৎ-তরী ;
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী,
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস্ ছাড়াতে ছাড়িব না তবু, সে মহাসমুদ্র 'পরি।
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন তবু আছি তোরে ধরি'॥

রোগের মতন বাঁধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্গনে,
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর কিছু না রহিবে মনে॥
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি, কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি চাহিয়া দেখিছে তোরে।

নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই শুনিবি আঁধার ঘোরে,
কোথা হ'তে এক কাতর উন্মাদ ডাকে তোর নাম ধ'রে ॥

নিরজন পথে চলিতে চলিতে সহসা সভয় গণি',
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি আমার হাসির ধ্বনি।
হের অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা, অনন্ত এ তৃষা, করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে,
এ চির-যামিনী ছাড়িব কী ক'রে,
এ ঘোর পিপাসা যুগ যুগান্তরে মিটিবে কি কভু আর।
বুকের ভিতরে ছুরীর মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন র'ব আমি অনিবার ॥

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধ'রে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই এ ক্ষুধা জাগিয়া র'বে ॥

—"ছবি ও গান"

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসিঅশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়॥

—"কড়ি ও কোমল"

পুরাতন

হেথা হ'তে যাও, পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হ'য়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস ব'য়েছে।
সুনীল আকাশ 'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে ব'সে আছে মেয়ে,
শুনিছে পাতার মরমর।
কী জানি কত কী আসে, চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,

সবাই তো ভুলে আছে, কেহ হাসে কেহ নাচে,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
বাতাস যেতেছে বহি'　　তুমি কেন রহি' রহি'
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস,
সুদূরে বাজিছে বাঁশি,　　তুমি কেন ঢাল আসি'
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।
উঠিছে প্রভাত রবি,　　আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।
বারেক যে চ'লে যায়,　　তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে　　জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে　　পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়।
কী দেখিতে আসিয়াছ,　　যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন।
স্মরণের চিহ্ন যত　　ছিল প'ড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন।
আজি বসন্তের বায়　　একেকটি ক'রে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন,
ধূলিতে মাটিতে রহি'　　হাসির কিরণে দহি'
ক্ষণে ক্ষণে হ'তেছে মলিন।
ঢাক' তবে ঢাক' মুখ　　নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়োনা ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি,　　অনন্তের পানে চাহি'
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে॥

—"কড়ি ও কোমল"

নূতন

হেথাও তো পশে সূর্য্যকর।
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনি পাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর,
বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর,
প্রভাতে পুলকে ভাসি', বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও তো পশে সূর্য্যকর।
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে,
শিহরি' উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন সুখে,
হেসে আসে, হেসে চ'লে যায়।
হের, হের, হায়, হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণ-জাল।
লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের— নিরাশার অতিথের—
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,
ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।
এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহ-হারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হ'লে অনাহূত আসে চ'লে,
বাসা বেঁধে করে কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে ক'রে আনে রবিকর,

অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না তো ভয়,
চারিদিক হ'তে তারে ছোটো ছোটো হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়॥

এই যে রে মরুস্থল, দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এখানেই ছিল "পুরাতন",
এক দিন ছিল তার শ্যামল যৌবন-ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চ'লে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন,
আগেকার মতো ক'রে স্নেহে তার নাম ধ'রে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন।
নহে নহে, সে কি হয়, সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুলচয়, ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চ'লে যাক্, সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে॥

—"কড়ি ও কোমল"

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান

দিনের আলো নিবে এলো, সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এলো ঝাপ্সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় এক্‌শো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা,
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়।
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে।
কত দিনের লুকোচুরী কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসি মুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে হুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে 'ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি'।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান॥"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান॥"

কবে বিষ্টি প'ড়েছিল, বান এলো সে কোথা!
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল কবেকার সে কথা!
সে দিনো কি এম্নিতর মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কী হ'ল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান॥"

—"কড়ি ও কোমল"

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরী খানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কাননমাঝে বসন্ত সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হ'য়ে পল্লবের মতো।

জগৎ-কমল-বনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এলো ফিরে।
সে এলোনা এলো তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এলো তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এলো—কোথা সে নয়ন,
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর॥

—"কড়ি ও কোমল"

চুম্বন

অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে,
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি' প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটী অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটী চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি' দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দু'খানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন॥

—"কড়ি ও কোমল"

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেওনা যেওনা,
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।

কোথা হ'তে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরম বারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হ'তে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি' তুলি' দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি' আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়োনা ছিঁড়োনা দুটি বাহুর বন্ধন॥

—"কড়ি ও কোমল"

চরণ

দু'খানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দু'খানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ ছায়ায়।
যৌবনসঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—
এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল॥

—"কড়ি ও কোমল"

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দু'খানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি'
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি'
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন,
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হ'য়ে পার
আমার দু'খানি পাখা কনক-বরণ,
হৃদয় চাতক হ'য়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয়-চকোর চাবে হাসির কিরণ॥

—"কড়ি ও কোমল"

স্মৃতি

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।

কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি' দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হ'তেছে বিলীন॥

—"কড়ি ও কোমল"

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কিরে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন-গোপন হৃদয়।
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।
কতনা মধুর আশা ফুটিছে সেথায়,
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে॥

—"কড়ি ও কোমল"

বন্দী

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়োনা পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
কোথায় ঊষার আলো কোথায় আকাশ।
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক্ অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি' কোলাকলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি'
শুধু অবিশ্রাম-হাসি—একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধোনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥

—"কড়ি ও কোমল"

কেন ?

কেন গো এমন স্বরে বাজে তব বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি' মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।
কেন তনু বাহু ডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।

কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।
মানব হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা ॥

—"কড়ি ও কোমল"

মোহ

এ মোহ ক' দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে,
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হ'য়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির-আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চেনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হ'লে গাহে না পাখীতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলকভরে, যৌবন কাতর।
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ-অনল,
মনে প'ড়ে হাসি আসে, চোখে আসে জল ॥

—"কড়ি ও কোমল"

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।
দেখ ওই দূর হ'তে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা নির্ম্মল অনলে।
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখে দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি' ধরি' হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি, ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥

—'কড়ি ও কোমল'

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে'।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে'।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি পড়ে কি ঢুলে'।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না, এসেছি ভুলে'॥

বেল কুঁড়ি ছুটি করে ফুটি-ফুটি অধর-খোলা।
মনে প'ড়ে গেল সেকালের সেই কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তা'র গগন-মূলে।
সেদিন যে গেছে ভুলে' গেছি, তাই এসেছি ভুলে'॥

ব্যথা দিয়ে কবে কথা ক'য়েছিলে পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
লাজে বাধ'-বাধ' সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস নয়ন-কূলে।
তুমি-যে ভুলেছো ভুলে গেছি, তাই এসেছি ভুলে'॥

কাননের ফুল, এরা তো ভোলেনি, আমরা ভুলি।
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায় কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হ'তে এনেছে ধরিয়া
অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায় কাহার চুলে।
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না-যে, তাই এসেছি ভুলে'॥

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি,
দখিণে বাতাসে কেহ নেই পাশে সাথের সাথী।
চারিদিক হ'তে বাঁশী শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তা'রা গান গায়;
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ, আসিলে ভুলে'॥

বৈশাখ। ১২৯৪। —"মানসী"

ভুল-ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হ'য়েছে ভোর।
মালা ছিল, তা'র ফুলগুলি গেছে, র'য়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর।
বাহু-লতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর॥

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা অধরকোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে আপন মনে।
স্বর শুনে' আর উতলা হৃদয়
উথলি' উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে নয়ন-লোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না সরম-চোর॥

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মতো,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা, জীবন-হত।
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে সে-ফুল তোলে কি না কেউ ভরি' আঁচোর,
কে জানে সে-ফুলে মালা গাঁথে কি না সারা প্রহর॥

বাঁশি বেজেছিলো, ধরা দিনু যেই থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি।
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা হৃদয়ে তোর,
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ মিছে আদর॥

কতই না জানি জেগেছো রজনী করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছো আমার মলিন মুখে।
পরদুখ-ভার সহেনাক' আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয় বড়ো কঠোর।
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে' আসে, ঘুমে কাতর॥

বৈশাখ। ১২৯৪। —"মানসী"

বিরহানন্দ

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে' দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি'।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝ'রে পড়িত রে নিশাসি'॥

তবু সে ছিনু ভালো আধা আলো আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে তো ডেকে যেতো আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে॥

বিরহ-পরিপূত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।

কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চ'লে যায় গ'লে যায় গগনে।
কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা গহনে॥

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি।
দিবস নিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমা-পরপার পাবো তা'র দেখা কি।
তটিনী অনুখণ ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি॥

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মর মর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তা'র পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা স্বপনে॥

সারাটা দিনমান রচি গান কত না,
তাহারি পাশে রহি' যেন কহি বেদনা
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত যেন দিশে তাহারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তাহারি যত কথা পাতা-লতা ঝরণা।

তাহারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখনো দেখি যেন ম্লান-হেন মু'খানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।

কখনো সারারাত ধরি হাত দু'খানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া ॥

বিরহ সুমধুর হ'লো দূর কেন রে ?
মিলন দাবানলে গেল জ্ব'লে যেন রে।
কই সে দেবী কই, হেরো ওই একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর,
সকলি করে ধূধূ প্রাণ শুধু শিহরে ॥

জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৪। —"মানসী"

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তা'র তুলিয়া।
দখিণ বায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া ॥

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হ'য়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে ॥

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।

সকল রূপ-হার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন প'ড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হ'তে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়॥

৯ ভাদ্র। ১২৯৬। —"মানসী"

নিষ্ফল কামনা

রবি অস্ত যায়,
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে॥

খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।

তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব ল'য়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাবো
তাই এ ক্রন্দন॥

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম,
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব।
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,

দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায়।
যে-জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয় ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে।
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে-যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার॥

অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্ত্তনে
শতদল উঠিতেছে ফুটি',
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে।
লও তা'র মধুর সৌরভ,
দেখো তা'র সৌন্দর্য্য-বিকাশ,
মধু তা'র করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই॥

১৩ই অগ্রহায়ণ। ১২৯৪। —"মানসী"

সিন্ধুতরঙ্গ

(পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে)

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে,
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি' তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি', হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন॥

হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জ্জনে,

ফুটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হ'য়ে যায় টুটে',
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে' আপনার কূল,
যেন রে পৃথিবী ফেলি' বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি', আছাড়ি' লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি' দশদিশি
উঠিছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া॥

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্ত্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ।
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে
ছুটেছে প্রলয়পানে আপনারি ত্রাসে।
হেরো, মাঝখানে তারি আটশত নরনারী
বাহু বাঁধি' বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ, চাহিয়া সম্মুখে॥

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে, রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
"দাও, দাও, দাও।"
সিন্ধু ফেনোচ্ছলছলে কোটি ঊর্দ্ধকরে বলে
"দাও, দাও, দাও।"
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে' ফেনায়ে' ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হ'য়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর
লৌহবক্ষ ওই তা'র যায় বুঝি টুটে'।

অধ ঊর্দ্ধ এক হ'য়ে ক্ষুদ্র এ খেলেনা ল'য়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়॥

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে ভগবান,
হায় ভগবান।
দয়া করো, দয়া করো, উঠিছে কাতর স্বর,
রাখো রাখো প্রাণ।
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল।
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার,
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল।
যে-দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার;
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার॥

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি, ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস।
ভয় দেখে' ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়;
নিদারুণ হায় হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন্ জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো॥

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন।
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তা'র পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে,
মধুর রবির করে কত ভালবাসাভরে
কত দিন খেলা করে কত সুখে দুখে।
কেন করে টলমল দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা।
দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা॥

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব।
ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষপরে সন্তান আপন।
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন।
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে
এক ধারে নারী,
দুর্ব্বল শিশুটি তা'র কে লইবে কাড়ি'॥

এ বল কোথায় পেলে, আপন কোলের ছেলে
এত ক'রে টানে।
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এলো কোথা হ'তে
মানবের প্রাণে।

নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে
অপূর্ব্ব অমৃত পানে অনন্ত নবীন,
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনখান্
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন।
এ প্রলয়মাঝখানে অবলা জননী-প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী ;
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ॥

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
মহা শঙ্কা মহা আশা একত্র বেঁধেছে বাসা
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়,
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ॥

আষাঢ়। ১২৯৪। —"মানসী"

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্,
কেন কাঁদি বুঝিতে পারো না।
তর্কেতে বুঝিবে তা কি, এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা ॥

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধ'রে
ওই তব আঁখি-তুলে'-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চ'লে যাওয়া ॥

কেন আনো বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ॥

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ॥

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ ॥

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেতো তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল ॥

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জানো না তাহা—আমি তাহা জানি ॥

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ॥

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা,
মাঝে মাঝে সব ফেলি' রহিতে নয়ন মেলি'
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা ॥

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপি চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া ॥

আজ তুমি দেখেও দেখো না,
সব কথা শুনিতে না পাও।
কাছে আসো আশা ক'রে আছি সারাদিন ধ'রে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চ'লে যাও ॥

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া ল'য়ে
ব'সে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা,
হয়তো বা কাছে এসো, হয়তো বা দূরে ব'সো,
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা ॥

এখন হ'য়েছে বহু কাজ,
সতত র'য়েছো অন্যমনে।
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি এখন এসেছি নামি',
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে ॥

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ ॥

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তা'রে অনুগ্রহ,
মিষ্ট কথা দিবে তা'রে গুটি দুই তিন ॥

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি ক'রেছো, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ॥

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা ॥

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে-চ'লে-যাওয়া, এই কাছে আসা ॥

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পারো না।
তর্কেতে বুঝিবে তা কি, এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা ॥

২১শে অগ্রহায়ণ। ১২৯৪। —"মানসী"

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন॥

তখন ঊষার আধ' আলো
প'ড়েছিলো মুখে দু'জনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার॥

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্য-যাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা॥

আঁখি মেলি' যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো ব'লে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তা'রে কাছে টানি॥

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য-হাসি প্রকৃতি-বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব ক'রেছিলো ভাণ অনন্ত মধুর॥

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির-জীবনে॥

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে' চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র ল'য়ে হাতে কিরণ-কিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে॥

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর॥

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল॥

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্দ্ধমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ,

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য্য তোমার॥

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে-হাতে ঠেকা, সেই আধ' চোখে দেখা,
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা॥

অজানিত সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ, কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হ'তে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল ॥

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে ল'য়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি',
কী যে রাখি, কী যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে ॥

ক্রমে আসে আনন্দ আলস,
কুসুমিত ছায়াতরুতলে
জাগাই সরসী-জল, ছিঁড়ি ব'সে ফুলদল,
ধূলি সে ও ভালো লাগে খেলাবার ছলে ॥

অবশেষে সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় ক'রে ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্ম্মরি' ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥

মনে হয় একি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই।
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই ॥

সুখের কাননতলে বসি'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে ক'রেছি খেলনা ॥

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন॥

কেন তুমি মূর্ত্তি হ'য়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার।
সেই মায়া-উপবন কোথা হ'লো অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার॥

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে॥

আমি চাই তোমারে যেমন,
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে ব'সে আছ আমার দুয়ারে॥

সৌন্দর্য্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হ'লো যদি কমল-আসনা॥

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ-জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর॥

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ-মূরতিখানি জেগে উঠে মনে ॥

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে ॥

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্পঅর্ঘ্যভার ॥

২৩শে অগ্রহায়ণ। ১২৯৪। —"মানসী"

বধূ

"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্,"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে-ছায়া সখি, কোথা সে-জল।
কোথা সে-বাঁধাঘাট, অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্ ॥"

কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা॥

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো র'য়েছে ফুটি'।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে ব'সে থাকি,
আঁচল পদতলে প'ড়েছে লুটি'॥

মাঠের পর মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায়ে ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চ'লেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে॥

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া।
কোথা সে-খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া॥

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে॥

হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে ॥

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হ'য়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে ॥"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ ॥

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা ॥

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে' তুই আছিস্ হাঁগো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি'
আর কি উপকথা বলিবি না গো।
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি' ল'য়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো ॥

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে

আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।
নিমেষতরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে' যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে' আসে ঝটিকা তুলি'॥

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্—
"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্।"
কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্॥

১১ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫। —"মানসী"

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জ্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন
সেই পথ ছায়া-করা সেই বেড়া লতাভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন,

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা,
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে।

বসন্তে উঠিত ফুটে' বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়,
প্রান্তরের প্রান্ত দিশে মেঘে বনে যেতো মিশে'
জুঁইগুলি বিকশিত বিকাল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি,
সুখদুঃখ ভাগ ল'য়ে প্রতিদিন যায় ব'য়ে,
গোপন স্বপন ল'য়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে মাণিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়।
লাজে ভয়ে থর থর ভালোবাসা সকাতর
তা'র লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়।

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপা শাখে সোনা ফুল ফুটে থাকে,
সেই তা'রা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল,
সেই তা'রা কাঁদে হাসে কাজ করে, ভালোবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে' আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙিয়া দেখেনি কেহ হৃদয় গোপনগেহ,
আপন মরম তা'রা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি',
পল্লবের সুচিকণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি' ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল,
নগ্ন ক'রেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কী বলিয়া।
ভুল ক'রে এসেছিলে, ভুলে ভালোবেসেছিলে,
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া।

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখো নাই আর,
ধূলিসাৎ ক'রেছো যে প্রাণের আড়াল।

এ কী নিদারুণ ভুল, নিখিল নিলয়ে
শত শত প্রাণ ফেলে' ভুল ক'রে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে।

ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন্ খানে,
এত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে র'বে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে ॥

১২ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫। —"মানসী"

গুপ্ত প্রেম

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তা'রে গিয়া কী দিয়ে ॥

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তা'রে
কী ব'লে আপনারে দিব তায় ॥

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
র'চেছি আপনার মরমে ॥

যত গোপনে ভালোবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে ॥

দেখো, বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি'
কুসুমে আপনারে বিকাশে,
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে ॥

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে॥

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরাণে আছে যাহা জাগিয়া।
তাহারে ল'য়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা'
যেতো এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া॥

পাছে কুরূপ কভু তা'রে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহমাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তা'রে রুধিয়া॥

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তা'রে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি' নত,
গোপনে মরে কত বাসনা॥

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মন-আশা দ'লে যাই,
পাছে সে মোরে দেখে' থমকি' বলে, "এ কে"
দু-হাতে মুখ ঢেকে চ'লে যাই॥

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভানে "এও কি প্রেম জানে,
আমি তো এর পানে চাহিনি॥"

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তা'রে গিয়া কী দিয়ে॥

১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫। —"মানসী"

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণীপানে বিদায় নাহি চায়॥

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে, কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘছায়া মেলিয়া ঘাটে বাটে॥

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন ছিল সে ব'সে মিলনহীন,
এখনো তা'র বিরহ-গাথা বিরাম নাহি মানে॥

বধূরা দেখো আইল ঘাটে এলো না ছায়া তবু।
কলস-ঘায়ে ঊর্ম্মি টুটে, রশ্মিরাশি চূর্ণি' উঠে,
শ্রান্ত বায়ু-প্রান্ত নীর চুম্বি' যায় কভু॥

দিবস-শেষে বাহিরে এসে সে-ও কি এতখনে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে' নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা বিজন ফুলবনে॥

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে ধ'রেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায় অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি' করিছে কানাকানি॥

কপোলে তা'র কিরণ প'ড়ে তুলেছে রাঙা করি',
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
ঢেউয়ের দোলে দুলিতে থাকে আঁচল খসি' পড়ি' ॥

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে আপন রূপখানি,
সরমহীন আরামসুখে হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে দিয়েছে পাতা টানি' ॥

সলিলতলে সোপান 'পরে উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া জলের 'পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া করিছে পরিহাস ॥

আম্রবন মুকুলে ভরা গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখী আপন মনে উঠিছে ডাকি',
বিবশ হ'য়ে বকুল ফুল খসিয়া পড়ে নীরে ॥

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা, আকাশ শেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির 'পরে ভুরুর মতো কালো ॥

বুঝিবা তীরে উঠিয়াছে সে জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চ'লেছে গেহে, সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে ॥

মাজিয়া তনু যতন ক'রে পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি' আঁচল টানি', আঁটিয়া লয়ে কাঁকণখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী বাঁধিবে কেশপাশ ॥

উরসে পরি' যূঁথির হার, বসনে মাথা ঢাকি'
বনের পথে নদীর তীরে অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মতো রাখি' ॥

বাজিবে তা'র চরণধ্বনি বুকের শিরে শিরে।
কখন্, কাছে না আসিতে সে পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন ক'রে দখিন বায়ু জাগায় ধরণীরে॥

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায় থমকি' র'বে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু সুখের আকুলতা॥

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়ে যাবে আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হ'য়ে বিশ্ব যাবে লুপ্ত হ'য়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি জাগ্রত নয়ান॥

অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দূর।
যেমন দুটি ব্যথিত প্রাণে দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে আপনা-ভরপূর॥

আঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই ততটা যেন পূরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায় হৃদয় বাকি রাখে॥

হৃদয়ে দেহে আঁধারে যেন হ'য়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি' দিয়েছে সব বাঁধন নাশি',
ত্বরিতে যেন গিয়েছি দোঁহে জগৎ-পরপার॥

দুদিক হ'তে দুজনে যেন বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল নিশীথ-পারাবারে॥

থামিয়া গেল অধীর স্রোত থামিল কলতান,
মৌন এক মিলন রাশি তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি',
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান॥

১৪ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫। —"মানসী"

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে পূরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নি-দহন
মর্ম্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস।
পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি,
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্ব'লে কোথা সে পুণ্য জ্যোতি॥

দেবের করুণা মানবী আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন এলেন পাপীর কাজে।
তোমার চরিত র'বে নির্ম্মল,
তোমার ধর্ম্ম র'বে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি' দাও লীন তোমার পুণ্যমাঝে॥

তোমারে কহিব লজ্জা-কাহিনী লজ্জা নাহিক তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন র'য়েছো তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি' আমা-পানে চাও,
খুলে' দাও মুখ আনন্দময়ী, আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল, উদ্যত যেন বাজ॥

জান কি আমি এ পাপ আঁখি মেলি' তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিলো মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন পেয়েছো জানিতে,
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি প'ড়েছিলো এসে নিঃশ্বাস রেখা-ছায়া॥

ধরার কুয়াসা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া।
লজ্জা সহসা আসি' অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হ'তে।
মোহ-চঞ্চল সে-লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্‌গুন্ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে॥

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত-রশ্মিসম,
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই ফুটেছে মর্ম্মতলে,
নির্ব্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হ'তে তা'রে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক্॥

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জালা,
চকিত তড়িৎ সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু,

লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ-চিত্রপটে ॥

ইহারা আমারে ভুলায় সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে,
মাধুরী-মদিরা পান ক'রে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরি কাড়ি',
পাগলের মতো রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি'।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ বসন্ত-সমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্ব্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তা'র বেষ্টন করে কায়া।
চারিদিকে ঘিরি' করে আনাগোনা কল্পমূরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া যেন বিভোরের মতো ॥

শ্লথ হ'য়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা খ'সে যায় পড়ি'
নাহি বাজে আর হরিনামগান বরষ বরষ ধরি'।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে,
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল অকূল লবণ-নীরে।
গিয়েছিলো, দেবী, সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে,
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ করো একেবারে ॥

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্ত্তি প'শেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে-মূরতিখানি কেটে কেটে লও তুলে'।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মতো ॥

যাক্, তাই যাক্, পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতি স্রোতে,
লহো মোরে তুলে' আলোক-মগন মূরতি-ভুবন হ'তে।

আঁখি গেলে মোর সীমা চ'লে যাবে একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া রবো আমি বারো মাস ॥

থামো একটুকু, বুঝিতে পারিনে, ভালো ক'রে ভেবে দেখি,
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল র'বে সে কি।
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি।
এখন যেমন র'য়েছো দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হ'তে সন্ধ্যা-কিরণ প'ড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া চিরকাল জেগে র'বে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ, দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে দেখা।
সে-নব জগতে কাল-ধারা নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হ'য়ে চিরদিন র'বে চাহি ॥

তবে তাই হোক্, হ'য়ো না বিমুখ, দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী ॥

২৩শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫। —"মানসী"

ভৈরবী গান

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি
বিষাদ-শান্ত-শোভাতে।
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই
প্রভাতে,
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে॥

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পরশে সকল জীবন
বিকলি'।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহুঘেরা
অশ্রু-কোমল শিকলি।
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি॥

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তা'রে
ফিরে' দেখে আসি শেষবার,
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যা'রা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার॥

এই সঙ্কটময় কর্ম্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।

তবে ফিরে' যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা ॥

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরু-মর্ম্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহু-কুহরিত বিরহ-রোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে ॥

সেই চির-কলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন পাখীর পালকে ॥

হায় অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপন মর্ম্ম-দাহিনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী।
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশ-কাহিনী ॥

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,—
"হ'লো না, কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
র'বে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হ'তে তুলি' লবে না ॥

"যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে।
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে।
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে ॥

"শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্ত বায়ু মিছে চ'লে গেল
শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া ॥

"শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চির-জীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এতদিন আছে
কী আশে।
সেই ডাগর নয়ন সরস অধর
গেল চলি' কোথা দিয়া সে ॥"

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছো
তা'রে আর ফিরে' চেয়ো না।
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না!
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না ॥

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে।

পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে,
পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী
না জানি কোথায় নিবসে ॥

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া।
যাবো যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া ॥

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।
তা'রা প'ড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখি-জলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া ॥

হায়, উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তা'রা পারে না ললিত লতার বাঁধন

তা'রা 'পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে ॥

তা'রা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
র'বে দূর আলো-পানে আবিষ্টপ্রাণে
চাহিয়া।

ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তা'রা
দিবসরজনী বাহিয়া ॥

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তা'রা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় তুলাবে ॥

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাবো আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে ॥

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫। —"মানসী"

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় ॥

সে-কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দু'জনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার,
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে' গেছে আর সব॥

বলিতে ব্যথিবে না নিজ কান,
চমকি' উঠিবে না নিজ প্রাণ।
সে-কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
বাদলবায়ে তার অবসান।
সে-কথা ছেয়ে দিবে দুটি প্রাণ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তা'র
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার॥

আছে তো তা'র পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস।
আসিবে কত লোক কত না দুখশোক,
সে-কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চ'লে যাবে বারো মাস॥

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে-কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়॥

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬। —"মানসী"

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধ'রে প'রেছ গলায় নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার॥

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী, প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া তোমারি মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে॥

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন-সলিলে মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে॥

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হ'য়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি॥

২রা ভাদ্র। ১২৯৬। —"মানসী"

ভালো ক'রে ব'লে যাও

ওগো— ভালো ক'রে ব'লে যাও।
বাঁশরী বাজায়ে যে-কথা জানাতে সে-কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে মুখপানে শুধু চাও॥

আজি অন্ধ তামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা সবগুলি গেছে মিশি'।
শুধু বাদলের বায় করি' হায় হায় আকুলিছে দশ দিশি॥

আমি কুন্তল দিব খুলে'।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায় নিশীথ-নিবিড় চুলে।
ছুটি বাহুপাশে বাঁধি' নত মুখখানি বক্ষে লইব তুলে'॥

সেথা নিভৃত-নিলয়-সুখে
আপনার মনে ব'লে যেয়ো কথা মিলন-মুদিত বুকে,
আমি নয়ন মুদিয়া শু'নিব কেবল চাহিব না মুখে মুখে॥

যবে ফুরাবে তোমার কথা,
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া চিত্রপুতলী যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি মর্ম্মর তরুলতা॥

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে চাবো দুঁহু দোঁহা পানে।
ধীরে ঘরে যাবো ফিরে দোঁহে দুই পথে জলভরা দু'নয়নে॥

তবে ভালো ক'রে ব'লে যাও।
আঁখিতে বাঁশিতে যে-কথা ভাষিতে সে-কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত সুরে আধো ভাষা পূরে' কেন এসে গান গাও॥

৭ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৬। —"মানসী"

———

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে॥

সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কী না-জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিলো অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিলো সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে। বন্ধন বিহীন
নবমেঘ-পক্ষপরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশ, ম্লান বেশে সজল-নয়নে॥

তাদের সবার গান তোমার সঙ্গীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি', বিরহিণী প্রিয়া,
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি' ল'য়ে দিশ দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হ'তে দিশাহারা।
পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন-গগন-চারী, কাতরে নিশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হ'তে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে, ধায় তা'রা ছুটি'
উধাও কামনা সম, শিখরেতে উঠি'
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার
সমস্ত গগনতল করে অধিকার॥

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী সম॥

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'

ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন ক'রেছে নিজ বিজন-বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হ'তে॥

ভারতের পূর্ব্বশেষে
আমি ব'সে আছি সেই শ্যাম বঙ্গদেশে
যেথা জয়দেব কবি কোন্ বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর॥

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তা'র
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া॥

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত। গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে ল'য়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি, বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম র'য়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা,
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা

বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি। না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হ'তেছে বিকল।
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে।
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হ'য়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে' "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি।"
কোথায় অবন্তিপুরী, নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী,
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্ব-মহিমচ্ছায়া। সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহ বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে। কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র। কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
ল'য়ে ধূর্জ্জটীর জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল॥

এই মতো মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি। সেথা কে পারিত
ল'য়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে।
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া॥

আবার হারায়ে যায়। হেরি চারিধার,
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম। ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা। প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।

কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে॥

৮ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৭। —"মানসী"

অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণ-রূপে ধরাতলে মিশি',
নির্ব্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে। আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হ'য়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তা'র মহাস্নেহ।
ছিল কি পাষাণ-তলে অস্পষ্ট চেতনা।
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব ক'রেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা মাঝে। দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ ক'রে
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধ জাগরণে।
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে

নিত্য-নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর।
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্ব্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে। জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরু-দিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি' করিতে নিপাত
অনুর্ব্বরা অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে,
যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে॥

ধরণী লইত টানি', শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ 'পরে। দুঃখশ্রম ভুলি'
ঘুমাতো অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক।
মাতৃঅঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ—
কিছু কি পেয়েছ তা'র আপনার মাঝে।
যে-গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা-পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা,—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্য্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে,—
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে

লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝ'রে প'ড়ে যায়
দিবা-তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ উল্কা তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা ॥

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা। দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র। হ'য়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির প'ড়েছিলো তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিলো ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহুবর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা
লগ্ন হ'য়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে ॥

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ। হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চ'লে গেছে একা
আপনার ধূলি-লিপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে' চিনে'। দেখিতে দেখিতে
চারিদিক হ'তে সব এলো চারিভিতে
জগতের পূর্ব্ব পরিচয়। কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এলো দলে দলে

সম্মুখে তোমার, থেমে গেলো কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে॥

অপূর্ব্ব রহস্যময়ী মূর্ত্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন,—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে' উঠিয়াছে ফুটে'
একবৃন্তে। বিস্মৃতি-সাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়,
দোঁহে মুখোমুখী। অপার রহস্যতীরে
চির-পরিচয় মাঝে নব পরিচয়॥

১২ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৭। —"মানসী"

আমার সুখ

তুমি কি ক'রেছো মনে দেখেছো, পেয়েছো তুমি
সীমারেখা মম
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি সম
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পারো ভ'রে।
আমাতেও স্থান পেতো অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখো এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা॥

সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাওনি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি ব'কে।
আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কই॥

১১ই কার্ত্তিক। ১২৯৭। —"মানসী"

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা ব'সে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা,
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোটো ক্ষেত আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চ'লে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে,
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে।
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যা'রে খুসি তা'রে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আরো আছে,—আর নাই, দিয়েছি ভ'রে।
এতকাল নদীকূলে যাহা ল'য়ে ছিনু ভু'লে
সকলি দিলাম তু'লে থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা ক'রে॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

ফাল্গুন। ১২৯৮। —"সোনার তরী"

নিদ্রিতা

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হ'তে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া

শীর্ণ হ'য়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্ব্ব তটে হ'তেছে নিশি ভোর।
আকাশকোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙেনি ঘুম-ঘোর।
সমুখে প'ড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
দু'ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি' সুদূরপানে চেয়ে
আপনমনে ভাবিনু একবার,—
অরুণ-রাঙা আজি এ নিশি-শেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে,
দুগ্ধফেনশয়ন করি' আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা॥

অশ্ব চড়ি' তখনি বাহিরিনু
কত যে দেশ-বিদেশ হ'নু পার।
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইক জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে
প্রাসাদ মাঝে পশিনু সাবধানে
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা,

একটি ঘরে রত্ন-দীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা ॥

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি' পড়েছে ভারে ভারে,
একটি বাহু বক্ষ 'পরে পড়ি'
একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি প'ড়েছে খসি' পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি',
পত্রপুটে র'য়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তা'রে, উপমা নাহি জানি,
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন-ভরা লাবণ্যে নিরালা ॥

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন।
ভূতলে বসি' আনত করি' শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহিনু এক মনে,
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে

ভূর্জ্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নামধাম।
লিখিনু "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।"
যতন করি' কনকসূতে গাঁথি'
রতন হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা॥

—"সোনার তরী"

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি' ফুলায় পুন ছাতি॥

জাগিল পথে প্রহরীদল, দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি' রাজাধিরাজ, জাগিল রাণীমাতা।
কচালি' আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতন দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি' শয্যাতলে শুধাল রাজবালা—
কে পরালে মালা

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি' নিল।
আপন-পানে নেহারি' চেয়ে সরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হ'য়ে চকিত-চোখে চাহিল চারিদিকে,
বিজন গৃহ, রতন দীপ জ্বলিছে অনিমিখে।

গলার মালা খুলিয়া ল'য়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার সূতে যতনে-গাঁথা লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তা'র,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল ব'সে ভাবিল রাজবালা—
—আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু নিতান্ত নিরালা,
কে পরালে মালা॥

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি' উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক্।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর গন্ধ ল'য়ে আসে।
জাগিয়া উঠি' বৈতালিক গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে বাঁশীতে উঠে তান।
শীতল ছায়া নদীর পথে কলসে ল'য়ে বারি--
কাঁকন বাজে নূপুর বাজে—চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্ম্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি' নয়ন দুটি ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা॥

বারেক মালা গলায় পরে বারেক লহে খুলি',
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি'।
শয়ন 'পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি ক'রে পাইবে যেন অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা, সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম ডাকিছে কুহু কুহু।

নিভৃত ঘরে পরাণ মন একান্ত উতলা,
শয়নশেষে নীরবে ব'সে ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা ॥

কেমন বীর মূরতি তা'র মাধুরী দিয়ে মিশা।
দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্নে তা'রে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়,—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়।
পার্শ্বে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর,
এখনো তা'র পরশে যেন সরস কলেবর।
চমকি' মুখ দু'হাতে ঢাকে, সরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভেনি সেইখন।
কণ্ঠ হ'তে ফেলিল হার যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন 'পরে লুটায়ে প'ড়ে ভাবিল রাজবালা—
কে পরালে মালা ॥

এমনি ধীরে একটি ক'রে কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝরঝর,
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্ব-কেশর।
স্বচ্ছ-হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা-মালিকা,
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে ল'য়ে দীর্ঘ দুখ-নিশা,
শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন-মাস আবার এলো বহিয়া ফুলডালা।
জানালা পাশে একেলা ব'সে ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা ॥

—"সোনার তরী"

———

হিং টিং ছট্

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,
অর্থ তা'র ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে,
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তা'র নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা, এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে।
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি' নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্‌থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে, "কী আপদ," কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তু'লিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ছট্‌ফট্,
বেদে কানে কানে বলে "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ, এতই বিভ্রাট।

সারি সারি ব’সে গেছে কথা নাহি মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড় তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন ব’সে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে “হিং টিং ছট্।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

চারিদিক হ’তে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হ’তে এল বুধ-অবতংস,
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি ল’য়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি’ টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ ক’রে ব’সে থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে “হিং টিং ছট্।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ,
ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিত সমাজ।

তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে,
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল,
যবন-পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্।"
সভাসুদ্ধ বলি' উঠে "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

স্বপ্ন শুনি' ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস," রেগেমেগে বলে
ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি' বুকে
"স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে,
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কী মিষ্ট আহা "হিং টিং ছট্।"

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্ ধিক্,
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক।
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ কথা কেমন ক'রে করিব স্বীকার।
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ" জাতি,
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে,—দুপুরে ডাকাতি।
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাখালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক্।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।"
সতরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এলো ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

অতঃপর গৌড় হ'তে এলো হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শতবার খ'সে খ'সে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।

এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কী ল'য়ে বিচার,
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্ পালট্।"
সমস্বরে কহে সবে "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

স্বপ্নকথা শুনি' মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।
দুর্ব্বোধ যা-কিছু ছিল হ'য়ে গেলো জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্ম্মল।
হাঁপ ছাড়ি' উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হ'তে খুলি' লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালীর শিরে,
ভারে তা'র মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি' চড়ি' উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা' আছে তা' নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তা'র কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা'কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তা'র পিছু।
এসো ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড়ো চিৎ,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—

জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯। —"সোনার তরী"

পরশ-পাথর

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি'
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎহেন
উড়ে' উড়ে' খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তা'রে কেহ নাই এ সংসারে
পথের ভিখারী হ'তে আরো দীনহীন,
তা'র এত অভিমান, সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায় আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর ॥

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হ'ল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।

আকাশ রয়েছে চাহি'   নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে   পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে' আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল   করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে,
কাম্যধন আছে কোথা   জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি,   মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে,   কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর॥

একদিন, বহুপূর্ব্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা   সবে যেন দিল দেখা,
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি' যত সুরাসুর   কৌতূহলে ভরপূর
এসেছিলো পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে,
অতলের পানে চাহি',   নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি'   শুনেছিলো মুদে' আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন,
তা'র পরে কৌতূহলে   ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিলো এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি'   নিরখিল লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে   শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে' খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর॥

এতদিনে বুঝি তা'র ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তা'র দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তা'র ডেকে ডেকে জাগা।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত।
যত করে হায় হায়, কোনোকালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তা'র ব্রত।
কারে চাহি' ব্যোমতলে গ্রহতারা ল'য়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে' খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর॥

একদা শুধাল তা'রে গ্রামবাসী ছেলে,
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কী, কাঁকালে ও কী ও দেখি,
সোনার শিকল তুমি কোথা হ'তে পেলে।"
সন্ন্যাসী চমকি' ওঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
এক কী কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর ব'সে প'ড়ে ভূমি 'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,
পাগলের মতো চায়, কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।

কেবল অভ্যাসমতো নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ ক'রে ঠেকাইত শিকলের 'পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে' দিত ছুঁড়ি'
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর ॥

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে'
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ প'ড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হ'তে কতদূরে নাহি তার শেষ।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর ॥

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯। —"সোনার তরী"

দুই পাখী

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।

বনের পাখী বলে, "খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখী বলে "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখী বলে "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব"॥

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি' বসি'
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তা'র
দোঁহার ভাষা দুই মতো।
বনের পাখী বলে, "খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি।"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহ শিখি'।"
বনের পাখী বলে "না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,"
খাঁচার পাখী বলে "হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই"॥

বনের পাখী বলে "আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তা'র।"
খাঁচার পাখী বলে, "খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখী বলে "আপনা ছাড়ি' দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"

খাঁচার পাখী বলে, "নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।"
বনের পাখী বলে "না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই"।
খাঁচার পাখী বলে "হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই॥"

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দু'জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দু'জনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা
কাতরে কহে, "কাছে আয়।"
বনের পাখী বলে "না,
কবে খাঁচায় রুধি' দিবে দ্বার।"
খাঁচার পাখী বলে "হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার"॥

১৯শে আষাঢ়। ১২৯৯। —"সোনার তরী"

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখী।

শাণিত তরবারি গলাটি যেন
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন্ কোথা যায় না-পাই দিশা,
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে' অবাক্ মানে
সঘনে বলে "বাহা বাহা"।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
কাঠের মতো বসি' আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান
ভালো না লাগে তা'র কাছে।
বালক-বেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কতো মেঘের গান,
হোলির দিনে কতো কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,
গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে
ভাসিয়া গেছে দু'নয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে
সভার গৃহ গেছে পূরে',
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ভূপালী মূলতানী সুরে॥

ঘরেতে বারবার এসেছে কতো
বিবাহ-উৎসব রাতি,

পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস
জ্বলেছে শত শত বাতি।
বসেছে নব বর সলাজ মুখে
পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে
সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি' তা'র বরজলাল
ধরেছে সাহানার সুর,
সে-সব দিন আর সে-সব গান
হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে-ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে
নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
কাশীর বৃথা মাথানাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়
হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া॥

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে
বিরাম মাগে কাশীনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তা'র রাখিয়া মুখ,
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি।

এ যেন পাখী ল'য়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিলো, একালে হায়
গানের বড়ো অবহেলা" ॥

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ
শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে
আসন নিলো ধীরে ধীরে
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
তুলিয়া নিলো তানপূর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি'
ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
বৃহৎ সভাগৃহকোণে
ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে
উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায়
দিতেছে শত উৎসাহ
"আহাহা, বাহা বাহা" কহিছে কানে
"গলা ছাড়িয়া গান গাহ" ॥

সভার লোকে সবে অন্যমনা,
কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চ'লে যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় ল'য়ে তামাকু পান"
ভৃত্যে ডাকি' কেহ কয়।

সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে
"গরম আজি অতিশয়।"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ,
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান মাঝে ক্ষীণ তরী,
কেবল দেখা যায় তানপুরায়
আঙুল কাঁপে থরথরি'।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর
উছসি' উঠে নিজ সুখে,
হেলার কলরব শিলার মতো
চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ,
দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে॥

গানের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেলো কী করিয়া।
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে
লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে,
সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হ'তে ধরিল গান
আবার ভুলি' দিল ছাড়ি'।

দ্বিগুণ থরথরি' কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল সুরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি'
গাহিতে গিয়ে হা হা করি'।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি',
গানের সূতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি'
অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপূরার 'পরে
রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে
বাল্য-ক্রন্দন-গাথা।
নয়ন ছলছল প্রতাপ রায়
কর বুলায় তা'র দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই,"
কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপজ্বালা' নয়ন-ভরা
ছাড়ি' সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেলো দুটি প্রাচীন সখা
ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।
বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু,
মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন অসিয়াছে নূতন লোক
ধরায় নব নব রঙ্গ।

জগতে আমাদের বিজন সভা
কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা,
মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আর জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে॥

২৪শে আষাঢ়। ১৩০০। —"সোনার তরী"

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর।
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে' যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে। স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে প'ড়েছে, যেন রৌদ্রময়ী রাতি

ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম।
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।
গিয়েছে আশ্বিন। পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হ'য়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি ল'য়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তা'র নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে। বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হ'য়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কী কাণ্ড
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কী করিব ল'য়ে। কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে"॥

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। "কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে।
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান,
ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি, কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল,
আমসত্ব আমচুর, সের দুই দুধ,
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।

মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে ক'রে।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তা'র পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
অমঙ্গল-অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি' অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হ'য়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে, আজি তা'র মাতা
দেখে নাই তা'রে। এত বেলা হ'য়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্ণিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি", সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়।"
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল, "যেতে আমি দিব না তোমায়।"

তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হ'ল॥

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হ'তে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধ'রে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি' গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু ল'য়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হ'তে বহু ভয়ে লাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে। শুধু ব'লে রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি।" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব।" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি ব'সে ছবির মতন,
আমি দেখে চ'লে এনু মুছিয়া নয়ন।
চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো

নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস ॥

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তা'রেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তা'রে,
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব না রে।"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হ'তে।
প্রলয়-সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্রবেগে চ'লে যায় সবে
পূর্ণ করি' বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।

সম্মুখ-উর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"। নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া ॥

চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে, শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধ'রে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবুতো রে
শিথিল হ'ল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি'
"যেতে নাহি দিব।" ম্লানমুখ, অশ্রু আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে "আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর।"
এত বলি' দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব", তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চ'লে যায়
একটি নিশ্বাসে তা'র আদরের ধন,
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,

ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির। তবু প্রেম বলে
"সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা-অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি।" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই" হেন গর্ব্বকথা।
মৃত্যু হাসে বসি'। মরণ পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন 'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে' আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া॥

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা, অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র ল'য়ে। বেলা ধীরে যায় চ'লে
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে। শুনিয়া উদাসী

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি' দিয়া। স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন, মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো॥

১৪ই কার্ত্তিক। ১২৯৯। —"সোনার তরী"

সমুদ্রের প্রতি

(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া)

হে আদিজননী, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বনকর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি', নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তা'র
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি। ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা,
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও, আবার আনন্দপূর্ণ সুরে

উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড়ো বুকে,
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্রকরি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি, আদি অন্ত তাহার কোথা রে,
কোথা তা'র তল, কোথা কূল। বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগভীর মৌন, তা'র সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র হাস্য, তা'র অশ্রুরাশি। কখনও বা আপনারে
রাখিতে পার' না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে' এসে ধরণীরে বক্ষে ধর' চাপি'
নির্দ্দয় আবেগে। ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তা'রে বাঁধি'
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ' তা'রে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায়
পড়ে' থাক' তটতলে স্তব্ধ হ'য়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল। ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে। সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপেচুপে
চ'লে যায় তিমির-মন্দিরে, রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি'- ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'॥

আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র, বোবার ইঙ্গিত 'ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে

নাড়িতে যে-রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি
দিক্ হ'তে দিগন্তরে যুগ হ'তে যুগান্তর গণি'।
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে ঊষা এসে
অনুমান করি' যেতো মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি', হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদিত হ'তেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে

যেন নব মহাদেশ সৃজন হ'তেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে, মনে তা'র দিয়েছে সঞ্চারি'
আকার প্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তা'রে পরিহাসে, মর্ম্ম তা'রে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে।
প্রাণভরা ভাষাহারা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে। তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মতো॥

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানি কী যে চায়, নাহি জানি কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো। স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তা'র তালে তালে বারম্বার হানি',
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তা'রে স্নেহময় চুমা,
বলো তা'রে "শান্তি শান্তি" বলো তা'রে,
"ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা"॥

১৭ই চৈত্র, ১২৯৯। —"সোনার তরী"

মানস-সুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে ব'স। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণ মহানন্দে নাহি যায় টুটে'
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটেনি প্রাণে, কী সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হ'য়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক্ সৌম্য ম্লানকান্তি
জীবনের দুঃখদৈন্যঅতৃপ্তির 'পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।
বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি' উঠে মর্ম্মান্ত হরষে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি' যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

অৰ্দ্ধেক অঞ্চল পাতি' বসাও যতনে
পার্শ্বে তব। সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাকো মোরে, বলো, প্রিয়, বলো, প্রিয়তম।
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি' মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সঙ্গোপনে ব'লে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি-স্তরেস্তরে
সরসসুন্দর। নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে' ধোরো। আনন্দ আভায়
বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে। যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি' উঠে, বসি' মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি' বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি'
হাসিয়ো নীরবে অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি।
যদি কথা পড়ে মনে তব কলস্বরে
ব'লে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্দ্ধেক রজনী ধরি'
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধ প্রাণ

নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই র'ব প্রিয়া।
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে। অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো। সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে। যামিনী শয়ন তা'র
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা র'ব চাহি'
অপার তিমিরে, আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জ্জনে। বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি'
শুধু এক প্রান্তে তা'র প্রলয়-মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুই হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু, দুই প্রাণে আছে ফুটি'
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা॥

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
অলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্য্যের শশী,

মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'ত দুইজনে
আধ চেনা-শোনা। তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, অরুণ প্রভাতে
নবীন-বালিকা-মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি'
পাঠশালা-কারা হ'তে কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য-ভবনে
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে।
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তা'র।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হ'তে
কাঁপিত আলোক, নির্ম্মল নির্ঝর স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো ক'রে
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে,
খেলাধূলা ছুটাছুটি দুজনে সতত,
কথাবার্ত্তা বেশবাস বিথান বিতত॥

তা'রপরে এক দিন, কী জানি সে কবে,
জীবনের বনে যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হ'য়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম, খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন্ অন্তর-লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি' আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া, পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি। ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষণ নব পুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে।
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হ'য়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তরগৃহে, যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্য্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ ল'য়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জাআশাভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছে মোর মর্ম্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসিঅশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম, হাসিখানি স্থির

অশ্রুশিশিরেতে ধৌত, পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত, প্রীতিস্নেহ
গভীর সঙ্গীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ বীণা তন্ত্রী হ'তে রণিয়া রণিয়া
অনন্ত বেদনা বহি'। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হ'য়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম। এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে। এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে। এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশদিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে।
এর কোনো কূল আছে। সৌন্দর্য্যপাথারে
যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনতরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হ'য়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই। বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে, আছে এক মহা উপকূল,
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ॥

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা,

কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর। কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু ব'লে কাজ নাই, শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্ব্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি' লহ গো সবলে
আমার আমারে। নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সঙ্গীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি'
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি'।
নাইবা বুঝিনু কিছু, নাইবা বলিনু,
নাইবা গাঁথিনু গান, নাইবা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি' জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্ত্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।
মানসীরূপিনী ওগো, বাসনা-বাসিনী
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ ল'য়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন ভাসিছ তুমি

অনন্তের মাঝে, স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার, সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল, উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা, পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি, বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ, নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন।
শরৎ-প্রত্যুষে উঠি' করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য ছায়ে উদাসিনী হ'য়ে
ব'সে থাক। ঝিকিমিকি আলোছায়া ল'য়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসন বয়ন কর বকুলতলায়।
অবসন্নদিবালোকে কোথা হ'তে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর তীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মূলতান।
কখন্ অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে, ক'রি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি'
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হ'য়ে আছি যবে কাজে
স্খলিত-বসন তব শুভ্র রূপখানি

নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি'
চকিতে চমকি' চলি' হায়। জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো, বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহআলোকের
তরে, ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হ'তে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হ'তে নিঃশব্দে আসিয়া, অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও, চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে,
নয়ন চুম্বন কর, স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন্ আবার
চ'লে যাও নিঃশব্দ চরণে॥

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা, এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে।
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুরমূরতি।
নদী হ'তে লতা হ'তে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া

ভাবের বিকাশভরে। কি নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি, কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দু'খানি হাতে, কবরী কেমনে
বাঁধিবে নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে।
কচি কেশগুলি পড়ি' শুভ্র গ্রীবা'পরে
শিরীষ কুসুমসম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমনে। শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয় নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে। কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমিরআভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী। অধর কি সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি' বিকশি'
অনিবার সৌন্দর্য্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি'
নিঃসহ যৌবনে॥

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখচোখি
সেই পরজন্ম-পথে, দাঁড়াব থমকি',
নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি'
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চির-জীবনের মোর ধ্রুবতারাসম
চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ,
আমার নয়ন হ'তে লইয়া আলোক,

আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে, আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন, দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে, কখনো কি বক্ষ ভরি'
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে। জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার। বাজিবে তোমার সুর
সর্ব্ব দেহে মনে, জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
র'বে তব শুভহস্ত দুটি। গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল। কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি',
প্রণয়ে বিকশি'। মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।

ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তা'র
পূর্ণ করি' ফেলিয়াছে আজ চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।
রজনী গভীর হ'ল, দীপ নিবে আসে।
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন্ যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণ-রেখা
মিলাইয়া গেছে, সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে, শেষ ঘট পূর্ণ ক'রে
কখন্ বালিকা-বধূ চ'লে গেছে ঘরে।
হেরি' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘপথ, শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী।
কখন্ গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে কৃষি-পল্লী হ'তে, নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটীরে
কখন্ জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যা-দীপখানি,
কখন্ নিভিয়া গেছে কিছুই না জানি॥

কী কথা বলিতেছিনু, কী জানি, প্রেয়সী,
অর্দ্ধ অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি'

স্বপ্নমুগ্ধ-মতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তা'র। সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিঃস্বনে॥

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি', শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে॥

৪ঠা পৌষ। ১২৯৯। —"সোনার তরী'

দুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে।
প্রশান্ত বিষাদভরে দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে।
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে॥

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন,
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না।

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি' তা'রে   সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি' গণি'
একখানি স্থত্রে গাঁথি' একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার ॥

এ যদি হইত শুধু ফুল,
স্থগোল স্থন্দর ছোটো,   উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হ'তে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে ॥

এ যে সখি সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,   দিক্ হ'য়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী,
এ তবু তোমার রাজধানী ॥

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে।
গভীর হৃদয়মাঝে   নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে।
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন ॥

এ যদি হইত শুধু স্থখ,
কেবল একটি হাসি   অধরের প্রান্তে আসি'
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা
বলিতে হ'ত না কোনো কথা ॥

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল দুই চক্ষে ছল ছল,
বিষণ্ণ অধর ম্লান মুখ,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হ'ত কথা।

এ-যে সখি হৃদয়ের প্রেম।
সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার
চিরদৈন্য চির পূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে
তাই আমি না পারি বুঝাতে।
নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে,
চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রি দিন ধ'রে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন্॥

১১ই চৈত্র। ১২৯৯। —"সোনার তরী"

ঝুলন

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা গগন আঁধার
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা।
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা,
রাত্রিবেলা।

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হ'তে হাহা ক'রে হাসি'
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি'
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগোলে মাতালে হট্টগোল।
দে দোল্ দোল্॥

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে॥

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তা'রে যতনভরে
শয়ন 'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তা'রে গোপন ঘরে
যতনভরে॥

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি' নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তা'রে মাথা রাখি' পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাষে,
গুঞ্জর তান করিয়াছি পান জ্যোৎস্না রাতে,

যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তা'র দু'খানি হাতে
স্নেহের সাথে ॥

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ আলসরসে,
আবেশ বশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি' একাকার নিশিদিবসে,
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশ বশে ॥

ঢালি' মধুরে মধুর বধূরে আমার হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি'।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারিপাশে,
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম হয়েছে পুঁজি।
অতল স্বপ্ন-সাগরে ডুবিয়া মরি যে যুঝি'
কাহারে খুঁজি' ॥

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি' রসিগাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা ॥

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।

প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয়রোল।
বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার কী হিল্লোল।
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কী কল্লোল।
উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত বোল।
দে দোল্ দোল্॥

আয় রে ঝঞ্ঝা পরাণবধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি' লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্।
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি' লব দোঁহে ছাড়ি' ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ দুটো পাগোল।
দে দোল্ দোল্॥

১৫ই চৈত্র। ১২৯৯। —"সোনার তরী"

হৃদয়-যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয়-নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয়-নীরে॥

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে,
হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল, নবনীল নভস্থল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি' কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে॥

যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো, হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি নিবে গ্রাসি',
উচ্ছ্বসি' পড়িবে আসি' উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে।
যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো, হেথা
গহন-তলে॥

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে॥

১১ই আষাঢ়। ১৩০০। —"সোনার তরী"

ব্যর্থ যৌবন

আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে।
এ বেশভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হ'য়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ-শয়নে।
আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি।
বহি' বৃথা মন-আশা এতো ভালবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে।
হায়, যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে।
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে।
তরু-মর্ম্মর, নদী-কলতান
কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
দূর হ'তে আসি' পশেছিল গান শ্রবণে।
আজি সে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
মনে লেগেছিল হেন আমারে সে যেন ডেকেছে।
যেন চির যুগ ধ'রে মোরে মনে ক'রে রেখেছে।
সে আনিবে বহি' ভরা অনুরাগ,
যৌবন-নদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-বাঁধনে।
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে॥

ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর।
যদি যেতে হ'ল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো
রজনী-প্রভাতে ব'সে র'ব কতো।
এবারের মতো বসন্ত-গত জীবনে।
হায় যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে॥

১৬ই আষাঢ়। ১৩০০। —"সোনার তরী"

প্রত্যাখ্যান

অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না।
অমন সুধা-করুণ সুরে গেয়ো না।
সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে

আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়ো না।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

মনের কথা রেখেছি মনে যতনে।
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়
দু'চারি ফোঁটা অশ্রুময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা বেদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

কাহার আশে দুয়ারে কর হানিছ।
না জানি তুমি কী মোরে মনে মানিছ।
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ
নাহিক মোর রাণীর সাজ,
পরিয়া আছি জীর্ণচীর-বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

কী ধন তুমি এনেছ ভরি' দু'হাতে।
অমন করি' যেয়ো না ফেলি' ধূলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কী আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তরে বিকাতে হবে আপনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

ভেবেছি মনে ঘরের কোণে রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে বহিব।
কিসের লাগি' করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিক ভাষা,
রয়েছে সাধ, না জানি তা'র সাধনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

যে-সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে।
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি' উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ রোদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

এসেছ তুমি গলায় মালা ধরিয়া,
নবীন বেশ, শোভন ভূষা পরিয়া।
হেথায় কোথা কনক থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা,
বাসরসেবা করিবে কেবা রচনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না॥

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল কে করে।
সন্ধ্যা হ'তে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি-যাপনা।
অমন দীন-নয়নে আর চেয়ো না॥

২৭শে আষাঢ়। ১৩০০। —"সোনার তরী"

লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান,
কেবল সরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি॥

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া,
চাহিয়া আঁখির কোণে তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া ॥

দক্ষিণ পবনভরে অঞ্চল উড়িয়া পড়ে,
কখন্ যে নাহি পারি লখিতে,
পুলকব্যাকুল হিয়া অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে ॥

বদ্ধ গৃহে করি' বাস রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস,
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি' গিয়া বাতায়নে সুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া ॥

পূর্ণচন্দ্রকররাশি মূর্চ্ছাতুর পড়ে আসি'
এই নবযৌবনের মুকুলে,
অঙ্গে মোর ভালবেসে ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে ॥

মুখে বক্ষে কেশপাশে, ফিরে বায়ু খেলা-আশে
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে,
হেনকালে তুমি এলে মনে হয় স্বপ্ন ব'লে
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে ॥

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে, ওটুকু নিয়ো না কেড়ে
এ সরম দাও মোরে রাখিতে,
সকলের অবশেষ এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে ॥

ছলছল দু'নয়ান করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারিনে যেন সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি ॥

কেন যে তোমার কাছে একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশ্বাস, নহে সখা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ ॥

বসন্ত-নিশীথে বঁধু লহ গন্ধ, লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশে পাশে, কোয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো ॥

সে টুকুতে ভর করি' এমন মাধুরী ধরি'
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া ॥

এমন সকল বেলা পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্ত-কুসুম-মেলা দু'ধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে, সকলি তোমার হবে,
কেবল সরম থাক্ আমারি ॥

২৮শে আষাঢ়। ১৩০০। —"সোনার তরী"

পুরস্কার

সে-দিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী,
"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি' পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়'-পড়'
তা'র খোঁজ রাখ কি।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কী ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি' ধরো এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি,
এতো শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে কড়ি আসে ছুটো।"
দেখি' সে মূরতি সর্ব্বনাশিয়া
কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি' করপুট,
"ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইক ভাঁড়ারে
এ কথা শুনিবে কেবা।

আমারে কপালে বিপরীত ফল,
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
এতো করি তাঁর সেবা।
তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল
অমনি সর্ব্বনাশ।"
মনে মনে হাসি' মুখ করি' ভার
কহে কবিজায়া "পারিনেক আর
ঘরসংসার গেল ছারেখার
সব তা'তে পরিহাস।"
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মু'খানি
শিঞ্জিত করি' কাঁকন দু'খানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি'
রোষ-ছলে যায় চলি'।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন,
উচাটন কবি কহিল, "অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি'।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু'পায়
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি' দিব সোনায় রূপায়
বুদ্ধি যোগাও তুমি।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা' পাই
তোমার মূরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই,
সমস্ত মরুভূমি।"

"হয়েছে, হয়েছে, এতো ভালো নয়"
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়
"যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়,
আমার কপাল-গুণে।
কথার কখনো ঘটেনি অভাব,
যখন বলেছি.পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখ পাঁজি খুলি',
সঙ্গে করিয়া লহ পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি'
চলো রাজসভামাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক
মানুষ হইয়া গেল কতো লোক,
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে।"
কবির মাথায় ভাঙি' পড়ে বাজ,
ভাবিল, বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানিনে রাজামহারাজ
কপালে কী জানি আছে।
মুখে হেসে বলে "এই বই নয়,
আমি বলি আরো কী করিতে হয়।
প্রাণ দিতে পারি, শুধ্ জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে।
যেতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ,
ত্বরা ক'রে তবে নিয়ে এসো সাজ,
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর, কনকহার।

ব'লে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে
কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন করো তা'র।"
ব্রাহ্মণী কহে "মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কী চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর
না দেখি আবশ্যক।
নানা বেশভূষা হীরা রূপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি' উপাসনা,
সাজ করে' লও পূরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক্।"
এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ
আনে বেশ বাস নানান্ ধরণ,
কবি ভাবে মুখ করি' বিবরণ
আজিকে গতিক মন্দ।
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কসিয়া
পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি' মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন,
কবি বসি' থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সে-ও আজি হার মানে।

এই মতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া,
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক,
হাসি' উঠি' কহে ধরিয়া চিবুক
"আ মরি সেজেছ কী বা।"
ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
"পুরনারীদের পরাণ হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি,
তখন দাসীরে ভুলোনা গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতনভূষণরাজি।"
কোলের উপরে বসি', বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি', "কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে।"

বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি'
উষ্ণীষপরা মস্তক তুলি'
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি'
দ্রুত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি' বাতায়ন পাশে
উঁকি মারি' চায়, মনে মনে হাসে,
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,
"রাজপথ দিয়া চলে এতো লোকে
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।"
এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে ক'মে
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ্ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা,
হেথা কি আসিতে আছে।
হেসে ভালবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীর মুখ।
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি' আছে হেন যমের মূরতি,
তাই ভাবি' কবি না পায় ফূরতি
দমি' যায় তা'র বুক।

বসি' মহারাজ মহেন্দ্র রায়
মহোচ্চ গিরিশিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল অটল ছবি।
কৃপা-নির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হ'ল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রী-আদেশে
জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমতো আকার প্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শিকার
নাহি জানে কোনো নর।
ব্রত নানামতো সতত পালয়ে,
এক কানা কড়ি মূল্য না ল'য়ে
ধর্ম্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যা'কে তা'কে।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে,
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তা'র রাখে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণব-রূপে
যখন সে আসি' প্রণমিল ভূপে,
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কী করিল নিবেদন।

অমনি আদেশ হইল রাজার
"দেহ এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার"
"সাধু, সাধু" কহে সভার মাঝার
যত সভাসদ্‌জন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে,
"এ যে দান ইহা যোগ্যপাত্রে,
দেশের আবালবনিতামাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ।"
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতাভরে,
দেখি' সভাজন আহা আহা করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্যলেশ।
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি' রাজাস্তরণ
পবিত্র পদ-পঙ্কে।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
বলিঅঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম,
প্রখর মূর্ত্তি অগ্নিশর্ম্ম,
ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে
পড়ি' গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তা'র নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি' থাকে মাথা করি' নিচু,
রাজা বলে "এঁরে দক্ষিণা কিছু,
দাও দক্ষিণ হাতে।"

তা'র পরে এলো গণৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলি'।
আসে এক বুড়া গণ্য মান্য
করপুটে ল'য়ে দূর্ব্বাধান্য,
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
ভরিয়া দিলেন থলি।
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত
কারো বা মাথায় পাগ্ড়ি লোহিত,
কারো বা হরিৎ বর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য,
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ,
যার যথামতো পায় বরাদ্দ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তা'রে সভাগৃহকোণে
বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ "হোথা বসিয়া কে ওই,
এস তো মন্ত্রী সন্ধান লই।"
কবি কহি' উঠে "আমি কেহ নই
আমি শুধু এক কবি।"
রাজা কহে, "বটে, এসো এসো তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হ'বে।"
বসাইলা কাছে মহা গৌরবে
ধরি' তা'র কর দুটি।

মন্ত্রী ভাবিল যাই এই বেলা,
এখন তো সুরু হবে ছেলেখেলা,
কহে "মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।"
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ ইঙ্গিতে মহা তটস্থ
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল,
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল॥

চলি' গেল যবে সভ্যসুজন,
মুখোমুখী করি' বসিলা দুজন,
রাজা বলে "এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ করো কবি।"
কবি তবে দুই কর জুড়ি' বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,
"প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানস-সরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন

ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুণিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো—সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জান তো মা বাণী
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা' হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্ব-প্লাবিনা
অমৃতউৎসধারা।
যে রাগিণী শুনি' নিশি দিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্ত্যমাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হ'তে।
যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রু হাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আসে, কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,

বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তা'রা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তা'র মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসারকোলাহল।
সে জন পাগল, পরাণ বিকল,
ভবকূল হ'তে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ,
অপূর্ব্ব গীত, অলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব।
বাজুক্ সে বীণা, মজুক ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী,
কে বড় কে ছোট কে দীন কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে,
কার জয় হ'ল, কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,

কেবা ভালো, আর কেবা ভালো নয়,
কে উপরে কেবা নীচে।
গাঁথা হ'য়ে যাক্ এক গীতরবে,
ছোটো জগতের ছোট-বড়ো সবে,
সুখে প'ড়ে র'বে পদপল্লবে,
যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি'
দাঁড়াও মধুর মূরতি বিকাশি',
কুন্দবরণ সুন্দর হাসি
বীণা হাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা,
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা
তব সঙ্গীতস্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি' কেশজাল
নাচে দশ দিক্ হ'তে।"
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়াছে দগধি
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, বারেক ভাবি' দেখ মনে
সেই একদিন কেটেছে কেমনে

যেদিন মলিন বাকল-বসনে
 চলিলা বনের পথে,
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন,
নববধূ সীতা আভরণহীন
 উঠিলা বিদায়রথে।
রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
 প'ড়েছে এমন ঘরে।
অভিষেক হবে, উৎসবে তা'র
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
 শুধু নিমেষের ঝড়ে।
আর এক দিন ভেবে দেখ মনে
যেদিন শ্রীরাম ল'য়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটীরভবনে
 দেখিলা জানকী নাহি,—
'জানকী জানকী' আর্ত্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা অরণ্য আঁধার আননে
 রহিল নীরবে চাহি।
তা'র পরে দেখ শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসের,
এত বিষাদের এত বিরহের
 এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে,

দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে-সকল দিন সে-ও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায়নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডক বনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চির দিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহা প্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহা রাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহা সঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।
তা'র পরে কবি কহিল সে কথা,
কুরুপাণ্ডব সমর-বারতা,
গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব্ব দেশ,
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশনরাশি,
মহা দাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি'
অরণ্য-পরিবেশ।
এক গিরি হ'তে দুই স্রোত পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা

সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে,
দেখিতে দেখিতে হ'ল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্রশোণিত,
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়-বন্যা-গানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হ'য়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি' নির্ম্মূল
ছুটিল রক্তধারা,
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি',
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি'
নিবায়ে সূর্য্য তারা।
সমর-বন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতল-শয়ান
প'ড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই।
ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে
বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
চাহি ধরাপানে আনত বয়ানে
মুখেতে বচন নাই।
বহু দিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহা নরমেধ
বিদ্বেষ হুতাশনে।
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,

পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণ সিংহাসনে।
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্ম্ম-বিদার রব।
"জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়"
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস ব'লে আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারা দিন ধরি'
অট্ট গরজে অম্বর ভরি'
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি' কুলভয় লাজে,
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসিবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া
বসি' একাকিনী শোকার্ত্ত হিয়া
শূন্য শ্মশানমাঝে।
কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতা-বহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তা'র,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।
তবু কোথা হ'তে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমরসাগর

গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে,
বিজয়ের শেষে সে মহা প্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির-মানবের প্রাণে।
হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি' দিক্ দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি'।
এমনি বরষা আজিকার মতো
কত দিন কত হ'য়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে
আজি আমাদেরি মতো,
তা'রা গেছে শুধু তাহাদের গান
দু-হাতে ছড়ায়ে ক'রে গেছে দান,
দেশে দেশে, তা'র নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত।
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে,
সমস্ত প্রাণে কেন-যে কে জানে
ভরে' আসে আঁখিজল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,

লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক'দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে,
যার যাহা আছে তা'র থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি',
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টি-শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
স্বর-তরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,
সেথা হ'তে টানি' ল'ব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরীতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি' দিব আমি সেই গীত আনি',

বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাবো ঘনতর ছায়া,
ক'রে দিয়ে যাবো বসন্তকায়া
বাসন্তীবাসপরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি' দিব দূর
তা'র পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাবো ভরে',
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মতো র'বে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,

বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
রেখে যাবো সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহিনা চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল হ'য়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হ'য়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালবাসা।
শুধু ও-চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহস্বরে ডাকে অন্তর মাঝে
আয় রে বৎস আয়,
ফেলে রেখে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চির বসন্ত বায়।
সেই ভালো মাগো, যাক্ যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু'পায়
বার বার নমোনমঃ।
এত বলি' কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণাঝঙ্কারসম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিয়া ভূতল,

দু-বাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল
কবিরে লইয়া বুকে,
কহিলা, “ধন্য, কবি গো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি’।
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি’ দু’নয়ন কবি তাঁরে বলে,
কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি॥

মালা বাঁধি’ কেশে কবি যায় পথে,
কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে,
নানাদিকে লোক যায় নানামতে
কাজের অন্বেষণে।
কবি নিজ মনে ফিরিছে লুব্ধ,
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃত দুগ্ধ
দোহন করিছে মনে।
কবির রমণী বাঁধি’ কেশপাশ,
সন্ধ্যার মতো পরি’ রাঙা বাস,
বসি’ একাকিনী বাতায়ন-পাশ,
সুখহাস মুখে ফুটে।

কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তা'র চলিছে যেমন
কত কী যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি',
বাহুখানি নাড়ি' মৃদু ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল কর-কিঙ্কিণী
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিল কবিরে ঘেরি'।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি'
অতি সত্বর সম্মুখে আসি'
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি'
"দেখ কী এনেছি বালা।
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন,
তোমার কণ্ঠে দিবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।"
এত বলি' মালা শির হ'তে খুলি'
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি',
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি'
ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি' মুখে করে রাগ,
মনে মনে তা'র জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।

কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন,
বসি' থাকে মুখ ক'রি বিষণ্ণ
শূন্যে নয়ন মেলি'।
কবির ললনা আধখানি বেঁকে,
চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,
পতির মুখের ভাবখানা দেখে'
মুখের বসন ফেলি',
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে,
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,
শতবার করি' আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তা'র মুখে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়,
মালাখানি ল'য়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে,
বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে
লক্ষ্মী-সরস্বতী।

১৩ই শ্রাবণ। ১৩০০। —"সোনার তরী"

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার। হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে। উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে। শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে। যাই পরশিয়া
স্বর্ণ-শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে। নব পুষ্পদল
করি' পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণ-লেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে। নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি' দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি' নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর,
অনন্ত কল্লোলগীতে, উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্ দিগন্তরে। শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়

নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জ্জনে,
নিঃশব্দে নিভৃতে ॥

যে-ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদয়ের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি' বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়, ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি' দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি' শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কা'রা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে, আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে ॥

সুদুর্গম দূরদেশ,
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি। রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে।
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে প'ড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দ্দয়।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি' বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে

চাহিয়া সম্মুখে। চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা,
স্ফটিক-নির্ম্মল স্বচ্ছ, খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
প'ড়ে আছে শিখর আঁকড়ি', হিম-রেখা
নীলগিরিশ্রেণী'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি', যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি' ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জ্জটির তপোবন-দ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে, যেখানে ল'য়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ, সর্ব্ব-আভরণহীন।
যেথা দীর্ঘ রাত্রি-শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন, রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে। সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্ব্বতসঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে, কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া। ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্ম্মিমুখরিত

লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি'
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবস নিশীথে। পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র হ'তে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি।
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক্
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম অনুরত, সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা ;
নাহি কোনো ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোনো প্রথা
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাই চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাই ঘরপর

উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে। পরিতাপ-জর্জ্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্ত্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য ক'রে চ'লে যায় আবেগে উল্লাসি,'
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সে-ও ভালবাসি।
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘু তরী সম॥

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর,
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীব
বাহিতেছে অবহেলে, দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি' অতর্কিত শিকারের 'পবে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তা'র স্বাদ।
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি' বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দমদিরা-ধারা নব নব স্রোতে॥

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি' ধরি' এ বক্ষের কাছে

সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ।
প্রভাত রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হ'য়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ'পরে সারাদিন দুলি
আনন্দদোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশু-পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
স্নিগ্ধ আঁধারে॥

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি', আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলদল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি

সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুম-মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া,
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনো দিন, শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মনে যবে ছিলো মোর সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায় ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হ'তে, মিশ্রিত মর্ম্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার। দূর কর সে বিরহ,
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি সবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে

বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে, মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি।
তরু-ঘেরা গ্রাম হ'তে উঠে ধূম-লেখা
সন্ধ্যাকাশে। যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে।
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্ব্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে,
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী 'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি'
বিষাদ-ব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু।
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত, আনন্দের রস
কত রূপে হ'তেছে বর্ষণ, দিক্ দশ
ধ্বনিছে কল্লোল গীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্ত্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ ল'য়ে

হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাতআলোক মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প। মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হ'য়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে, যা' দেখে' কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু'নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্ব্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে, প্রাণস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি' আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে'
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে। আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হ'তে। ঊষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্ত্যবাসী
নিদ্রা হ'তে উঠি'। আজ শতবর্ষপরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ। ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি র'ব না আমি। আসিব না নেমে

তা'দের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তা'দের সর্ব্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন,
তা'দের বসন্ত দিনে অকস্মাৎ সুখ,
তা'দের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর রূপে। ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে। করিব গমন
ছাড়ি' লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি,
চতুর্দ্দিক হ'তে মোরে ল'বে না কি টানি'
এই সব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবন-পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ।
ফিরিব তোমারে ঘিরি', করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে, কীট পশু পাখী
তরু গুল্ম লতারূপে বারম্বার ডাকি'
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে,
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তা'র পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা

মুখেতে রয়েছে লাগি', তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ।
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী লহগো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও, রাখিয়ো না দূরে॥

২৬শে কার্তিক। ১৩০০। —"সোনার তরী"

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি।
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে।
কী আছে হেথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে॥

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়, অপরিচিতা,
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে।
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না ব'লে॥

হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,
তারি মাঝে বসি' এ নীরব হাসি হাসিছ কেন।
আমি তো বুঝি না কী লাগি' তোমার বিলাস হেন॥

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি "কে যাবে সাথে,"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হেথায় নবীন জীবন,

আশার স্বপন ফলে কি হেথায় সোনার ফলে।
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না ব'লে॥

তা'র পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চ'লে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমির-তলে।
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে॥

আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব কেশর রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি'।"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি॥

২৭শে অগ্রহায়ণ। ১৩০০। —"সোনার তরী"

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী।
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

১৮ই অগ্রহায়ণ। ১৩০২। —"চিত্রা"

সুখ

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো, সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি' লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে। ভাঙা উচ্চতীর,
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু, প্রচ্ছন্ন কুটীর,
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত। গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাষায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ। উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'

কর্ণে মোর। বসি এক বাঁধা নৌকা 'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির ক'রি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তা'র
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে, ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে, তা'র স্নেহজ্বালাতন।
তরী হ'তে সম্মুখেতে দেখি দুই পার,
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার,
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা। আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হ'তে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর॥

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা। মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হ'তে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি' নিথর গগন।
সে সঙ্গীত কী ছন্দে গাঁথিব। কী করিয়া
শুনাইব, কী সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,

রেখে দিব ফুটাইয়া কী হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কী প্রেমে জীবনে তা'রে
করিব বিকাশ। সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তা'রে তুলে ঘরে আনি'
প্রফুল্ল সরস। কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তা'রে প্রাণপণে, মুঠির ভিতরে
টুটি' যায়। হেরি' তা'রে তীব্রগতি ধাই
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি' চলে যাই
আর তা'র না পাই উদ্দেশ॥

চারিদিকে
দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল॥

১৩ই চৈত্র। ১২৯৯। —"চিত্রা"

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,

তারি মাঝে বসায়েছ। সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি'। অমরবীণায়
উঠিয়াছে কী ঝঙ্কার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হ'তে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান॥

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্ম্মরে। বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি'
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা। পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে। মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে ল'য়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ মন্দিরতলে বসি' একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত। গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী। ভিখারী শিবের কোল

সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে, সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায়, বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে। হাত ধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী, সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তা'রা নব নব গান
নব অর্থভরা, চির-সুহৃদ্‌সমান
সর্ব্ব চরাচর। হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কী কারণে। অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্, আজি
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে

অঙ্গ মোর হ'য়েছে অমর। তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে।
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহমন
পূর্ণ করি', রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি', বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণকিরণে যেথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট॥

১৪ই মাঘ, ১৩০০। —"চিত্রা"

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে

শূন্যতল। কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি' করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তা'র পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তা'রে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে॥

কবি, তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি॥

এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায়
রেখো না বসায়ে। দিন যায়, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হ'তে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বল মোরে নাম তব, আমারে কোরোনা অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রি দিন, তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। যে দিন জগতে চ'লে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চ'লে গেনু একান্ত সুদূরে

ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে স্বর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি',—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ॥

কী গাহিবে, কী শুনাবে, বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি মাঝে যাব অভিসারে
তা'র কাছে, জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'—কে সে। জানি না কে, চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি, তা'রি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন ল'য়েছে সে বক্ষ পাতি'। মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তা'রে করেছে কুঠারে,

সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তা'রি লাগি' জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছি তা'রে
মরণে কৃতার্থ করি' প্রাণ। শু'নয়াছি, তা'রি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তা'রে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা। তা'রি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তা'রি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি'
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি', বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি'

সুখী করি' সর্ব্বজনে। তা'র পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রাঅবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি' দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সমুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা। হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা॥

২৩শে ফাল্গুন। ১৩০০ সাল। —"চিত্রা"

মৃত্যুর পরে

আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালমন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহসাথে সব ক্লান্তি
হ'য়ে যাক্ ছাই॥

গুঞ্জরি' করুণ তান ধীরে ধীরে করো গান
বসিয়া শিয়রে।
যদি কোথা থাকে লেশ জীবন-স্বপ্নের শেষ
তাও যাক্ ম'রে।
তুলিয়া অঞ্চলখানি মুখ 'পরে দাও টানি'
ঢেকে দাও দেহ।
করুণ মরণ যথা, ঢাকিয়াছে সব ব্যথা,
সকল সন্দেহ॥

বিশ্বের আলোক যত দিগ্বিদিকে অবিরত
যাইতেছে ব'য়ে,
শুধু ওই আঁখি 'পরে নামে তাহা স্নেহভরে
অন্ধকার হ'য়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি দিনে উচ্চে উঠে বাজি'
রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার 'পরে চুম্বনের মত পড়ে
নীরবতারূপে॥

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার,
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।
ছিলে যারা রোষভরে বৃথা এত দিন পরে
করিছ মার্জ্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা॥

গিয়েছে কি আছে ব'সে, জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর।
পৃথিবীর শ্রান্তি তা'রে ত্যজিল কি একেবারে,
জীবনের জ্বর।
এখনি কি দুঃখ সুখে কর্ম্মপথ অভিমুখে
চলেছে আবার।
অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার॥

বসিয়া আপন দ্বারে ভালমন্দ বলো তা'রে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুখে সুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তা'র কথা থাক্, যে গেছে সে চলে যাক্
বিস্মৃতির তীরে॥

জানিনা কিসের তরে যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভাল মন্দ শেষ করি' যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা রাখো তাহা ফেলো তাহা
যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচাকেনা, ফিরিবে না ফেরাবে না
জন্ম-উপহার

কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখাশোনা
দুদিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালবাসা
অন্তরে অন্তরে।
আয়ু যা'র এতটুক্, এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে,
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তা'রে
শত লক্ষ কাজে॥

হেথায় সে অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তা'র
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তা'রে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি'॥

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল।
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয় ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর॥

সে হয় ত দেখিয়াছে প’ড়ে যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে,
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন,
বড় হ’য়ে জাগে,
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালী
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি’ ॥

কত শিক্ষা পৃথিবীর খ’সে পড়ে জীর্ণচীর,
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে,
সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম’ ॥

আপন মনের মতো সঙ্কীর্ণ বিচার যতো
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যহের আয়োজন,
সংসারের কাজ।
আজি ক্ষণেকের তরে বসি বাতায়ন ’পরে
বাহিরেতে চাহ।
অসীম আকাশ হ’তে বহিয়া আসুক্ স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ ॥

উঠিছে ঝিল্লির গান, তরুর মর্ম্মর তান,
নদীকলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের 'পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্তস্বরে
সঙ্গীত উদার
সে নিত্য-গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার॥

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তা'রে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া,
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ তা'রে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তা'রে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে॥

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন
তা'রে ল'য়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন,
এত আলাপন।
যে বিশ্ব কোলের 'পরে চির দিবসের তরে
তুলে নিল তা'রে
তা'র মুখে শব্দ নাহি, প্রশান্ত সে আছে চাহি
ঢাকি' আপনারে॥

বৃথা তা'রে প্রশ্ন করি', বৃথা তা'র পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে,
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে, কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে।
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাহি মিছে,
সে কি আমাদের,
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের॥

চক্ষের আড়ালে তাই কত ভয় সংখ্যা নাই,
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত্তে মিলন হ'লে টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে ব'সে ধরি মুঠি, শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি,
চাহি চারিভিতে,
অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে
চাহি লুকাইতে॥

হায়রে নির্ব্বোধ নর, কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুক্ অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্দ্ধে ওই দেখ্ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,
সে যখন একেবারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ॥

ওই হের সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয় ত সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন 'পরে
কভু কোন খানে
আর কি গো দেখা হবে, আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে॥

যা হবার তাই হোক্, ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক,
সর্ব্ব মরীচিকা।
নিবে যাক্ চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা।
সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বল শান্তি বল শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই॥

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯। —"চিত্রা"

সাধনা

'দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি',
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।

তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।
মনে যাহা ছিল হ'য়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি'।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি' পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি॥

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি॥

দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি'।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্র নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,

শুধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি খন,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্র বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্র বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি'
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা' আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্র বীণা॥

দেবি, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল,
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।

বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে।
যা' কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আনি',
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।
ওগো বিফল বাসনা রাশি,
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি',
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি',
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি',
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি॥

৪ঠা কার্ত্তিক। ১৩০১। —"চিত্রা"

ব্রাহ্মণ

[ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়।]

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য। আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি' আহরণ

বনান্তর হ'তে। ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে। করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি' ল'য়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি' কুটীর প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হ'য়ে, মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান॥

হেনকালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি' পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক। বন্দি' ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর। শুনি' স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
কুশল হউক্ সৌম্য, গোত্র কী তোমার।
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। বালক কহিলা ধীরে,
ভগবন্ গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য করো অনুমতি।
এত কহি' ঋষিপদে করিয়া প্রণতি

গেলা চলি' সত্যকাম, ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া, পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ ॥

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা,
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি'। হেরি' তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
কহগো জননী মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে,
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার

শুনি' কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত ॥

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,

প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত স্বর
শান্ত সামগীতি ॥

হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষিপদে করিলা প্রণাম,
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশিষ করি' শুধাইল তবে,
কী গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়-দরশন।
তুলি' শির কহিলা বালক, ভগবন্‌,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহু পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্‌ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি ॥

শুনি' সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো, সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি' অহঙ্কার ॥

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মে'ল,' বালকেরে করি' আলিঙ্গন
কহিলেন, অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত ॥

৭ই ফাল্গুন। ১৩০১। —"চিত্রা"

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্ব্বোধ অতি ঘোর।
যা' কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি,' "কেষ্টা",
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগা গাধা,
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে জ্ব'লে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তা'র ত্যাগ করা ভার বড়ো পুরাতন ভৃত্য ॥

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি বলে, "আর পারি না কো,
রহিল তোমার এ ঘরদুয়ার কেষ্টারে ল'য়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যতো
কোথায় কী গেলো, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো

গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তা'র ভার।
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর।"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তা'র টিকি ধ'রে,
বলি তা'রে "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর ক'রে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায় পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে র'য়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তা'রে, মোর পুরাতন ভৃত্য॥

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি'।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তা'রে
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
ল'য়ে রশারশি করি' কশাকশি পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি',
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম "আরে রাম রাম। নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায়, হেরিলাম হায় নামিয়া বর্দ্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক্ সাজিয়া আনে।
স্পর্দ্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য।
যত তা'রে দুষি তবু হনু খুসি হেরি' পুরাতন ভৃত্য॥

নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হ'ল আশা আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি।
কোথা, হা হন্ত, চির বসন্ত, আমি বসন্তে মরি।

বন্ধু যে যতো স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ "কেষ্ট আয় রে কাছে,
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি' তার মুখ, ভ'রে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য॥

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তা'র ভাত।
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার কোন ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে।
নিল সে আমার কাল-ব্যাধিভার আপনার দেহ'পরে।
হ'য়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু'দিন বন্ধ হইল নাড়ী।
এতবার তা'রে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি'।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য॥

১২ই ফাল্গুন, ১৩০১। —"চিত্রা"

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই,
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।"

শুনি রাজা কহে "বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে তুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া।"
আঁখি করি' লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে॥"

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে,
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি' দিল বিশ্ব-নিখিল দু' বিঘার পরিবর্ত্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো॥

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চোখে আসে জল ভ'রে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি', রথ-তলা করি' বামে
রাখি' হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি' পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে॥

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি।
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা।
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।
আমি তোর লাগি' ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি' ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস্ দিন।
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হ'য়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোনো চিহ্ন।
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি,
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী, হ'লে দাসী॥

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি,
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ এ কী।
বসি' তা'র তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি' তাড়াতাড়ি ছুটি' আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন।

সহসা বাতাস ফেলি' গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা॥

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হ'তে এল মালী।
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমি ত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দু'টি ফল তা'র করি অধিকার, এত তারি কলরব।"
চিনিল না মোরে নিয়ে গেলো ধ'রে কাঁধে তুলি' লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি ক'ন "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তা'র শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ্ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি, মহারাজ, সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর বটে॥

৩১শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩০২। —"চিত্রা"

নগর-সংগীত

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত নব নির্ম্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত সুন্দর শুভ ধরণী।
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ, ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ, কোথা নিয়ে এল তরণী।

ওইরে নগরী, জনতারণ্য, শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য কত কোল'হল-কাকলি।
কত না অর্থ, কত অনর্থ আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত্ত উঠিছে শূন্য আকুলি'।
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন, পশ্চাতে কিছু রাখেনা চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন, ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য, প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য, চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষমাত্র, চাহেনাক পিছু প্রবাসযাত্র,
বিরামবিহীন দিবসরাত্র চলিছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত ছুটিছে বৃদ্ধ বালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড, আকাশে আলোড়ি' শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ, প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ জীবন আহুতি ঢালিয়া।
চারিদিকে ঘিরি' যতেক ভক্ত, স্বর্ণবরণ-মরণাসক্ত,
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত, সকল শক্তি সাধনা।
জ্বলি' উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে, ধূমায়ে শূন্য রন্ধ্রে,
লুপ্ত করিছে সূর্য্য চন্দ্রে বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ু দলবল হইয়া ক্ষিপ্ত ঘিরি' ঘিরি' সেই অনল দীপ্ত
কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত, ফুসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ কেঁদে উড়ে' আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষীজননী, করিয়া লক্ষ্য খাণ্ডব-হুত-অশনে।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবন-যজ্ঞ রুদ্র আবাল-বৃদ্ধ রমণী।
হেরি' এ বিপুল দহন-রঙ্গ আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ,
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ কাটিবারে চাহে ধমনী।

হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য উছসি' উছলি' পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য, বিস্মৃত হ'ব আপনা।
অয়ি মানবের পাষাণী-ধাত্রী, আমি হ'ব তব মেলার যাত্রী,
সুপ্তিবিহীন মত্তরাত্রি জাগরণে করি' যাপনা।
ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ, বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তা'রি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ, পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট, কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট, যখন যা' দেয় তুলিয়া।
সুখের দুখের চক্রমধ্যে কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে, নাগর-দোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি' ল'ব বিজয়বাদ্য, আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস, সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হ'তে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি, কোনো ভেদ নাহি উভয়ে।
ধনসম্পদ করিব নস্য, লুণ্ঠন করি' আনিব শস্য,
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব ছুটাব বিশ্বে অভয়ে।
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিত্যনূতন কর্ম্মনিষ্ঠা,
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ, নাহি তা'র আদি, নাহিক অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত সিন্ধু শৈল সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি' আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী আলেয়া-হাস্যে ধাঁধিয়া।
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা, আনিব তোমারে বাঁধিয়া।

মানবজন্ম নহে ত নিত্য ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তা'রা কারো অধীন ভৃত্য, কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি', কেবল মাত্র দু চারি দিবস, দু চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র জন-সংঘাত মদিরা॥

—"চিত্রা"

আবেদন

ভৃত্য। জয় হোক্ মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে করো দয়া।

রাণী। সভা ভঙ্গ করি'
সকলেই গেল চলি' যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্য মাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান ল'য়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্ব্বে বাজায়ে। সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর, কী প্রার্থনা।

ভৃত্য। মোর স্থান
সর্ব্বশেষে, আমি তব সর্ব্বাধম দাস
মহোত্তমে। একে একে পরিতৃপ্ত আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জ্জন সভায়,
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে ব'সে ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব্ব অবশেষটুকু।

রাণী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কী তোরে মিলিবে।

ভৃত্য। হাসি মুখ
দেখে চ'লে যাব। আছে দেবী, আরো আছে,
নানা কর্ম্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে, এক কর্ম্ম কেহ চাহে নাই,
ভৃত্য পরে দয়া ক'রে দেহ মোরে তাই,
আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর।

রাণী। মালাকর।

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব, যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী। তব দূত করি'
মোরে আর পাঠায়োনা, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে ল'য়ে, জয়ধ্বজা তব
দিগ্‌দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়োনা মোরে। পরপারে
তব রাজ্য কর্ম্ম যশ ধন জন ভারে
অসীমবিস্তৃত, কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণীতে কত পণ্য। ওই দেখ দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন, কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য

কতই প্রহরী। এ পারে নির্জ্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্দ্ধে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ, অনিন্দ্য নির্ম্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা, স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল-ক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল,
মধ্যাহ্নেরে করি' দিবে বেদনা-বিহ্বল
করুণা-কাতর। অদূরে অলিন্দপরে
পুঞ্জপুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্ব্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী, রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি' কোলাহল
বাঁকায়ে ধবলগ্রীবা। পাটলা-হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে। অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকার।

রাণী। ওরে তুই কর্ম্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কী কাজে লাগিবি।

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হ'তে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে

করি' দিয়া বিসর্জ্জন, সে বন-বীথিকা
রাখিব নবীন করি'। পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ ঊষায়
বিকশি' উঠিবে তব পরশ তৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি', আমি নিজ করে
রচি' সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি' অবনত মুখে,
যেথায় নিভৃত কক্ষে, ঘন কেশপাশ,
তিমির-নির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠ পরে,
কনক মুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্ম করে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসী কূলে
বসিবে যখন, সপ্তপর্ণ তরুমূলে
মালতী দোলায়, পত্রচ্ছেদ অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন।
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
মৃদু মন্দ সমীরের মতো। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি' সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি'।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রাণী,

বসন বাসন্তী রঙে, পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি' কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর।

রাণী। কী লইবে পুরস্কার।

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি', কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি' মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি' পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু, চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

রাণী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি, বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত, তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন।
রাজসভা বহিঃপ্রান্তে র'বে তোর ঘর,
তুই মোর মালঞ্চের হ'বি মালাকর।

২২শে অগ্রহায়ণ। ১৩০২। —"চিত্রা"

উর্ব্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী।
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
প'ড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা॥

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী।
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা ল'য়ে ক'রেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসঙ্গীতে

অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা,
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা॥

যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা॥

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে ঊষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী॥

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা ঊর্ব্বশী।
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,
অতল অকূল হ'তে সিক্তকেশে উঠিবে আবার।
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
র'বে তরঙ্গিতে॥

ফিরিবেনা ফিরিবেনা, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী ঊর্ব্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে॥

২৩শে অগ্রহায়ণ। ১৩০২। —"চিত্রা"

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হ'য়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দিন
হে দেব হে দেবীগণ। বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তা'র
চক্ষের পলক নহে। অশ্বত্থ শাখার
প্রান্ত হ'তে খসি' গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তা'র, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হ'তে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যগ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হ'ত মর্ত্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে, নন্দনকানন
মর্ম্মরিয়া উঠিত নিঃশ্বসি', মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী,
কলকণ্ঠে সন্ধ্যা আসি' দিবা অবসানে
নির্জ্জন প্রান্তরপারে দিগন্তের পানে

চ'লে যেত উদাসিনী, নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লীমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য সঙ্গীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হ'ত। হেলি' উর্ব্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা, দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি' একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি। ধরা হ'তে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি' আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস, খসি' ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুম মঞ্জরী॥

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি, তাই তা'র চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপীতাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়,
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত

প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি ॥

হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক্ ম্লান, লইনু 'বদায়।
তুমি কারে করনা প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তা'র
রাখিবে সঞ্চয় করি' সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হ'লে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি' একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরীসঙ্গীতে। তা'র পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে। দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্দ্ধরাতে

সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
প'ড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি' উঠি' গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর। দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে॥

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্ত্যভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠিছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পূরিল, অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলাল
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা, বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
প'ড়েছে আসিয়া॥

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি' পড়ি' তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত, আজি এতক্ষণ

সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম।
তা'র পরদিন হ'তে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি' রবে কম্পমান প্রাণে
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন্ হারাই॥

২৪শে অগ্রহায়ণ। ১৩০২। —"চিত্রা"

দিনশেষে

দিন শেষ হ'য়ে এলো, আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি,
অমনি কথা না বলি' ভরা ঘট ছলছলি'
নতমুখে গেল চলি' তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী॥

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,

শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকণে।
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে॥

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া-করা,
ছেয়ে গেছে ঝরে'-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন, বেড়া দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে॥

রাজার প্রাসাদ হ'তে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবীগীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে চ'লে গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে।
ভাল নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বারবার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে॥

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি,
যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি' নত আঁখে
ভরা ঘট ল'য়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥

২৮শে অগ্রহায়ণ। ১৩০২। —"চিত্রা"

সান্ত্বনা

কোথা হ'তে দুই চক্ষে ভ'রে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার।
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার।
হেথায় প্রান্তরপারে নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে জ্বালি' দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্য মনে একাকিনী বাতায়নে
বসে আছি পুষ্পাসনে বাসরের রাণী,
কোথা বক্ষে বিঁধি' কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী।
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি॥

চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি'
মায়ামন্ত্র ঘের,
দুয়ার রেখেছি রুধি', চেয়ে দেখ কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সব শেষ,
মিলনের রসাবেশ অনন্ত ভবন,
শুধু এই এক ঘরে দু'খানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে, নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো ক'রে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে॥

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে,

একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।
এক শয্যা রাজধানী, আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হ'তে ল'য়ে টানি' পাতিব শয়ন,
একটি চুম্বন গড়ি' দোঁহে ল'ব ভাগ করি',
এ রাজত্বে, মরি মরি, এত আয়োজন।
একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,
তব ঘ্রাণশেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি' তাহা
পরি' ল'ব কেশে॥

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধ'রে লইব বরণ ক'রে,
পুষ্প-সিংহাসন পরে বসাব তোমায়,
তাই গাঁথিয়াছি হার, আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার কনকবীণায়।
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতুহলে,
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন্,
নয়নের জলে॥

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা, কহিয়োনা কোনো কথা,
কিছু শুধাবনা।
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হ'তে
নীরব বেদনা।
প্রদীপ নিবায়ে দিব, বক্ষে মাথা তুলি' নিব,

স্নিগ্ধ করে পরশিব সজল কপোল,
বেণীমুক্ত কেশজাল স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল মৃদুমন্দ দোল।
নিশ্বাসবীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন,
অর্দ্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন॥

২৯শে অগ্রহায়ণ। ১৩০২। —"চিত্রা"

বিজয়িনী

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যে দিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি' শিহরি'। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়-সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে, কপোতদম্পতি
বসি' শান্ত অকম্পিত চম্পকেরডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন॥

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত, শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে, আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,

লুটায় মেখলাখানি ত্যজি' কটিদেশ
মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি',
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণখানি চাহে শূন্যপানে
কার মুখ স্মরি'। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেত করবীর মালা, ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত,
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে, বক্ষে ল'য়ে টানি'
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ, নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তা'র
রাখি' স্কন্ধ পরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী, কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল॥

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে। সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে

বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মিতন্ত্রগুলি সুরবালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল, মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি, কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল, বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি, ছায়ায় অদূরে
সরোবরপ্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্যকিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল, তৃণাঞ্চিত তীরে
জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে ল'য়ে টানি'
ধূসর ডানার মাঝে, রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি' সত্বর-চঞ্চল
ত্যজি' কোন্ দূর নদী-সৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ ব'হে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে॥

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে

পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু'পরে
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী মালা কুঞ্চিত কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে। সহাস্য কটাক্ষ করি'
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তা'র, নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি' ল'য়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি' ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে, ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ, বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে॥

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী,
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র, ললাটে অধরে
উরু পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি' তা'র চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ

যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তা'র, সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি' নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে, ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া,
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া ॥

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি'
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি', নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে ॥

১লা মাঘ, ১৩০২। —"চিত্রা"

জীবন দেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি' অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি' বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসর শয়ন তব,
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্যনব॥

আপনি বরিয়া ল'য়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম তোমার বিজন বাসে।
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে।
মানস কুসুম তুলি' অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবনবনে॥

কী দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে রাখিয়া নয়ন ছুটি,
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি।
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে বিজন বিপিনে ফুটি'।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি।
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি॥

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর,
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ, ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে॥

২৯শে মাঘ। ১৩০২। —"চিত্রা"

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে মধুর আবেশভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি',
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি',

তুমি সকল সোহাগ স'য়েছিলে, সখি, হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে নবীন মিলনসুখে ॥

আজি নির্ম্মলবায় শান্ত ঊষায় নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বামকরে ল'য়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে ঊষার রাগিণী বাঁশিতে উঠেছে বাজি'।
এই নির্ম্মলবায় শান্ত ঊষায় জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবি, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি' শঙ্খ বলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি' প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত ঊষায় নির্জ্জন নদীতীরে ॥

১লা ফাল্গুন। ১৩০২। —"চিত্রা"

১৪০০ শাল

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ,
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি' কল্পনায় অবগাহি'
ভেবে দেখো মনে,
এক দিন শত বর্ষ আগে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন্ স্বর্গ হ'তে ভাসি'
নিখিলের মর্ম্মে আসি' লাগে,
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শত বর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে।
কত কথা, পুষ্প প্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শত বর্ষ আগে॥

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি

তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্ম্মরে,
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে॥

২রা ফাল্গুন। ১৩০২। —"চিত্রা"

সিন্ধু পারে

পউষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি-মুখর রাতি,
নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে,
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম,
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্ম্মে বাজিল স্বর,
ঘর্ম্ম বহিল ললাট বাহিয়া রোমাঞ্চ কলেবর।
ফেলি' আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরল-বসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি',
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখী।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।

আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরণ, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশান ধূমে।
নড়িল না কিছু আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি' শিহরি' সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিখরে নগ্ন শাখা।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি' দিল ইঙ্গিত করি',
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব 'পরি॥

বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া, বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান, মনে হ'ল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তা'রে ধরিল চেপে।
পথের দুধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধ সারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখ শয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জ্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে,
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদ শিখরে প্রহর ঘণ্টা বাজে।
অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই,
অপরূপ এক স্বপ্ন সমান, অর্থ কিছুই নাই।
কী যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগা গোড়া,
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা,
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মতো মনে হয় থেকে থেকে,
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হ'ল মেঘ, মনে হ'ল পাখী, মনে হ'ল কিশলয়,

ভাল ক'রে যেই দেখিবারে যাই মনে হ'ল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কী প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল,
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল।
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে,
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে,
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে ঘোড়া চ'লে যায় ছুটে॥

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্ব্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি',
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি'।
সাগরে না শুনি জলকলরব না গাহে উষার পাখী,
বহিল না মৃদু প্রভাতপবন বনের গন্ধ মাখি'।
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নিচে,
আঁধার-ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ পরে,
কনক শিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির কায়ে পাষাণ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখী, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা মতো।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা,
তারি তলে মণি-পালঙ্ক পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হ'তে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিক প্রহরী, নাহি হেরি দাস দাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হ'য়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যা পরে,
অঙ্গুলি তুলি' ইঙ্গিত করি' পাশে বসাইল মোরে।

হিম হ'য়ে এলো সর্ব্বশরীর শিহরি' উঠিল প্রাণ,
শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।
সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্প রেণু।
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোক রাশি,
ঘোমটা ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে,
শুনিয়া চমকি' ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম যোড়করে,
"আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে,
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে।"
অমনি রমণী কনক দণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্য দূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তা'র বাঁধি' দুই সার কিরাত নারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল, বৃদ্ধ আসনে বসি'
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র-চালিতমতো।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি',
দোঁহাকার মাথে ফুলদল সাথে বরষি' লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,
কী ভাষা কী কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল, শিহরিয়া কলেবর,
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।

চলি' গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র, পশ্চাতে বাঁধি' সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে ল'য়ে দীপখানি,
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাই বাণী।
কত না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।
কী দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হয়ে যায় মনোভুল,
নানা বরণের আলোক সেথায়, নানা বরণের ফুল।
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত।
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্ন-রচিত মতো।
পাদপীঠ'পরে চরণ প্রসারি' শয়নে বসিলা বধূ,
আমি কহিলাম "সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু॥"

চারিদিক হ'তে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি।
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।
সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া, অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি' মুখপানে পড়িনু চরণতলে,
"এখানেও তুমি জীবন দেবতা," কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।
অমল কোমল চরণ কমলে চুমিনু বেদনাভরে,
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝ'রে।
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি॥

২০শে ফাল্গুন। ১৩০২। —"চিত্রা"

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল॥

তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ,
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন॥

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি' ফেল বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি' লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি' তুলি',
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি॥

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্ম্মর নিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল॥

১৩ই চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে।"
দেবতা কহিলা "আমি।" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটীরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা "আমি।" কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি', "তুমি কোথা প্রভু,"
দেবতা কহিলা "হেথা।" শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',
দেবতা কহিলা "ফির।" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়॥"

১৪ই চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরী'পরে
মাছরাঙা বসি', তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি'। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম-শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি' ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজ-হাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি' কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি' ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ, চ'লে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্যপরে
চিলের সুতীব্রধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত্তশব্দ বাঁধা তরণীর, মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে ব'সে আছি আমি পরবাসী।

প্রবাস-বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে।
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ॥

১৫ই চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

দুর্লভ জন্ম

একদিন এই দেখা হ'য়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়নপরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এই মতো পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি' যাবে বেলা।
সে কথা স্মরণ করি' নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্ল্লভ ব'লে আজি মনে হয়।

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাইনি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাইনি তাই মোরে দাও॥

১৮ই চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

খেয়া

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হ'তে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্ব্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস,
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হ'তে॥

১৮ই চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

ঋতুসংহার

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য সিংহাসন'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণ রাজছত্র ঊর্দ্ধে ক'রেছে ধারণ
শুধু তোমাদের পরে। ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি',
নব নব পাত্র ভরি' ঢালি' দেয় তা'রা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে। ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী॥

২০শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

মেঘদূত

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্দ্ধ হ'তে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন, মিলনের মরীচিকা
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল, মায়া-কুহেলিকা

খররৌদ্রকরে। ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি'
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা।
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারিদিকে পর্ব্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম। বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে॥

২১শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা ল'য়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার, পিত্তল কঙ্কণ
পিতলের থালি 'পরে বাজে ঠন্ ঠন্।
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা পাখীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি' থাকে উচ্চপাড়ে দিদির আদেশে
স্থিরধৈর্য্যভরে। ভরাঘট ল'য়ে মাথে
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে
ধরি' শিশুকর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি॥

২১শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

পরিচয়

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি'পরে ব'সে আছে পা দু'খানি মেলে।
ঘাটে বসি' মাটিঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি' থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি' কাঁপি' কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি' ছুটে চ'লে আসে।
এক কক্ষে ভাই ল'য়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দু'জনেরে বাঁটি' দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে॥

২১শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

ক্ষণ-মিলন

পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তা'র আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনিনাকো হায়।

দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখী পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত্ত-আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম॥

২২শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

সঙ্গী

আরেক দিনের কথা প'ড়ে গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে
একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্ণবেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুকুরশিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি' খেলা ভাবি মনে
লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারম্বার।
বালিকা ভর্ৎসিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তা'র উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জ্জনী,
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গণি।
তখন হাসিয়া উঠি' লয়ে বক্ষ'পরে
বালিকা ব্যথিল তারে আদরে আদরে॥

২৩শে চৈত্র। ১৩০৩। —"চৈতালি"

করুণা

অপবাহ্নে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড়। কর্ম্মশালা হ'তে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে রথ অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কশাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানীর খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি',
পাষাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি'।
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার,
স্বর্গে যেন মায়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা॥

২৪শে চৈত্র। ১৩০৩। —"চৈতালি"

স্নেহগ্রাস

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি'।
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ কারাগারে,
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তা'রে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি' দিয়া তা'রে লালনের রসে,

মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
কেন এ ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ।
দীর্ঘ গর্ভবাস হ'তে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার।
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু,
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু।
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহেগো মাতঃ সম্পত্তি তোমার॥

২৫শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

বঙ্গমাতা

পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধ'রে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়োনা ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছো বাঙালী ক'রে মানুষ করনি॥

২৬শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে। বসি' কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোনা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তা'র।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি' করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা॥

২৮শে চৈত্র। ১৩০২। --"চৈতালী"

মৌন

যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি—এ নয়, এ নয়।
যে কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।
সে শুধু ভরিয়া উঠি' অশ্রুর আবেগে
হৃদয়আকাশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে,

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায়
অন্তর করিয়া ছিন্ন কী দেখাতে চায়।
মৌন-ভারে মূঢ়সম ঘনায়ে আঁধারে
সহসা নিশীথ রাত্রে কাঁদে শত ধারে।
বদ্ধ বাক্যে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ,
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান।
বাঁশি যেন নাই, বৃথা নিশ্বাস কেবল।
রাগিণীর পরিবর্ত্তে শুধু অশ্রুজল॥

২৯শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

অসময়

বৃথা চেষ্টা রাখি' দাও, স্তব্ধ নীরবতা
আপনি গড়িবে তুলি' আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে, এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবনসম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া,
এনেছ অঞ্চল ভরি' যৌবনের স্মৃতি,
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।
শুধু এ মর্ম্মরহীন বনপথ পরি
তোমারি মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি'।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে,
কালিকার গান আজি আছে মৌনী হ'য়ে।
তোমারে হেরিয়া তা'রা হ'তেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল॥

২৯শে চৈত্র। ১৩০২। —"চৈতালি"

কুমারসম্ভব গান

যখন শুনালে, কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান, চারিদিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ। শিখরের পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জ্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি' পুচ্ছ অবনত
স্থির হ'য়ে দাঁড়াইল পার্ব্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত-গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে, যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি' দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্তগানে॥

১৫ই শ্রাবণ। ১৩০৩। —"চৈতালি"

মানসলোক

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জ্জনভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস।
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধ-নীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি,

চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি,
শঙ্করচরিতগানে ভরিয়া ভুবন।
মাঝ হ'তে উজ্জয়িনী রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হ'তে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি॥

১৫ই শ্রাবণ। ১৩০৩। —"চৈতালি"

কাব্য

তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর, নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি'।
তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্ম্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্যকমল
আনন্দের সূর্য্যপানে। তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্য দুর্দ্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি' পান,
অমৃত যা' উঠেছিল ক'রে গেছ দান॥

১১ই শ্রাবণ। ১৩০৩। —"চৈতালি"

গান্ধারীর আবেদন

দুর্য্যোধন। প্রণমি চরণে তাত।

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়
অভীষ্ট হলো কি সিদ্ধ।

দুর্য্যোধন। লভিয়াছি জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। হয়েছ কি তবে সুখী।

দুর্য্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
রে দুর্ম্মতি।

দুর্য্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ,
জয়। জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরেনাক ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি। দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষ্যাসিন্ধু মন্থন সঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান, সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্ম্মহীন গর্ব্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীব টঙ্কারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে,
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি', ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তা'র, নিত্য নব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্ত চিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরব-কর্ণ প্রতিধ্বনিরবে।

পাণ্ডবের যশোবিম্ব-প্রতিবিম্ব আসি'
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি'
মলিন-কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু পিতঃ
আপনার সর্ব্বতেজ করি' নির্ব্বাপিত
পাণ্ডব-গৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি'
বনে যায় চলি', আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ,
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি।

দুর্য্যোধন। ভুলিতে পারিনে সে যে,
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হ'ত দূরবর্ত্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ। শর্ব্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব্ব-উদয়-শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্য্যলোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা, বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী।

দুর্য্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষ্যা সুমহতী।
ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।

নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে,
এক সূর্য্য এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল, আজি কুরুসূর্য্য একা,
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম্ম পরাজিত।

দুর্য্যোধন। লোকধর্ম্ম রাজধর্ম্ম এক নহে পিতঃ।
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষজন
সহায় সুহৃদ্‌রূপে নির্ভর বন্ধন।
কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তা'র
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশ শক্তি গৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্য্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্রজনে
বলভাগ ক'রে ল'য়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী, রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্ব্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্দ্ধে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হ'তে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন 'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসন দৃষ্টি রহিবে প্রচার।
রাজধর্ম্মে ভ্রাতৃধর্ম্ম বন্ধুধর্ম্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি।
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি'
পাণ্ডব গৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয়,
লজ্জাহীন অহঙ্কারী।

দুর্য্যোধন। যার যাহা বল
তাই তা'র অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখেদন্তে নহিক সমান
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়। মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তা'র,
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহঙ্কার।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্য্যোধন। নিন্দা, আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি'।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্দ্ধিত রসনা তা'র দৃঢ়বলে চাপি'
মোর পাদপীঠতলে। "দুর্য্যোধন পাপী"
"দুর্য্যোধন ক্রূরমনা" "দুর্য্যোধন হীন"
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি' কহি মহারাজ
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
"দুর্য্যোধন রাজা, দুর্য্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্য্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম।"

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে বৎস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হ'তে দিলে নির্ব্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে

গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি' রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি' চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো বন্দী করো নিন্দা সর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

দুর্যোধন। অব্যক্ত নিন্দায়
কোন ক্ষতি নাহি করে রাজ মর্য্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্দ্ধা নাহি চাই
মহারাজ। প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,
সে প্রীতি বিলাক্ তা'রা পালিত মার্জ্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর পাণ্ডবভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য, আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি'। শুন নিবেদন
পিতৃদেব, এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টক তরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি' ব্যবধান।
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান
আমাদের নিত্য নিন্দা। এই মতে পিতঃ
পিতৃস্নেহ হ'তে মোরা চির নির্ব্বাসিত।
এই মতে পিতঃ মোরা শিশুকাল হ'তে
হীনবল, উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে

পাষাণের বাধা পড়ি' মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণনদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত, পাণ্ডবেরা স্ফীত
অখণ্ড অবাধগতি। অদ্য হতে পিতঃ
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হ'তে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্ম পিতামহে, যদি তা'রা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্ম্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি' দেয় রাজকর্ম্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি' রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব, নাহি কাজ
সিংহাসন কণ্টকশয়নে, মহারাজ
বিনিময় ক'রে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্ব্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস অভিমানী, পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি' সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ।
অধর্ম্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান
এত স্নেহ, করিতেছি সর্ব্বনাশ তোর,
এত স্নেহ, জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে,
তবু পুত্র দোষ দিস্ স্নেহ নাই ব'লে।
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি' তা'র ফণা
অন্ধ আমি, অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে

চিরদিন, তোরে ল'য়ে প্রলয় তিমিরে
চলিয়াছি। বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্রসবে
করিতেছে অশুভ চিৎকার, পদে পদে
সঙ্কীর্ণ হ'তেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ়করে
ভয়ঙ্কর স্নেহে বক্ষে বাঁধি' ল'য়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে। শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্য্যামী,
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্ত্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরোনা সংশয়,
আলিঙ্গন কোরোনা শিথিল, ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি' লও সর্ব্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর। ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি র'বে,
না র'বে বিদুর ভীষ্ম, না র'বে সঞ্জয়,
নাহি র'বে লোকনিন্দা লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি র'বে আর,
শুধু র'বে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তা'র
আর কালান্তক যম, শুধু পিতৃস্নেহ

আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

(চরের প্রবেশ)

চর। মহারাজ, অগ্নিহোত্র, দেব উপাসনা,
ত্যাগ করি' বিপ্রগণ, ছাড়ি' সন্ধ্যার্চ্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে, পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া। পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব। সন্ধ্যা হ'ল তবু
ভৈরব মন্দির মাঝে নাহি বাজে প্রভু
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে।
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার পানে
দীন বেশে সজল নয়নে।

দুর্য্যোধন। নাহি জানে,
জাগিয়াছে দুর্য্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দ্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্দ্ধা, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুঙ্কার।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্য্যোধন। পিতঃ, আমি চলিলাম তবে।

(প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। করো পলায়ন। হায় কেমনে বা স'বে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত, মোরে তোর নাহি লাজ।

(গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ।

ধৃতরাষ্ট্র। কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা।

গান্ধারী। ত্যাগ করো এইবার।

ধৃতরাষ্ট্র। কারে হে মহিষী।

গান্ধারী। পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শাণ ধর্ম্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে সে জন, আছে কোন্ খানে,
শুধু কহ নাম তা'র।

গান্ধারী। পুত্র দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাহারে করিব ত্যাগ।

গান্ধারী। এই নিবেদন
তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী
রাজমাতা।

গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব। কুরুকুল-পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হ'তে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ। ত্যাগ করো ত্যাগ করো তা'রে,
কৌরব-কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম্ম তারে করিবে শাসন
ধর্ম্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে, আমি পিতা।
গান্ধারী। আমি মাতা নহি, গর্ভভার-জর্জ্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নি কি তারে।
স্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে নি কি দুই স্তন বাহি'
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি'।
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি'
বহু বর্ষ ছিল না কি আমারে আঁকড়ি'
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে, ল'য়ে টানি'
মোর হাসি হ'তে হাসি, বাণী হতে বাণী
প্রাণ হতে প্রাণ। তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্য্যোধনে ত্যাগ করো আজ।
ধৃতরাষ্ট্র। কী রাখিব তারে ত্যাগ করি'।
গান্ধারী। ধর্ম্ম তব।
ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম্ম।
গান্ধারী। দুঃখ নবনব।
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্ম্মের পণে
জিনি' ল'য়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া।
ধৃতরাষ্ট্র। হায় প্রিয়ে,
ধর্ম্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর "কী করিলি ওরে,
এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী 'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ

তখন ধর্ম্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি'। অপমান-ক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।
সক্ষমে দিয়োনা ছাড়ি' দিয়ে স্বল্প পীড়া,
করহ দলন। কোরোনা বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত। যদি ডেকে আন তারে,
বরণ করিয়া তবে লহ একেবারে।"
এই মতো পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে। দ্যূতছলনায়
বিসর্জ্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ, কে বুঝিবে মর্ম্ম
সংসারের।

গান্ধারী। ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,
ধর্ম্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,
জান ত সকলি। পাণ্ডবেরা যাবে বনে
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তা'রা পণে,
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি। পুত্রে তব ত্যজ এইবার,
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ

ভুঞ্জিয়োনা। ন্যায়ধর্ম্মে কোরোনা বিমুখ
পৌরব প্রাসাদ হতে। দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হ'তে ধর্ম্মরাজ লহ তুলি' লহ
দেহ তুলি' মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারাণী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী।

গান্ধারী। অধর্ম্মের মধুমাখা বিষফল তুলি'
আনন্দে নাচিছে পুত্র, স্নেহমোহে ভুলি'
সে ফল দিয়োনা তারে ভোগ করিবারে,
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি' সেও চ'লে যাক্ নির্ব্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক্ বহন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম্মবিধি বিধাতার,
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্ম্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য, অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা।

গান্ধারী। তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত। ধর্ম্মরক্ষা কাজ
তোমা পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে
যদি কোন প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হ'তে টানি' করে অপমান
বিনা দোষে, কী তাহার করিবে বিধান।

ধৃতরাষ্ট্র। নির্ব্বাসন।

গান্ধারী। তবে আজ রাজ-পদতলে
সমস্ত নারীর হ'য়ে নয়নের জলে

বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্য্যোধন
অপরাধী প্রভু। তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ ল'য়ে বাধে অহরহ, ভালো মন্দ
নাহি বুঝি তা'র। দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কতশত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে। মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্ম্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হ'তে, পুরুষেরে ছাড়ি'
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্ম্মচারিণীর পুণ্যদেহ পরে
কলুষ-পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ। পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি' লয় তা'র শোধ
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তা'র বিধান। অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে
সেও সহে। কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্ব্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে। হায় নাথ, সে দিন যখন
নাথহারা পাঞ্চালীর আর্ত্তকণ্ঠরব
প্রাসাদ-পাষাণ-ভিত্তি করি' দিল দ্রব
লজ্জা ঘৃণা করুণার তাপে, ছুটি' গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তা'র বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভামাঝখানে

গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা, ধর্ম্ম জানে
সে দিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত।
তোমরা, হে মহারথী জড়মূর্ত্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি' মুখে মুখে
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি। কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্র-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান
নিদ্রাগত। মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্ম্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্য্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপ-দহনে জর্জ্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী।

গান্ধারী। শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে। প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায় তা'রে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে' দিয়োনা,
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তা'র কাছে

বিচারক। শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ, ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্ব্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি' দণ্ডদাতা ভূপে,
ন্যায়ের বিচার তব নির্ম্মমতারূপে
পাপ হ'য়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্য্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহর, সংহর,
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারিনে মোহডোর,
ধর্ম্মকথা শুধু আসি' হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তা'রে ত্যজিতে পারি না, আমি তা'র
একমাত্র। উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তা'রে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি' যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি',
তবু তা'রে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে, অংশ লই তা'র দুর্গতির,
অর্দ্ধ ফল ভোগ করি তা'র দুর্গতির,
সেই ত সান্ত্বনা মোর। এখন ত আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,

নাই পথ, ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে ।

(প্রস্থান)

গান্ধারী। হে আমার
অশ্রান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য্য ধরি'। যে দিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু, জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে, তা'র রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হ'তে বজ্র-ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত্ত জর্জ্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তা'র পদতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তা'র পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি,
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,

হায় হায় হাহাকার, তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস্ লুটি' অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন। তা'র পরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্ব্বাক নির্ম্মম
দারুণ করুণ শান্তি, নমো নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্ব্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

(দুর্য্যোধন-মহিষী ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানুমতী। (দাসীগণের প্রতি)
ইন্দুমুখি, পরভৃতে, লহ তুলি' শিরে
মাল্যবস্ত্র অলঙ্কার।

গান্ধারী। বৎসে, ধীরে, ধীরে,
পৌরব ভবনে কোন্ মহোৎসব আজি।
কোথা যাও নব বস্ত্রঅলঙ্কারে সাজি
বধূ মোর।

ভানুমতী। শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী। শত্রু যার আত্মীয় স্বজন
আত্মা তা'র নিত্য শত্রু, ধর্ম্ম শত্রু তা'র,
অজেয় তাহার শত্রু। নব অলঙ্কার
কোথা হ'তে, হে কল্যাণী।

ভানুমতী। জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তা'র পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলঙ্কার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি' ভাগ্য-অহঙ্কার
ঠিকরিত' মাণিক্যের শত সূচীমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হ'তে, বিদ্ধ হ'ত বুকে

কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তা'রে যেতে হ'ল বনে।

গান্ধারী। হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হ'ল না তোমার,
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহঙ্কার।
এ কী ভয়ঙ্করী কান্তি, প্রলয়ের সাজ।
যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে। রত্ন-ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি' অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে, তোর অলঙ্কার
উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডব-ঝঙ্কার।

ভানুমতী। মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়,
মধ্যাহ্ন গগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমা সূর্য্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা মাতঃ সেই কথা স্মরি'
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সঙ্কটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দ্দিন-দুর্য্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি' উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবি,
কেমনে বাঁচিতে হয়, শ্রীচরণ সেবি'
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী। বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। ল'য়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীর-রক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি', রত্ন অলঙ্কার

বধূহস্ত হ'তে খসি' পড়ে শত শত
চূতলতা-কুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে। বৎসে, ভাঙিয়োনা বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়োনা বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে। আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজন দুর্ভাগ্য ল'য়ে সর্ব্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব্ব করিয়ো না মাতঃ। হ'য়ে সুসংযত
আজ হ'তে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ, বেণী করি' উন্মোচন
শান্ত মনে করো বৎসে দেবতা-অর্চ্চন।
এ পাপ-সৌভাগ্য দিনে গর্ব্ব-অহঙ্কারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়োনাক বিধাতারে।
খুলে ফেলো অলঙ্কার, নব রক্তাম্বর,
থামাও উৎসববাদ্য, রাজআড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রি, ডাকো পুরোহিতে,
কালেরে প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে।

(ভানুমতীর প্রস্থান)

(দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। আশীর্ব্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী। সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হ'তে বল,
সূর্য্য হ'তে তেজ, পৃথ্বী হ'তে ধৈর্য্যক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর। রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি' দীন ছদ্মরূপে
ফিরুন্ পশ্চাতে তব, সদা চুপে চুপে।
দুঃখ হ'তে তোমা তরে করুন্ সঞ্চয়

অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্ব্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক্ সংযোগ,
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্ম্মরাজ বিধি, যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেবনর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক্ সব মোর আশীর্ব্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক্ মন্থন।

(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক)

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশি, একবার
তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ ক'রে লইয়াছে সর্ব্ব কুলাঙ্গনা
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।
যাও বৎসে, পতি সাথে অমলিন মুখ,
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি', সতীত্বের লভ সার্থকতা।
রাজগৃহে আয়োজন দিবস যামিনী
সহস্র সুখের, বনে তুমি একাকিনী

সর্ব্বসুখ, সর্ব্বসঙ্গ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা সকল আশ্রয়,
ক্লান্তির আরাম শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দ্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
ঊষা মূর্ত্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্ব্বপ্রীতি, সর্ব্বসেবা, জননী, গেহিনী,
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।

—"কাহিনী"

নরক বাস

নেপথ্যে। কোথা যাও মহারাজ।
সোমক। কে ডাকে আমারে
দেবদূত। মেঘলোকে ঘন অন্ধকার
দেখিতে না পাই কিছু, হেথা ক্ষণকাল
রাখো তব স্বর্গরথ।
নেপথ্যে। ওগো নরপাল
নেমে এসো। নেমে এসো হে স্বর্গ-পথিক
সোমক। কে তুমি কোথায় আছ।
নেপথ্যে। আমি সে ঋত্বিক
মর্ত্ত্যে তব ছিনু পুরোহিত।
সোমক। ভগবন্,
নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হ'য়ে এই মহা অন্ধকার লোক।
সূর্য্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি' দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল, হেথা কেন তব আগমন।

প্রেতগণ। স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন আলোক
দূর হ'তে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি' ঈর্ষা-জর্জ্জরিত
আমাদের নেত্র হ'তে। নিম্নে মর্ম্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তা'র
হেথা হ'তে শুনা যায়।

ঋত্বিক। মহারাজ, নামো
তব দেবরথ হ'তে।

প্রেতগণ। ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে, ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যচ্ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের, গন্ধ, ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি, ছয়টী ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।

সোমক। গুরুদেব, প্রভো,
এ নরকে কেন তব বাস।

ঋত্বিক। পুত্রে তব
যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি, সে পাপে এ গতি
মহারাজ।

প্রেতগণ। কহ সে কাহিনী, নরপতি,
পৃথিবীর কথা। পাতকের ইতিহাস

এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস।
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্ত্ত্যরাগিণীর
সকল মূর্চ্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন। কহ তব বিবরণ
মানবভাষায়।

সোমক। হে ছায়া-শরীরিগণ
সোমক আমার নাম, বিদেহ-ভূপতি।
বহু বর্ষ আরাধিয়া দেব দ্বিজ যতি
বহু যাগ যজ্ঞ করি', প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু, তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত।
সমস্ত সংসার-সিন্ধু-মথিত-অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি'
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি'
ছিল সে আমারে। আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ পরে, সূর্য্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধ'রে রাখে শিরে
সেই মতো রেখেছিনু তা'রে। সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম্ম রাজধর্ম্ম স্নেহপানে মোর
চাহিত সরোষচক্ষে, দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অপমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হ'ত লজ্জামুখী।
সভামাঝে
একদা অমাত্যসাথে ছিনু রাজকাজে
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে। ত্যজি সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চ'লে গেনু ফেলি' সর্ব্বকাজ।

ঋত্বিক। সে মুহূর্ত্তে প্রবেশিনু রাজসভামাঝ
আশিষ করিতে নৃপে ধান্যদূর্ব্বাকরে
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি' গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে, কহ হে রাজন্
কি মহাঅনর্থপাত দুর্দ্দৈব ঘটন
ঘটেছিল, যার লাগি' ব্রাহ্মণেরে ঠেলি'
অন্ধ অবজ্ঞার বশে, রাজকর্ম্ম ফেলি',
না শুনি' বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হ'তে সমাগত
রাজদূতগণে নাহি করি' সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,
প্রধান অমাত্যসবে রাজ্যের বারতা
না করি' জিজ্ঞাসাবাদ, না করি' শিষ্টতা
অতিথি সজ্জন গুণীজনে, অসময়ে
ছুটি' গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হ'য়ে
শিশুর ক্রন্দন শুনি'। ধিক্ মহারাজ,
লজ্জায় আনত শির ক্ষত্রিয় সমাজ
তব মুগ্ধব্যবহারে, শিশু-ভুজপাশে
বন্দী হ'য়ে আছ পড়ি' দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে, নীরব সঙ্কোচে
বন্ধুগণ সঙ্গোপনে অশ্রুজল মোছে।
সোমক। ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি'
অবাক্ হইল সভা। পাত্রমিত্র গুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে

আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে
ভীত কৌতূহলে। রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত, মুহূর্ত্তেক পরে
লজ্জা আসি' করি' দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষসর্পশিরে। করি' প্রণিপাত
গুরুপদে, কহিলাম বিনম্র বিনয়ে,
ভগবন্, শান্তি নাই এক পুত্র ল'য়ে,
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল। মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি, ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
সাক্ষী থাক মন্ত্রী সবে, হে রাজন্যগণ
রাজার কর্ত্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
থর্ব্ব করিব না আর ক্ষত্রিয়-গৌরব।

ঋত্বিক। কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব।
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি' এক-পুত্র-শাপ
দূর করিবারে চাও, পন্থা আছে তারো,
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পার কি না পার
ভয় করি। শুনিয়া সগর্ব্বে মহারাজ
কহিলেন, নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয় তনয়,
কহিলাম স্পর্শি' তব পাদপদ্মদ্বয়।
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি', হে রাজন্
শুন তবে। আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদ-গন্ধ-ধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শত পুত্রবতী,
কহিনু নিশ্চয়। শুনি' নীরবে নৃপতি
রহিলেন নত শিরে। সভাস্থ সকলে

উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে।
কর্ণে হস্ত রুধি' কহে যত বিপ্রগণ
ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব। নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে, তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।
তখন নারীর আর্ত্ত বিলাপে চৌদিক্
কাঁদি' উঠে, প্রজাগণ কবে ধিক্ ধিক্,
বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিলা অটল।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি। যজন সময়ে
কেহ নাই, কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হ'তে বহি'। রাজভৃত্য সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রীগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল,
অস্ত্র ফেলি' চলি' গেল যত সৈন্যদল।
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী,
হৃদয়-বন্ধন সব মিথ্যা বলে' মানি',
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি'
কাতর উৎকণ্ঠাভরে। শিশু মোরে হেরি'
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি',
জানাইল অর্দ্ধস্ফুট কাকলী আকুলি'
মাতৃব্যূহ ভেদ ক'রে নিয়ে যাও মোরে।
বহুক্ষণ বন্দী থাকি' খেলাবার তরে
ব্যগ্র তা'র শিশুহিয়া। কহিলাম হাসি'
মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি',
আয় মোর সাথে। এত বলি' বল করি'

মাতৃগণ-অঙ্ক হ'তে লইলাম হরি'
সহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি' দেবীগণ
পথ রুধি' আর্ত্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন,
আমি চ'লে এনু বেগে।
বহ্নি উঠে জ্বলি',
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণ পুত্তলি।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি' হর্ষভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি' প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু। অন্তঃপুর হ'তে
শতকণ্ঠে উঠে আর্ত্তস্বর। রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া। কহিলাম, হে রাজন্
আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে।

সোমক। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
কহিয়োনা আর।

প্রেতগণ। থামো থামো ধিক্ ধিক্।
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি। খুঁজি যমলোক
তব সহবাসযোগ্য মিলে নাকি পাপী।

দেবদূত। মহারাজ এ নরকে ক্ষণকাল যাপি'
নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা।
উঠ স্বর্গরথে, থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার।

সোমক। রথ যাও ল'য়ে
দেবদূত। নাহি যাব বৈকুণ্ঠ-আলয়ে।
তব সাথে মোর গতি নরক মাঝারে

হে ব্রাহ্মণ। মত্ত হ'য়ে ক্ষাত্র-অহঙ্কারে
নিজ কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হ'য়ে। বীর্য্য আপনার
নিন্দুক সমাজমাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম্ম রাজধর্ম্ম পিতৃধর্ম্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপ জ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ, এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি' নিত্য অভিশাপ।
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনী-নির্ম্মল,
করুণ কোমলকান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্ব্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী
অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি'
ধরিলি দু'হাত মেলি' বিশ্বাসে নির্ভয়ে।
তা'র পরে কি ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ। হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ সন্তাপ। আমিও কি যাব স্বর্গদ্বারে,
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান। দগ্ধ হব আমি
নরক অনলমাঝে নিত্য দিনযামী
তবু বৎস তোর সেই নিমেষের ব্যথা,
আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃ-মুখপানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস
চকিত হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস,

তা'র নাহি হবে পরিশোধ।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা তরে আজ,
চল ত্বরা করি'।

সোমক। সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্ম্মরাজ। বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে।

ধর্ম্ম। করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তা'র
অন্তর নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হ'য়ে ক্ষয় হ'য়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হ'তে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

ঋত্বিক। যেয়োনা যেয়োনা তুমি চ'লে
মহারাজ। সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষ্যানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি' যেয়োনা যেয়োনা
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়োনা বেদনায় তীব্র দুর্ব্বিষহ,
সৃজিয়োনা দ্বিতীয় নরক। রহ রহ
মহারাজ, রহ হেথা।

সোমক। র'ব তব সহ
হে দুর্ভাগা। তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরক হুতাশনে। ভগবন্
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তা'র সাথে করো মোরে যোগ,

নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।
ধর্ম্ম। মহান্ গৌরবে হেথা রহ মহীপতি।
ভালের তিলক হোক্ দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হোক্ তব স্বর্গ-সিংহাসন।
প্রেতগণ। জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী,
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহা বৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।
বোসো আসি' দীর্ঘ যুগ মহা শত্রু সনে
প্রিয়তম মিত্রসম এক দুঃখাসনে।
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্য্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি
নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্ব্বাণ জ্যোতি।

৭ই অগ্রহায়ণ। ১৩০৪। —"কাহিনী"

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা-সবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি, কহ মোরে তুমি কে গো মাতঃ।
কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব সাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি' সর্ব্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।
কর্ণ। দেবী তব নত-নেত্র-কিরণ-সম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্য্যকরঘাতে

শৈল তুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্ব্বজন্ম হ'তে পশি' কর্ণপর
জাগাইছে অপূর্ব্ব বেদনা। কহ মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা।

কুন্তী। ধৈর্য্য ধর্
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক্ অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
ঘন হোক্। আমি কুন্তী, কহি তোরে বীর।

কর্ণ। তুমিই কি কুন্তী, তুমি অর্জ্জুন-জননী।

কুন্তী। অর্জ্জুন-জননী বটে, তাই মনে গণি'
দ্বেষ করিয়ো না বৎস। আজো মনে পড়ে
অস্ত্র-পরীক্ষার দিন হস্তিনা নগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণকুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্ব্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তা'র মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জ্জর বক্ষে, কাহার নয়ন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে দিল আশীষ-চুম্বন।
অর্জ্জুন-জননী সে যে। যবে কৃপ আসি',
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি',
কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জ্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার,"
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে,

কে সে অভাগিনী, অর্জ্জুন-জননী সে যে।
পুত্র দুর্য্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তা'রে।
মোর দুই নেত্র হ'তে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি'
অভিষেক সাথে। হেন কালে করি' পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দ-বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃ-সম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল, সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি' যে তোমারে ওগো বীরমণি
আশীষিল, আমি সেই অর্জ্জুন-জননী।

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্য্যে, রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী। এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে,
বিফল কোরো না।

কর্ণ। ভিক্ষা, সে কি মোর কাছে।
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর, দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে।

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে, লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, অয়ি ভাগ্যবতী,
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি,

মোরে কোথা দিবে স্থান।

কুন্তী। সর্ব্ব উচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্ব্বপুত্র আগে
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণ। কোন্ অধিকার-মদে
প্রবেশ করিব সেথা। সাম্রাজ্য-সম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহ মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়,
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী। পুত্র মোর, ওরে
বিধাতার অধিকার ল'য়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন, সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্ব্বিচারে,
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃঅঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান।

কর্ণ। শুনি স্বপ্নসম
হে দেবি তোমার বাণী। হের, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধার,
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে ল'য়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনা-প্রত্যূষে। পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি
সত্য হোক্ স্বপ্ন হোক্, এসো স্নেহময়ী

তোমার দক্ষিণহস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়,
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ।
অমনি মিলায় মূর্ত্তি তৃষার্ত্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি'। সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডব-জননী-রূপে সাজি'
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে।
হের দেবী পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জ্জুন-জননী-কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সঙ্গীতে
উঠিল বাজিয়া। চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই ব'লে ধায়।

কুন্তী। তবে চ'লে আয় বৎস, তবে চ'লে আয়।

কর্ণ। যাব মাতঃ চ'লে যাব, কিছু শুধাব না,
না করি' সংশয় কিছু না করি' ভাবনা।
দেবি, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে। নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী জয়শঙ্খ। মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি জয়পরাজয়।

কোথা যাব, ল'য়ে চল।

কুন্তী। ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ চন্দ্রাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।

কর্ণ। হোথা মাতৃহারা
মা পাবে কি চিরদিন। হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি জাগিবে কি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে। দেবি, কহ আরবার
আমি পুত্র তব।

কুন্তী। পুত্র মোর।

কর্ণ। কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অনাত্মীয় অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,
কেন দিলে নির্ব্বাসন ভ্রাতৃকুল হ'তে।
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি' অর্জ্জুনে আমারে,
তাই শিশুকাল হ'তে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্ণিবার আকর্ষণে। কেন নিরুত্তর।
লজ্জা তব, ভেদ করি' অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোর সর্ব্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। থাক্ থাক্ তবে।
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হ'তে করিলে হরণ
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহ মোরে,

আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কুন্তী। হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শত বজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক্ এ হৃদয় মম
শত খণ্ড করি'। ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন, তবু হায়
তোরি লাগি' বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি' করিছে আরতি
বিশ্ব-দেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা। যবে মুখে তোর
একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি। বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা, বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক্ অনল
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক্ নির্ম্মল।

কর্ণ। মাতঃ, দেহ পদধূলি, দেহ পদধূলি,
লহ অশ্রু মোর।

কুন্তী। তোরে লব বক্ষে তুলি'
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান,
দূর করি' দিয়া বৎস সর্ব্ব অপমান
এসো চলি' যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ। মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তা'র চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব,

ঈর্ষ্যা নাহি করি কারে'।

কুন্তী। রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি' লহ হে বৎস উদ্ধার।
তুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র। তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে র'বে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্ন-সিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন, যে ফিরাল মাতৃ-স্নেহ-পাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস।
একদিন যে-সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্ত্তেই মাতঃ করেছ নির্ম্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূত জননীরে ছলি'
আজ যদি রাজ-জননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে।

কুন্তী। বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি। হায় ধর্ম্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত হায়
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য্য লভি' কোথা হ'তে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্ম্মম হস্তে অস্ত্র আসি' হানে।

এ কী অভিশাপ।

কর্ণ। মাতঃ, করিয়ো না ভয়।

কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।

আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে

প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে

ঘোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে

অনন্ত আকাশ হ'তে পশিতেছে মনে

চরম বিশ্বাস ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন

জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন

কর্ম্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়

শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়

সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

জয়ী হোক্ রাজা হোক্ পাণ্ডব-সন্তান

আমি র'ব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।

জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে

নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি

আমারে নির্ম্মম চিত্তে তেয়াগ জননী

দীপ্তিহীন কীর্ত্তিহীন পরাভব পরে।

শুধু এই আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাও মোরে

জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,

বীরের সদ্গতি হ'তে ভ্রষ্ট নাহি হই॥

১৫ই ফাল্গুন। ১৩০৬। —"কাহিনী"

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
　সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
　যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
　দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
　এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
　এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
　ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
　কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
　এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী,
　ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্ব-জগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি’,
　স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি’
　দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
　এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

ঊর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি' অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি' তোমাপানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওবে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে।
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ-পাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি' ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত নয়নে।
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল আলস আবেশে।

শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী,
কোথা তোরা পুরকামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী॥

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেকযুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

———

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তা'র লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীরমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্দ্ধে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্ম্য পরে সন্ধ্যারশ্মি রেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণপথে দুর্গম নির্জ্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্ত্তি বসি' দম্ভভরে॥

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি' এল মোর মালবিকা।

দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্ব্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥

মোরে হেরি' প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্ত রাখি'
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু আছত ভালো।" মুখে তা'র চাহি'
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে॥

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন্ কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি'
আমার দক্ষিণকরে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মতো। মুখখানি তা'র
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নামিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি' নিশ্বাসে নিশ্বাস

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি' দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

মদনভস্মের পূর্ব্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হ'তে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হ'ত সুরার মতো সুরভী
পরাণ হ'ত অরুণবরণী॥

সন্ধ্যা হ'লে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হ'লে তোমার তূণ বাছিয়া ফুল-মুকুলে
সায়ক তা'রা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা-রচিত রাগিণী।
হরিণ সাথে হরিণী আসি' চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী॥

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি' করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে ল'য়ে কৌতূহলে উলসি'
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধু-মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী
নূপুর দুটি বাজাত লালসে॥

কাননপথে কলস ল'য়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরী
রহিত চাহি' আকুল নয়নে।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি' হাসিতে
সরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া॥

তেমনি আজো উদিছে বিধু মাতিছে মধুযামিনী
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি' কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে
মাঝেতে বহে বিরহ-বাহিনী।
গোপনব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি' সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী॥

এসোগো আজি অঙ্গ ধরি' সঙ্গে করি' সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহদুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এসো চতুর মধুরহাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে,
নবীন করো মানবঘর ধরণী কর বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তা'র বাতাসে উঠে নিশ্বাসি'
অশ্রু তা'র আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুনমাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মূরছি পড়ে অবনী॥

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি' ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা॥

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণমন উল্লাসি'
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

মার্জ্জনা

প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
দয়া ক'রে কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা।
ভীরু পাখী আমি তব পিঞ্জরে এসেছি
তাই ব'লে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা।
যাহা কিছু মোর কিছুই পারিনি রাখিতে,
উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,
তুমি রাখো ঢাকি', তুমি করো মোরে করুণা,
আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জ্জনা,
কোরো মার্জ্জনা॥

প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা মার্জ্জনা কোরো মার্জ্জনা।
দুটি আঁখি কোণ ভরি' দুটি কণা হাসিতে
অসহায়াপানে চেয়োনা বন্ধু চেয়োনা।

সম্বরি' বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
চকিত সরম লুকাব আঁধার মরণে,
দুহাতে ঢাকিব নগ্ন হৃদয়-বেদনা,
প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে কোরো মার্জ্জনা,
কোরো মার্জ্জনা ॥

প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
সুখরাশি মোর মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা।
সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
দূর হ'তে বসি' হেসোনা তখন হেসোনা।
রাণীর মতন বসিব রতনআসনে,
বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
দেবীর মতন পূরাব তোমার বাসনা,
তখন হে নাথ, গরবীরে কোরো মার্জ্জনা,
কোরো মার্জ্জনা ॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।

শুধাল কাতরে, "সে কোথায় সে. কাথায়,"
ব্যগ্রচরণে আমারি তুয়ারে নামি',
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ॥"

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বালেনি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টীপ।
কনক মুকুর হাতে ল'য়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যা-ধূসর পথে
করুণ-নয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্ম্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধাল কাতরে, "সে কোথায়, সে কোথায়,"
ক্লান্ত চরণে আমারি তুয়ারে নামি',
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ॥"

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিণ বাতাস মরিছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
তুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর গেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠি পরেছি কাঁচলখানি,
দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি'।

রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি',
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি',
ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি',
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ॥"

১৩০৪। —"কল্পনা"

প্রণয় প্রশ্ন

এ কি তবে সবি সত্য,
হে আমার চিরভক্ত।
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য।
আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজসম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ॥

চির মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি,
চরণে আমার বীণা-ঝঙ্কার বাজে কি,
এ কি সত্য।
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া,
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য।
তপ্ত কপোল পরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ॥

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণ-বাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে
এ কি সত্য।
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য।
ত্রিভুবন ল'য়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য॥

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া,
এ কি সত্য।
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য।
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

হতভাগ্যের গান

কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি' দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তা'রা,
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তা'রা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস॥

আমরা সুখের স্ফীতবুকের
ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্রমুখের
চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস॥

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী,
তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি
নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইক তাহে প্রতারণা,
টান যখন মরণ ফাঁসি
বলনাক মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস॥

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তা'রা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি
তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব,
যাহাই দিবে তাহাই ল'ব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি
মাথায় বহি' সর্ব্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
কর্‌ব মোরা পরিহাস॥

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক্ পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা
দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
কর্‌ব মোরা পরিহাস॥

লুকোক্ তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক্ ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যা চাটু মক্কা কাশি।
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,

থাক্‌বে তুমি থাক্‌ব আমি
　　সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
　　কর্‌ব মোরা পরিহাস॥

শঙ্কা তরাস লজ্জা সরম,
　　চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধুলো, সে তোর পায়ের ধূলো,
　　তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, "ঠাকুরাণী,
　　তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
　　তারেও ফাঁকি দিতে চাস্।"
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
　　কর্‌ব মোরা পরিহাস॥

মৃত্যু যেদিন বল্‌বে "জাগো,
　　প্রভাত হ'ল তোমার রাতি",
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
　　চন্দ্র সূর্য্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
　　চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
　　জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,
বিদায় কালে অদৃষ্টেরে
　　ক'রে যাব পরিহাস॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

জুতা আবিষ্কার

কহিলা হবু, "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র,
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলামাত্র।
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি',
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একী এ অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর॥"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হ'ল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চূন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,
"যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কী উপায়ে॥"

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি' দুলি',
কহিল শেষে "কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিও পরে পদধূলির তত্ত্ব।

ধূলা-অভাবে না পেলে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে।
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো॥"

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি',
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চসমা চোখে আঁটি',
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল, "গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য।"
কহিল রাজা, "তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে॥"

সকলে মিলি' যুক্তি করি' শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধূলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধূলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য্য,
ধূলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধূলার মাঝে নগর হ'ল উহ্য।
কহিল রাজা, "করিতে ধূলা দূর,
জগত হ'ল ধূলায় ভরপুর॥"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক্ কাঁখে একুশলাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দ্দিজ্বরে উজাড় হ'ল দেশটা।
কহিল রাজা, "এমনি সব গাধা
ধূলারে মারি' করিয়া দিল কাদা॥"

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত,
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে শর্ষে,
ধূলার হায় নাহিক পায় অন্ত।
কহিল "মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাস পাতি' করিব ধূলা বন্ধ।"
কহিল কেহ "রাজারে ঘরে রাখো
কোথাও যেন না থাকে কোন রন্ধ্র।
ধূলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হ'লে পায়ে ধূলা তো লাগে না॥"

কহিল রাজা "সে কথা বড় খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটীর ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ।"
কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি'
চর্ম্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।

ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি',
মহীপতির রহিবে মহাকীর্ত্তি।"
কহিল সবে, "হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে॥"

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে এত উচিতমতো চর্ম্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

কহিল রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।"
মন্ত্রী কহে "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।"
রাজার পদ চর্ম্ম আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জান্‌তে।"
সেদিন হ'তে চলিল জুতা পরা,
বাঁচিল গবু, রক্ষা পেল ধরা॥

১৩০৪। —"কল্পনা"

অশেষ

আবার আহ্বান।
যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'ল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
তবু ও আহ্বান॥

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোলপর টানি' দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়ন-পল্লবপরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান,
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতিসম,
এখনো আহ্বান॥

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,

দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস্ হ'রে
আমার যামিনী।
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ।
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হ'তে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান॥

দক্ষিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে,
হে জাগ্রত রাণী,
বাজেনা কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী।
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখীগণে
আঁধার শাখায়,
তারাগুলি হর্ম্ম্যশিরে উঠেনা কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায়।
লতাবিতানের তলে বিছায়না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান,
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হ'য়ে গেল দিন
এখনো আহ্বান॥

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়া তরী যাক্ ব'য়ে গৃহ-ফেরা লোক ল'য়ে
ওপারের গ্রামে,

তৃতীয়ার ক্ষীণ শশি ধীরে প’ড়ে যাক্ খসি’
কুটীরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি’ ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান॥

বল তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ।
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, কোরোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান॥

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি’,
পথের দুধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি’ বিদায় পাইনে দেবী,
ডাক ক্ষণেক্ষণে।
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি’ প্রাণপণে।

সেই গর্ব্বে জাগি' রবো সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান,
সেই গর্ব্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান॥

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবেনা ক্লান্তকর ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর,
টুটিবেনা বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি' দীর্ঘরাত্রি রবো জাগি',
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি' যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে
তোমার আহ্বান॥

—"কল্পনা"

বিদায়

ক্ষমা করো, ধৈর্য্য ধরো, হউক্ সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হ'তে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হ'তে গীতি
তরী হ'তে তীর,
খেলা হ'তে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হ'তে নীড়॥

দিনান্তের নম্র কর পড়ুক মাথার পর,
আঁখিপরে ঘুম,
হৃদয়ের পত্রপুটে গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খরবে নামিয়া আসুক্ তবে
পূর্ণ পরিণাম,
হাসি নয় অশ্রু নয় উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম॥

প্রভাতে যে পাখী সবে, জেগেছিল কলরবে,
থামুক্ এখন।
প্রভাতে যে ফুলগুলি জেগেছিল মুখ তুলি',
মুদুক্ নয়ন।
প্রভাতে যে বায়ুদল ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক্ থেমে যাক্।
নীরবে উদয় হোক্ অসীম নক্ষত্র লোক
পরম নির্ব্বাক্॥

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির মুছায়ে নয়ন-নীর
করো আশীর্ব্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি' নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে॥

১৩০৫ —"কল্পনা"

বর্ষ শেষ

[১৩০৫ শালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত]

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘধারা।
বর্ষ হ'য়ে আসে শেষ, দিন হ'য়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান॥

ধূসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে,
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি'।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী॥

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দ্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক্ দূরে যাক্ বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে॥

আনন্দে আতঙ্কে মিশি', ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্তআঘাতে
উড়ে হোক্ ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়॥

মুক্ত করি' দিনু দ্বার, আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি' একটি ফুৎকার হানি' দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়-গর্জ্জন-স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক্
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মল
কঠিন সন্তোষ॥

সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হ'তে মুহূর্ত্তে অখণ্ডমূর্ত্তি ধরি'
হউক্ বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়॥

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,

ব্যাপ্ত করি', লুপ্ত করি', স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।
কোথা হ'তে আচম্বিতে মুহূর্ত্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি' অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ ক্ষণকাল॥

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটীর তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জ্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণবেগে
বিদ্ধ করি' হানে.
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে॥

এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি',
এবার আসনি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
জয় তব জয়॥

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি' চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল,

পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,
প্রণমি তোমারে ॥

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ, শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান,
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি-রেখা।
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা
কী তাহাতে লেখা ॥

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক্ কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি', আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ ॥

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি',

খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি'॥

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্দ্ধে ল'য়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃতপত্র, চ্যুত-পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ॥

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তর পথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
চ'লে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি' দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে॥

১৩০৫। —"কল্পনা"

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দ্দিনে,
হেমন্ত ধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিবে পথ চিনে॥

দেখিছ না ওগো সাহসিকা
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা।
মনে ভেবে দেখ তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা র'বে
কবরীর শেফালি-মালিকা॥

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায়।
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কী লজ্জায়॥

হে উতলা, শোনো কথা শোনো,
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো।
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
ব'সে কেহ আছে কি এখনো॥

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে।
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি'
আশ্বিনের অসীম আঁধারে॥

মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু,
নৃত্য মাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু॥

যাবে যদি, মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি'।
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী॥

কখন প্রহর গেছে বাজি',
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারাদিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি॥

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হ'ত
আমি নাহি করিতাম ডর॥

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম,
মিশে যেত আকাশে পাতালে॥

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ঙ্কর।
তোমার নূপুর রাজি প্রলয়ে উঠিত বাজি'
বিজলী হানিত আঁখিপর॥

কেন আজি যাও একাকিনী।
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী।
এ দুর্দ্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী॥

১৩০৬। —"কল্পনা"

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যেদিন খুলি' নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার
মর্ত্ত্যে এলে চলি',
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটীরপ্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,'
উতলা উত্তরী হ'তে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার-মঞ্জরী,
দলে দলে নর নারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি'
ল'য়ে বীণা বেণু
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি' পুষ্পরেণু॥

সখা, সেই অতি দূর সন্তোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণ মদিরায়,
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীন
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই ল'য়ে আজো পুনর্ব্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তা'র গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত-লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা॥

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হ'তে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু, গান, হাসি।
যে-মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুন্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে॥

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা,

তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা।
সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা,
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তা'রা আমার যৌবন-কাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি'।
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি' তা'রা শুনেছিল দুটি বক্ষমাঝে
বাসনা বাঁশরী॥

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস,
তোমার কুসুম গন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলেস্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তা'রা গাঁথা হ'য়ে নিত্য যাবে চলি'
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তা'রা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি'
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি' গেল তব
মর্মর নিশ্বাসে।
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে॥

—"কল্পনা"

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যা-গগনে ঘোষেনা শঙ্খ তোমার আরতিবারতা।
তব মন্দির স্থির গম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা॥

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ নব-বসন্ত-পবনে।
যে-ফুলে রচেনি পূজার অর্ঘ্য, রাখেনি ও রাঙা চরণে,
সে ফুলফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে॥

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি।
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি॥

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব কত পূজা'নশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত ক'ব তা',
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা॥

—"কল্পনা"

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি' বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ॥

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হ'তে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি' উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর ॥

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি' রহি' দহি' দহি' উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্ত্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণাচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া,
চূর্ণ-রেণুরাশ
মত্ত শ্রমে শ্বসিছে হুতাশ ॥

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বসো আসি' রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল-নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ॥

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি-শিখা, লেহি' লেহি' বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি' ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার ॥

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হ'য়ে, যাক্ চলি' গ্রাম হ'তে গ্রামে,
পূর্ণ করি' মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ॥

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থ ছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে॥

সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক্ গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ।
সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ॥

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি' নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি' গেরুয়া অঞ্চল॥

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ।
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্দ্রা জাগি' উঠি' বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে র'ব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ॥

১৩০৬। —"কল্পনা"

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি' গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি'। সঙ্গীদল গেল জুটি'
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা ছুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে॥

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী।" বিধবা যুবতী,
দু'খানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে। অনুরোধ তা'র
এড়ানো কঠিন বড়ো। "স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তা'রে। "পায়ে ধরি তব",
বিধবা কহিল কাঁদি', "স্থান করি' ল'ব
কোনোমতে এক ধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তা'রে শুধাল ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।"
উত্তর করিলা নারী "রাখাল, সে র'বে
আপন মাসির কাছে। তা'র জন্মপরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা, অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তা'রে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে, সেই হ'তে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি' অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন

কোলে তা'রে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে॥"

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি' জিনিষপত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোকঅশ্রুজলে।
ঘাটে আসি' দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি'
রাখাল বসিয়া আছে তরী পরে উঠি'
নিশ্চিন্ত নীরবে। "তুই হেথা কেন ওরে",
মা শুধাল, সে কহিল, "যাইব সাগরে।"
"যাইব সাগরে, আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।" পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা—"যাইব সাগরে।"
যত তা'র বাহু ধরি' টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি'। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে
"থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক্।" মা রাগিয়া বলে
"চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি'। তা'র সর্ব্বদেহে
করুণ কল্যাণ হস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তা'রে ডাকি' ধীরে চুপি চুপি কয়
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হ'ল কথা,
অন্নদা লোকের মুখে শুনি' সে বারতা,
ছুটে আসি' বলে "বাছা, কোথা যাবি ওরে।"
রাখাল কহিল হাসি' "চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি।" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি' "ঠাকুর মশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে। জন্ম হ'তে তা'র
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকেনি কোথাও,
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।"
রাখাল কহিল "মাসি, যাইব সাগরে
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র স্নেহস্বরে
কহিলেন "যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি' কোন ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই, যাতায়াতে মাস দুই কাল,
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল॥"

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি' নৌকা দিল ছাড়ি'।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে॥

যাত্রীদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হ'ল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণ বেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ

মাসির কোলের লাগি'। জল, শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তা'র হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্বা সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলা কোমলা। যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি' টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্ত-বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষপানে।
চঞ্চল বালক আসি' প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুককণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে
"ঠাকুর, কখন্ আজি আসিবে জোয়ার।"
সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্ত্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে,
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি'
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি' ব্রাহ্মণের কাছে
"দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে॥"

সূর্য্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর বায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।

রূপনারাণের মুখে পড়ি' বালুচর
সঙ্কীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। তরণী ভিড়াও তীরে
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর, চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্তজল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। দিগন্তরে যায় দেখা
অতি দূর তটপ্রান্তে নীল বনরেখা
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি' ঊর্দ্ধডাক,
ডাক' আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি' করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি' কহে সবে,
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানৎ রক্ষা, করিয়ো না খেলা,
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।" যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা কিছু জলে ফেলি' দিল

না করি বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্ব্বার, "দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে ল'য়ে এই বেলা শোন্।"
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি' কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি', "এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি' দিয়া আপনার ছেলে
চুরি ক'রে নিয়ে যায়।" "দাও তা'রে ফেলে"
একবাক্যে গর্জ্জি' উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী "হে দাদাঠাকুর
রক্ষা করো, রক্ষা করো।" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি' ধরে॥

ভর্ৎসিয়া গর্জ্জিয়া উঠি' কহিলা ব্রাহ্মণ
"কেবে তোর রক্ষাকর্ত্তা, রোষে নিশ্চেতন
মা হ'য়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে।
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি মানুষ কি ডুবাবি সাগরে॥"

মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে, ওগো অন্তর্য্যামী,
সেই সত্য হ'ল। সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি ঠাকুর,
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা।"
বলিতে বলিতে যত মিলি' মাঝি দাঁড়ি
বল করি' রাখালেরে নিল ছিঁড়ি' কাড়ি'

মা'র বক্ষ হ'তে। মৈত্র মুদি' দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি',
দন্তে দন্ত চাপি' বলে। কে তাঁরে সহসা
মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। "মাসি, মাসি, মাসি"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি'
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি' উঠিলা বিপ্র "রাখ্ রাখ্ রাখ্।"
চকিতে হেরিলা চাহি' মূর্চ্ছি আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্ত্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি' আর্ত্ত চোখ
মাসি বলি' ফুকারিয়া মিলাল বালক
অনন্ত তিমির তলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুলবলে ঊর্দ্ধপানে উঠি'
আকাশে আশ্রয় খুঁজি' ডুবিল হতাশে।
"ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি' ঊর্দ্ধশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না। সূর্য্য গেল অস্তাচলে॥

১৩ই কার্ত্তিক। ১৩০৪। —"কথা"

পূজারিণী

(অবদান শতক)

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান, শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া

রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াল আসি'।
শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা, "এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা,
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা অথবা নির্ব্বাসনে॥"

সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরি বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর,
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সিঁথির সীমার পরে।
শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি' গেল রেখা কাঁপি' গেল তা' হাত
কহিল, "অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চ'লে,
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তাহ'লে বিষম বিপদপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায় খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি' কিঙ্কিণী চাহিয়া দেখিল দ্বারে।
শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভূমে দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তা'র কানে কানে
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে।"
দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি' কয়,
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয় কেহ দেয় তা'রে গালি॥

দিবসের শেষ আলোক মিলাল নগর সৌধ পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজ-দেবালয় ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে জ্বলে অগণ্য তারা।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান" দ্বারী ফুকারিয়া বলে॥

এমন সময়ে হেরিলা চমকি' প্রাসাদে প্রহরী যত,
রাজার বিজন কানন মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে প্রদীপমালার মতো।
মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল "শ্রীমতী আমি বুদ্ধের দাসী।"
সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে পড়িল রক্ত-লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা॥

১৮ই আশ্বিন। ১৩০৬। —"কথা"

অভিসার

(বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা)

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত ॥
কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি' জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ॥
নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ,
সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা ॥
প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন গৌর-কান্তি।
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি ॥
কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা,
"ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চল মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা ॥"
সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে, "অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে ॥"

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য॥
বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা॥
অতি দূর হ'তে আসিছে পবনে বাঁশির মদির-মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র॥
নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি' উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর আজি অভিসার রাত্রি॥
নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী বাহির প্রাচীর প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি' পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে,
কে ওই রমণী প'ড়ে একধারে তাঁহার চরণোপান্তে॥
নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায় ভ'রে গেছে তা'র অঙ্গ।
রোগমসী ঢালা কালী তনু তা'র
ল'য়ে প্রজাগণে, পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার বিষাক্ত তা'র সঙ্গ॥
সন্ন্যাসী বসি' আড়ষ্ট শির তুলি' নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি' দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শিরপরে,
লেপি' দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দনপঙ্কে॥

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জ্যোৎস্নামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
"আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা॥"

১৯শে আশ্বিন, ১৩০৬। —"কথা"

পরিশোধ

(মহাবস্তুবদান)

রাজকোষ হ'তে চুরি, ধ'রে আন্ চোর,
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর,
মুণ্ড রহিবে না দেহে। রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে,
বিদেশী বণিক্ পান্থ তক্ষশিলাবাসী,
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোয়াইয়া নিঃস্বরিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি'।
হস্তে পদে বাধি' তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে॥

সেইক্ষণে
সুন্দরী-প্রধানা শ্যামা বসি' বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি'। নয়নসম্মুখে

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি'
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, "আহা মরি' মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা'লো সহচরী,
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি',
শ্যামা ডাকিতেছে তা'রে। বন্দী সাথে ল'য়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি'।" শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত। সত্বর পশিল গৃহমাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
"অতিশয় অসময়ে অভাজনপরে
অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি
রাজকাজে, সুদর্শনে, দেহ অনুমতি।"
বজ্রসেন তুলি' শির সহসা কহিলা,
"একি লীলা, হে সুন্দরী, একী তব লীলা।
পথ হ'তে ঘরে আনি' কিসের কৌতুকে
নির্দ্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান। শুনি' শ্যামা কহে,
"হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ অলঙ্কার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।"
এত বলি' সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া

বিদেশীর অঙ্গ হ'তে। কহিল রক্ষীরে,
"আমার যা আছে ল'য়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত ক'রে দিয়ে যাও।" কহিল প্রহরী,
"তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।" ধরি' প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, "শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো এ মিনতি করি।"
"রাখিব তোমার কথা", কহিল প্রহরী॥

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি' বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা',
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন,
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি' খুলি' দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদ স্বরে,
"বিকারের বিভীষিকারজনীর পরে
করধৃত শুকতারা শুভ্রউষাসম
কে তুমি উদিলে আসি' কারাকক্ষে মম
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি
নিষ্ঠুর নগরী মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী।"
"আমি দয়াময়ী।" রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি' নব ভয়ত্রাসে
ভয়ঙ্কর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে

শতধা পড়িল ভাঙি'। কাঁদিয়া কহিলা,
"এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।"
এত বলি' দৃঢ়বলে ধরি' হস্ত তা'র
বজ্রসেনে ল'য়ে গেল কারার বাহিরে॥

তখন জাগিছে ঊষা বরুণার তীরে,
পূর্ব্ব বনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
"হে বিদেশী, এসো এসো" কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার পরে। "হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি' হে হৃদয়স্বামী,
জীবন-মরণ-প্রভু।" নৌকা দিল খুলি'।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখীগুলি
আনন্দ-উৎসব গান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি' ভরি' নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল "কহ মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীন দরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।" আলিঙ্গন ঘনতর করি'
"সে কথা এখন নহে" কহিল সুন্দরী॥

নৌকা ভেসে চ'লে যায় পূর্ণ বায়ুভরে
তূর্ণ স্রোতোবেগে। মধ্য গগনের পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি' স্নানসমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে ল'য়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট, কোলাহল

থেমে গেছে দুই তীরে, জনপদ-বাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহারতরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখাপরে
ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীত শব্দহীন।
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন।
পক্কশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোম্‌টা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ, পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠরুদ্ধপ্রায়
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
"ক্ষণিক শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহ বিবরিয়া।
মোর লাগি' কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।" বস্ত্র টানি' মুখপরি,
"সে কথা এখনো নহে", কহিল সুন্দরী

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি' গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগত প্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো, ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রের মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে

ঘন-নিঃশ্বসিত মুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা। পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, "প্রিয়তম,
তোমা লাগি' যা করেছি কঠিন সে কাজ
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব,
একবার শুনে মাত্র মন হ'তে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো॥

বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরিঅপবাদ নিজস্কন্ধে ল'য়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্ব্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্ব্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি' এ মোর গৌরব॥"

চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি' শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হ'তে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খ'সে। বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহা মাঝে। বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণ পুত্তলি। মাথা রাখি' তা'র পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে

আলিঙ্গনচ্যুতা। মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।
সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্ত্তনারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, "ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক্ বিধাতার হাতে নিদারুণতর,
তোমা লাগি' যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।"
চরণ কাড়িয়া ল'য়ে চাহি' তা'র পানে
বজ্রসেন বলি' উঠে, "আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি'
তোর পাপ মূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে॥"

এত বলি' উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি' চলি' গেল তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি' বনানীরে করিল চকিত
প্রতিক্ষণে। ঘন গুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে। তরুকাণ্ডগুলি
চারিদিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি'
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হ'ল চারিধার।
নিস্তব্ধ নিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্তকলেবর
পথিক বসিল ভূমে। কে তা'র পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম। সাথে সাথে

অন্ধকারে পদে পদে তা’রে অনুসরি’
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী-অনুচরী
রক্তসিক্ত পদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ ক’রে
গর্জ্জিল পথিক, “তবু ছাড়িবি না মোরে।”
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্ত বেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব্ব অঙ্গ তা’র। আর্দ্র গদ্‌গদ-বচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায়। “ছাড়িব না ছাড়িব না”
কহে বারম্বার। “তোমা লাগি’ পাপ, নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্ম্ম-ঘাত,
শেষ ক’রে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।”
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি’ শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতি স্বর, তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমিপরে অসাড় পতনে॥

বজ্রসেন বন হ’তে ফিরিল যখন
প্রথম ঊষার করে বিদ্যুৎ বরণ
মন্দির-ত্রিশূল-চূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদী ধারে ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন
হানিল সর্ব্বাঙ্গে তা’র অগ্নিময়ী কশা।

ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি' তা'র দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে, "কে গো গৃহছাড়া
এসো আমাদের ঘরে।" দিল না সে সাড়া
তৃষায় ফাটিল ছাতি,—তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হ'তে জল এককণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর পরে
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি'। শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি'। ঝঙ্কার তাহার
শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি' একভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশীকৃত করি'
তারি পরে মুখ রাখি' রহিল সে পড়ি',
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি' অতৃপ্ত আবেশে।
শুক্ল পঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণ তরুশিরে পড়িয়াছে নামি'
শাখাঅন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন, "এসো এসো প্রিয়া",
চাহি' অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্ত্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম,
"এসো এসো প্রিয়া।" "আসিয়াছি প্রিয়তম।"
চরণে পড়িল শ্যামা, "ক্ষমো মোরে ক্ষমো,
গেল না তো সুকঠিন এ পরাণ মম
তোমার করুণ করে। শুধু ক্ষণতরে

বজ্রসেন তাকাইল তা'র মুখপরে,
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি' বাহু মেলি',
চমকি' উঠিল, তা'রে দূরে দিল ঠেলি',
গরজিল, "কেন এলি, কেন ফিরে এলি।"
বক্ষ হ'তে নূপুর লইয়া, দিল ফেলি',
জ্বলন্ত অঙ্গারসম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হ'তে ফেলে দিল টানি'।
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি'
লাগিল দহিতে তা'রে। মুদি' দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, যাও যাও ফিরে
মোরে ছেড়ে চ'লে যাও। নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল। তা'র পরে নামি' নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি' গেল ধীরে
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব্ব স্বপন
নিশার তিমির মাঝে মিলায় যেমন॥

২৩শে আশ্বিন, ১৩০৬ —"কথা"

বিসর্জ্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হ'তে হ'তে পূরা দু'বছর।
এবার ছেলেটি তা'র জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারাল মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল, পূর্ব্বজন্মে ছিল বহু পাপ
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।

শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি' ল'য়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে,
ব্রতধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে। কেশে বাঁধি' রাখিল মাছুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি
শুনে রামায়ণ কথা, সন্ন্যাসী সাধুরে
ঘরে আনি' আশীর্ব্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি' সর্ব্বনিচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান লাগি'। সূর্য্য চন্দ্র হ'তে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনো মতে
কেহ পাছে কোন অপরাধ লয় মনে
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে
আকুল বেদনাভরে দীন হ'য়ে আছে॥

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর,
যকৃতের ঘটিল বিকার, জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হ'য়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানৎ মাতা, পদামৃত ল'য়ে
করাইল পান, হরিসঙ্কীর্ত্তন গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধাল নারী, ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হ'ল দূর।
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই।

তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে।
এত ক্ষুধা দেবতার। এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্ব্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না।
ব্রাহ্মণ কহিল, বাছা এ যে ঘোর কলি।
অনেক করেছ বটে তবু এও বলি
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো,
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো।
দানবীর কর্ণ কাছে ধর্ম্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে
নিজহস্তে সন্তানে কাটিল। তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেলে চক্ষের নিমিষে।
শিবি রাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি' দিল খেতে,
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি একালেতে আছে ভূমণ্ডলে।
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে। তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী। না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা গঙ্গার কাছে। শেষে পুত্রজন্মপরে
অভাগী বিধবা হ'ল। গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা গঙ্গারে ডেকে,
মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে,
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্রআশা নেই।
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী রূপে হ'য়ে মূর্ত্তিমতী

শিশু ল'য়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল। নিষ্ঠা এরে বলে॥"

মল্লিকা ফিরিয়া এলো নতশির ক'রে।
আপনারে ধিক্কারিল, এতদিন ধ'রে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চ্চনা,
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।
ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে, অঙ্গ যেন অগ্নির মতন।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বারবার
প'ড়ে যায়, কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর,
দন্তে দন্তে গেল আঁটি'। বৈদ্য শির নাড়ি'
ধীরে ধীরে চলি' গেল রোগী-গৃহ ছাড়ি'।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়ন-শিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতির্হীন আঁখি মেলি' যেন চারিধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর,
ও মাণিক ওরে সোনা, এই যে মা তোর,
এই যে মায়ের কোল, ভয় কিরে বাপ।
বক্ষে তা'রে চাপি' ধরি' তা'র জ্বর-তাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল। ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি,
সহসা বাহির হ'তে কল কলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিয়া নারী
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি',
কহিল, মায়ের ডাক ওই শুনা যায়,
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়

তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা। জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে ল'য়ে মাতা গেল শূন্য ঘাটপানে।
কহিল, মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দেগো মা জুড়ায়ে।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে। এত বলি' সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে ল'য়ে করতলে,
চক্ষু মুদি'। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না।
ধ্যানে নিরখিল বসি', মকরবাহনা
জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে ক'রে এসেছেন, রাখি' তা'র শিরে
একটি পদ্মের দল। হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি', দেবীকোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, রে দুঃখিনী এই তুই ধর্
তোর ধন তোরে দিনু। রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, "কই মা, কোথায়।"
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী,
গঙ্গা বহি' চলি' যায় করি' কলধ্বনি।
চীৎকারি' উঠিল নারী—দিবিনে ফিরায়ে।
মর্ম্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে॥

২৫শে আশ্বিন। ১৩০৬। —"কথা"

বন্দীবীর

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্‌।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্য্যের পানে চাহিল নির্ণিমিখ্‌॥

"অলখ নিরঞ্জন—"
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়-ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি রাজে ঝঞ্ঝন্‌।
পঞ্জাব আজি গরজি' উঠিল "অলখ নিরঞ্জন॥"

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চ নদীর ঘেরি' দশতীর এসেছে সে এক দিন॥

দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদ্‌শাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কা'দের কণ্ঠে গগন মন্থে, নিবিড় নিশীথ টুটে,
কা'দের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে

পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত তিলক ললাটে পরাল পঞ্চ নদীর তীরে॥

মোগল শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি' ধরিল আঁকড়ি' দুই জনা দুই জনে,
দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
সেদিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজীর" হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল "দীন্ দীন্" গরজনে॥

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল তুরাণী সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধি' ল'য়ে গেল ধ'রে
দিল্লী নগর পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে॥

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্ষাফলকে তুলি'।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ পরে লোক নাহি ধরে বাতায়ন যায় খুলি'
শিখ গরজয় গুরুজীর জয় পরাণের ভয় ভুলি'।
মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে দিল্লী-পথের ধূলি

পড়ি' গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করি' দিবে দান তারি লাগি' তাড়াতাড়ি
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর" কহি' শত বীর শত শির দেয় ডারি॥

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ নিঃশেষ হ'য়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি' বন্দার এক ছেলে,
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে নিজ হাতে অবহেলে।
দিল তা'র কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার বাঁধা বাহু তা'র বন্দার এক ছেলে॥

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে লইল বক্ষে টানি'।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তা'র রাঙা উষ্ণীষখানি।
তা'র পরে ধীরে কটিবাস হ'তে ছুরিকা খসায়ে আনি',
বালকের মুখ চাহি'
"গুরুজীর জয়" কানে কানে কয়, "রে পুত্র, ভয় নাহি।"

নবীন বদনে অভয় কিরণ জ্বলি' উঠে উৎসাহি'
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল বালক উঠিল গাহি',
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়" বন্দার মুখ চাহি'॥
বন্দা তখন বামবাহুপাশ জড়াইল তা'র গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে,
গুরুজীর জয়, কহিয়া বালক লুটাল ধরণীতলে।

সভা হ'ল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হ'য়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ
দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হ'ল নিস্তব্ধ॥

৩০শে আশ্বিন। ১৩০৬। —"কথা"

হোরিখেলা

(রাজস্থান)

পত্র দিল পাঠান কেসর্ খাঁরে
কেতুন্ হ'তে ভূনাগ রাজার রাণী,
লড়াই করি' আশ মিটেছে মিঞা,
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া
হোরি খেল্‌ব আমরা রাজপুতানী।
যুদ্ধে হারি' কোটা সহর ছাড়ি'
কেতুন্ হ'তে পত্র দিল রাণী॥

পত্র পড়ি' কেসর উঠে হাসি',
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙীন্ দেখে পাগ্‌ড়ি পরে মাথে,
সুর্ম্মা আঁকি' দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান সাথে হোরি খেল্‌বে রাণী
কেসর হাসি' গোঁফে দিল চাড়া॥

ফাগুন মাসে দখিন হ'তে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হ'য়ে এলো।
বোল ধরেছে আম্র বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুনগুনিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান সেনা হোরি খেল্‌তে এলো॥

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি',
মূলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি,
এলো তখন একশো রাণীর দাসী
রাজপুতানী কর্‌তে হোরি-খেলা।
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা॥

পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে
ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে॥
ডাহিন্‌-হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচ্‌কারী,
বামহস্তে গুলাব্‌-ভরা ঝারী
সারি সারি রাজপুতানী আসে।
পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে॥

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
কেসর তবে কহে কাছে আসি',
বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি',
আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি।
শুনে রাজার শতেক সহচরী
হঠাৎ সবে উঠ্‌ল অট্ট হাসি'।
রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর খাঁ
রঙ্গভরে সেলাম করে আসি'॥

সুরু হ'ল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ্ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব-বরণ ধর্‌ল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝর্‌ল তরুমূলে,
ভয়ে পাখী কূজন গেল ভুলে
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হ'তে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগ্‌ল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে॥

চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।
বক্ষ কেন উঠ্‌ছে নাকো দুলি',
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি
কেমন যেন বল্‌ছে বেসুর বুলি,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে না।
চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ॥

পাঠান কহে, রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা।
বাহু যুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা।
পাঠান ভাবে দেহে কিম্বা মনে
রাজপুতানীর নাইক কোমলতা॥

তান ধরিয়া ইমন্ ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠ্ল দ্রুত তালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা,
দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রাণী বনে এলেন হেনকালে।
তান ধরিয়া ইমন্ ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে॥

কেসর কহে, তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা।
রাণী কহে, আমারো সেই দশা,
একশো সখী হাসিয়া বিবশা,
পাঠানপতির ললাটে সহসা
মারেন রাণী কাঁসার থালাখানা।
রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
পাঠানপতির চক্ষু হ'ল কানা॥

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়া নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চম্‌কে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি'
গভীর সুরে ধর্‌ল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরু তলে তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া॥

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খ'সে ঘাগ্‌রা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হ'তে কেরে
বাহির হ'ল নারী-সজ্জা ছেড়ে,
একশত বীর ঘির্‌ল পাঠানেরে
পুষ্প হ'তে একশো সাপের মতো।
স্বপ্ন সম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খ'সে ঘাগ্‌রা ছিল যত॥

যে-পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তা'রা।
ফাগুন রাতে কুঞ্জ বিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হ'ল সারা।
যে-পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তা'রা॥

৯ই কার্ত্তিক, ১৩০৬। —"কথা"

পণরক্ষা

"মরাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ, করো করো সবে সাজ।"
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-পহরে যে-যাহার ঘরে সেঁকিছে জোয়ারী-রুটি,
দুর্গ তোরণে নাকাড়া বাজিতে বাহিরে আসিল ছুটি'।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহুদূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা মরাঠি অশ্বখুরে।
"মরাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি' ফিরেনাক যেন" গর্জ্জিলা দুমরাজ॥

মাড়োয়ার হ'তে দূত আসি' বলে, "বৃথা এ সৈন্যসাজ।
হের এ প্রভুর আদেশপত্র, দুর্গেশ দুমরাজ।
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার ফিরিঙ্গি সেনাপতি,
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ, আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ বিজয়সিংহ পরে,
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড় দিবে মরাঠার করে।"
"প্রভুর আদেশে বীরের ধর্ম্মে বিরোধ বাধিল আজ"
নিশ্বাস ফেলি' কহিলা কাতরে দুর্গেশ দুমরাজ॥

মাড়োয়ার দূত করিল ঘোষণা "ছাড়ো ছাড়ো রণ সাজ।"
রহিল পাষাণ-মূরতি সমান দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায়-যায়, ধূধূ করে মাঠ, দূরে দূরে চরে ধেনু,
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু।
"আজমীর গড় দিলা যবে মোরে পণ করিলাম মনে
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায় ভাঙিতে হবে কি আজ।"
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস দুর্গেশ দুমরাজ॥

রাজপুত সেনা সরোষে সরমে ছাড়িল সমর সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পারে,
মরাঠা সৈন্য ধূলা উড়াইয়া থামিল দুর্গদ্বারে।
"দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান, ওঠো ওঠো খোলো দ্বার।'
নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্ম্মে বীরের ধর্ম্মে বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গ-দুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ দুর্গেশ দুমরাজ॥

অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। —"কথা'

উদ্বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে॥

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি ব'সে ব'সে গাঁথিস্‌নে আর, বাঁধিস্‌নে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক্, যা হবার হোক্,
যারা চ'লে যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্ দ্যুলোক ভূলোক প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হ'য়ে যাক্ শেষ বহি' নিমেষের কাহিনী॥

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্‌নেক কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাহিনা বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাইনা খুঁজিতে
পূরিল না যাহা কে র'বে যুঝিতে তারি গহ্বর পূরাতে।
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে॥

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক্ চুকে যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি, ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি॥

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্ম্মরতানে ভ'রে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে॥

—"ক্ষণিকা

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান।
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায় বিদ্যেরত্ন পাড়ায়,
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,
চল্‌ছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক সদাই দিবারাত্র
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র,
পুঁথিপত্র মেলাই আছে মোহধ্বান্ত-নাশন,
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে পেতে চাস্ কি আসন।
গান তা' শুনি' গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কহে,
নহে, নহে, নহে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান।
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদপরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনীর মঞ্চ জুড়ি' পঞ্চহাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলেনা কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।

ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে যত্ন পূরা মাত্রা,
সেথা আমার ছন্দোময়ী কর্‌বি কি তুই যাত্রা।
গান তা' শুনি' কর্ণমূলে মর্ম্মরিয়া কহে,
নহে, নহে, নহে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান।
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে এক্‌জামিনের পড়ায়,
মন্‌টা কিন্তু কোথা থেকে কোন্ দিকে যে গড়ায়।
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সাম্‌নে আছে খোলা,
কর্ত্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।
সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল, কর্‌বি কি তুই খেলা।
গান্ তা' শুনে মৌন মুখে রহে দ্বিধার ভরে,
যাব-যাব করে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ।
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে।
বালিশতলে বইটি চাপা টানিয়া লয় তা'রে,
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া-খোঁড়া শিশুর অত্যাচারে,
কাজল-আঁকা সিঁদুর মাখা চুলের গন্ধে ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে চাস্ কি যেতে ত্বরা।
বুকের পরে নিশ্বসিয়া স্তব্ধ রহে গান,
লোভে কম্পমান॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ।

যেথায় সুখে তরুণ যুগল পাগল হ'য়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়,
পাখী তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়, পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে।
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান,
সেইখানে মোর স্থান ॥

—"ক্ষণিকা"

কবির বয়স

ওরে কবি সন্ধ্যা হ'য়ে এলো,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
ব'সে ব'সে ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
শুন্‌তেছ কি পরকালের ডাক।
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
শুন্‌চি ব'সে ল'য়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ তরুণীতে,
দুটি আঁখির পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে,
কে তাহাদের মনের কথা ল'য়ে
বীণার তারে তুল্‌বে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে ব'সে
পরকালের ভালো মন্দ গণি ॥

সন্ধ্যা-তারা উঠে অস্তে গেল,
চিতা নিবে এলো নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।
শৃগালসভা ডাকে ঊর্দ্ধরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে,
এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
জোড়হস্তে ঊর্দ্ধে তুলি' মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে,
ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুল্‌বে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে॥

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন।
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক্-বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছ্‌লে প'ড়ে যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে,
কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,

কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।
সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন্ শুনি পরকালের ডাক।
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক্ পাক॥

—"ক্ষণিকা"

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বস্ত সন্ধ্যা হ'লে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি'
জীবনতরী ব'হে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে॥

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাক্‌ত নাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইক মৃত্যু জরা।
ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘট্‌ত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্ত্তা তাহার রৈত কাব্যে গাঁথা।

বিরহ-দুখ দীর্ঘ হ'ত,
তপ্ত অশ্রু নদীর মতো,
মন্দগতি চল্‌ত রচি' দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাক্‌তনাক একটুমাত্র ত্বরা॥

অশোক কুঞ্জ উঠ্‌ত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হ'ত ফুল্ল, প্রিয়ার মুখের মদিরাতে।
প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংস-কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী ঝঙ্কারিত কত।
আস্‌ত তা'রা কুঞ্জবনে চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠ্‌ত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে॥

কুরবকের পর্‌ত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজ্‌ত কুন্দফুলে,
শিরীষ পর্‌ত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখ্‌ত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাক্‌ত সাজে,
কুরবকের পর্‌ত মালা কালো কেশের মাঝে॥

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায় বক্ষ রৈত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
একটি ক'রে পূজার পুষ্পে দিন গণিত ব'সে।
বক্ষে তুলি' বীণাখানি
গান গাহিতে ভুল্‌ত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে পড়ত খ'সে খ'সে।
মিলন-রাতে বাজ্‌ত পায়ে নূপুর দুটি বাঁকা,
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায় বক্ষ রৈত ঢাকা॥

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
কপোতটিরে ল'য়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বহি'।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কৈত শৌরসেনী,
বল্‌ত সখীর গলা ধ'রে, হলা পিয় সহি।
জল সেচিত আলবালে তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের শারিকারে॥

নবরত্নের সভার মাঝে রৈতাম একটি টেরে,
দূর হৈতে গড় করিতাম দিঙ্‌নাগাচার্য্যেরে।
আশা করি নামটা হ'ত
ওরি মধ্যে ভদ্রমতো,
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত কিম্বা বসুভূতি।

স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি' দুটি চারটি ছোটখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে রৈতাম একটি টেরে॥

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্ মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
ছল ক'রে তার বাধ্‌ত আঁচল সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে॥

হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে ল'য়ে তারিখ শাল।
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ, ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকার দল।
কোন্ স্বরগে নিয়ে গেল বরমাল্যের থাল।
হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল॥

যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন সে সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরি দুঃখে আমায় করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে,
তেম্‌নি বকুল ফোটে গাছে,

যদিও সে পায় না নারীর মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিণ হ'তে বাতাসটুকু তেম্‌নি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইক কোথাও সে সব বরাঙ্গনা॥

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে আছেন মর্ত্ত্যলোকে,
ভালোই লাগত তাঁদের ছবি কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।
মর্‌ব না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্যনামে আছেন মর্ত্ত্যলোকে॥

আপাতত এই আনন্দে গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র পান্‌নি মহাকবি।
ছুলিয়ে বেণী চলেন যিনি
এই আধুনিক বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে তোমার তরুণ আঁখির প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্ব্বে বেড়াই নেচে॥

—'ক্ষণিকা'

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হ'তে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলাম বিলাত,
নাই বা পেলাম রাজার খিলাৎ,
যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে
ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক॥

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে॥

ওরে বিহান্ হ'ল জাগোরে ভাই,
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ঐ দধি-মন্থন-ধ্বনি
উঠ্‌ল ঘরে ঘরে।

হের মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর রেণু,
হের আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ-দোহন করে।
ওরে বিহান্ হ'ল জাগরে ভাই,
ডাকে পরস্পরে॥

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হ'ল
কালিন্দীরি কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া তরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে॥

মোরা নব-নবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি' অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুল-রসি
দিবে নীপশাখায় কসি'
যবে দখিন বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠ্‌বে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে॥

আমি হবনা ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাবনা আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোকনীপের ছায়ে
আমি কোনজন্মে পারি হ'তে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হ'তে নববঙ্গে
নবযুগের চালক॥

—"ক্ষণিকা"

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার কহ আমায় ধনি,
তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের ক'র্ব মহাজনী।
দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে আর ব'সে না রৈব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি ভিক্ষা নৈব নৈব॥

যাবই আমি যাবই, ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু আর কারে তো পাবই।
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি, বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে কোন সাগরে পাড়ি।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি' কূল কিনারা পরিহরি',
কোন্ দিকে যে বাইব তরী অকূল কালো নীরে।
মর্‌বনা আর ব্যর্থ আশায় বালু মরুর তীরে॥

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে,
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে ঝিলিক্ মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব ত তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে রৈবনা আর কভু॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগ-নদী।
সোনার রেণু আন্‌ব ভরি' সেথায় নামি যদি॥

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবনভরে যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ ক'রে অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী তোর ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো॥

—"ক্ষণিকা"

সোজাসুজি

হৃদয়পানে হৃদয় টানে, নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা এইটুকু বই নয়ক মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে, হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে, তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,
তোমার আমার এই যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

বাসন্তী-রং বসনখানি নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া, একটু রাখা, একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু সরম, দু'জনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

মধুমাসের মিলনমাঝে মহান্ কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু, ছায়ার মতো নাইক কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে চাহিনে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই, তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধ'রে, করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

শুনেছিনু প্রেমের পাথার নাইক তাহার কোনো দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা।
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে অনেক বাঁকা গলি ঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

—"ক্ষণিকা"

যাত্রী

আছে, আছে স্থান।
একা তুমি, তোমার শুধু একটি আঁটি ধান।
না হয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি, এমন কিছু নয় সে বেশী,
না হয় কিছু ভারি হবে আমার তরীখান,
তাই বলে কি ফির্‌বে তুমি, আছে, আছে স্থান॥

এসো, এসো নায়ে।
ধূলা যদি থাকে কিছু থাক্‌না ধূলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা, চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ বরণ বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই এসো, এসো নায়ে॥

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তা'রা কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেকতরে বস্‌বে আমার তরী পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে মান্‌বে না মোর মানা
এলে যদি তুমিও এসো, যাত্রী আছে নানা॥

কোথা তোমার স্থান।
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে একটি আঁটি ধান।
বল্‌তে যদি না চাও, তবে শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাব ব ব'সে খেয়া যখন কর্‌ব অবসান।
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি, কোথা তোমার স্থান॥

—"ক্ষণিকা"

একগাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক।
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চ'রে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে॥

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম ত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম ফুলের ডালা
বেচ্‌তে আসে মোদের পাড়ার হাটে

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম ত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

আমাদের এই গ্রামের গলি পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শন।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে॥

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম ত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

—"ক্ষণিকা"

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্ পসরা ল'য়ে,
সন্ধ্যা হ'ল, ঐ যে বেলা গেল রে ব'য়ে।
যে-যার বোঝা মাথার পরে ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর, খণ্ড শশী উঠ্‌ল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি নদীর তীরে তীরে।
কিসের আশে ঊর্দ্ধশ্বাসে এমন সময়ে,
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস্ পসরা ল'য়ে॥

সুপ্তি দিল বনের শিরে হস্ত বুলায়ে,
কা কা ধ্বনি থেমে গেল কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে প'ড়ে এল, স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হের ঘরের আঙিনাতে শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে বিরাম-সুধা-মাখা।
সকল চেষ্টা শান্ত যখন এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্ পসরা ল'য়ে॥

—"ক্ষণিকা"

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি' রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তা'রা ফিরিছে কি,

রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥

শোন শোন ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি' জল
ছলছল উঠে বাজি রে,
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে॥

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহিরে।
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

—"ক্ষণিকা"

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে॥

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে॥

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,

পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে॥

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে।
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি',
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে।
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে॥

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে
শ্যামল বসনে।
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়,
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে॥

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে।

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে॥

বিকচ-কেতকী তটভূমি পরে
কে বেঁধেছে তা'র তরণী,
তরুণ তরণী।
রাশি রাশি তুলি' শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ-হরণী।
বিকচ-কেতকী তটভূমি পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী॥

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে,
হৃদয় নাচেরে॥

—"ক্ষণিকা"

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিও ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুল বীথিকা মুকুলে মত্ত কানন পরে।
নব কদম্ব মদিরগন্ধে আকুল করে॥

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিও ক্ষমা।
হের আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি' ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে মারিছে উঁকি।
বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি'॥

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিও ক্ষমা।
ঝর ঝর ধারা আজি উতরোল,
নদী কূলে কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্ম্মর স্বরে নবীন পাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তুলে বাদল গাথা॥

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হ'তে পারে, করিও ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোন কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ যেন সে আঁকা।
বর্ষণ-ঘন শীতল আঁধারে জগৎ ঢাকা॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিও ক্ষমা।
তোমার দু'খানি কালো আঁখি-পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার বরণডালা॥

—"ক্ষণিকা"

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তা'রেই বলি,
কালো তা'রে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তা'র মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো, তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

ঘন মেঘে আঁধার হ'ল দেখে
ডাক্‌তেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হ'তে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশপানে হানি' যুগল ভুরু
শুন্‌লে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো, তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

পূবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আ'লের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখ্‌লে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো, তা' সে যতই কালো হোক্‌
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

এম্‌নি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এম্‌নি ক'রে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো, তা' সে যতই কালো হোক্‌
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

কৃষ্ণকলি আমি তা'রেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো, তা' সে যতই কালো হোক্‌
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

—"ক্ষণিকা"

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ ব'সে আছি আমি,
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি',
খেয়াল-খবর রাখিনে তো কোন-কিছুরি,
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে প'ড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি
নিচুতে॥

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই ব'লে কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে
কাড়িনে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তা'রে তখুনি,
বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়িনে॥

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে-
চরণে।

আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরণে ॥

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।
বুক-ভাঙা বোঝা নেবনারে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি ॥

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।
মধুকর-সম ছিনু সঞ্চয়-প্রয়াসী,
কুসুম-কান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী,
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে,
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে ॥

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে,
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নিচুতে ॥
—"ক্ষণিকা"

বিলম্বিত

অনেক হ'ল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি ।
তখন ছিল দখিন হাওয়া আধ ঘুমো আধ জাগা,
তখন ছিল শর্ষে ক্ষেতে ফুলের আগুন লাগা,
তখন আমি মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম রুদ্ধ কুটীর থেকে ॥

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে নবীন সুধা-ঢালা ।
আজকে বহে পূবে বাতাস, মেঘে আকাশ জুড়ে',
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে নব-নবাঙ্কুরে,
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইক রে হায় হাল্কা সে হিল্লোল ।
নাই বাগানে হাস্যে গানে পাগল গণ্ডগোল ॥

হ'ল কালের ভুল,
পূবে হাওয়ায় ধ'রে দিলেম দখিন হাওয়ার ফুল ।
এখন এল অন্য সুরে অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে অন্য ছাঁদের মালা ।
বাজছে মেঘের গুরু গুরু বাদল ঝরঝর,
সজলবায়ে কদম্ববন কাঁপ্‌ছে থর থর ॥
—"ক্ষণিকা"

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়,
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি করি' কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু'ধারে শাখে শাখে আজি পাখীরা গায়॥

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দীঘি না আছে তল,
কূলে কূলে তা'র ছেপে ছেপে আজি উঠেছে জল।
এ ঘাট হইতে ওঘাটে তাহার
কথা বলা-বলি নাহি চলে আর,
একাকার হ'ল তীরে আর নীরে তাল-তলায়॥

ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে ডুবায়ে গলা,
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি নূতন বলা।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি ক'রে ভেসে যাবে মেঘ আকাশ-গায়॥

তপন-আতপে আতপ্ত হ'য়ে উঠেছে বেলা,
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি' আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির-নিবিড় ঘনঘোর ঘুমে স্বপন প্রায়॥

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল, আয় গো আয়,
আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে ব'সে আছে বক গাছের ছায়॥

—"ক্ষণিকা"

চিরায়মানা

যেমন আছ তেম্‌নি এসো আর কোরো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে র'বে, সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হ'ল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইক তাহে লাজ॥

এসো দ্রুত চরণ দুটি তৃণের পরে ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক্,
নূপুর যদি খুলে পড়ে না হয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না, মালা হ'তে মুক্তা খ'সে গেলে॥

হের গো ঐ আঁধার হ'ল আকাশ ঢাকে মেঘে।
ওপার হ'তে দলে দলে, বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে বাতাস ওঠে জেগে।
ঐ রে গ্রামের গোষ্ঠ মুখে ধেনুরা ধায় বেগে॥

প্রদীপখানি নিবে যাবে, মিথ্যা কেন জ্বালো।
কে দেখ্‌তে পায় চোখের কাছে কাজল আছে কি না আছে,
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে এম্‌নি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি মিথ্যা কেন জ্বালো॥

এসো হেসে সহজ বেশে আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা, ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব্ব গগন, বেলা নাই রে আজ।
এসো হেসে সহজ বেশে নাই বা হ'ল সাজ॥

—"ক্ষণিকা"

আবির্ভাব

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়।
আজি জলভরা বরষায়॥

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল-চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ॥

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি' বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয় সাগর-উপকূল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে ব'সে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তব গান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার,
এ নহে তোমার উপহার॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি
দূরে করি' দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ,
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন,
এ কী রূপে দিলে দরশন॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ আলোকে এসো ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ॥

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি' যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়,
আজি জলভরা বরষায়॥

—"ক্ষণিকা"

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে, পূজার সাজি ভরি',
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণ ডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল গীত উঠে মধুর স্বরে॥

রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি হাসে চোখের পরে॥

তোমার নাহি শীতবসন্ত, জরা কি যৌবন,
সর্ব্বঋতু সর্ব্বকালে তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব, পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি' চির বিরাজ করে॥

নদীর মতো এসেছিলে গিরিশিখর হ'তে,
নদীর মতো সাগরপানে চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল তীর্থ সলিল ঝরে॥

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে,
কত যে ফুল, কত আকুল মুকুল খ'সে পড়ে॥

—"ক্ষণিকা"

হাতে-কলমে

বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউ-চাক্,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।
মধুকর কহে তা'রে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউ-চাক্ রচো দেখে যাই॥

—"কণিকা"

গৃহভেদ

আম্র কহে, একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই।
মানুষ লইয়া এলো আপনার রুচি,
মূল্যভেদ সুরু হ'ল, সাম্য গেল ঘুচি'॥

—"কণিকা"

গরজের আত্মীয়তা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে।
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে॥

—"কণিকা"

কুটুম্বিতা

কেরোসিন্-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন্ বলি' উঠে, এসো মোর দাদা॥

—"কণিকা"

উদার-চরিতানাম্

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তা'রে কাননে সবাই,
সূর্য্য উঠি' বলে তা'রে, ভালো আছ ভাই॥

—"কণিকা"

অসম্ভব ভালো

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি ক'রে থাকো আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্ম্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়॥

—"কণিকা"

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ
আমার গর্জ্জনে বলে মেঘের গর্জ্জন,
বিদ্যুতের জ্যোতি বলি' মোর জ্যোতি রটে,
মাথায় পড়িলে তবে বলে, বজ্র বটে॥

—"কণিকা"

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী॥

—"কণিকা"

উপকার-দম্ভ

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি' শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির ॥

—"কণিকা"

সন্দেহের কারণ

কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি ॥

—"কণিকা"

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে ॥

--"কণিকা"

নিজের ও সাধারণের

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে ॥

—"কণিকা"

মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে ॥

—"কণিকা"

নতি স্বীকার

তপন উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে ॥

—"কণিকা"

কর্ত্তব্য গ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য্য, কহে সন্ধ্যা রবি ।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি ।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি ॥

—"কণিকা"

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি

রাত্রে যদি সূর্য্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা ॥

—"কণিকা"

মোহ

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
'ওপারেতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস ।
নদীর ওপার বসি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে ॥

—"কণিকা"

ফুল ও ফল

ফুল কহে ফুকারিয়া ফল, ওরে ফল,
কত দূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয় কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি॥

—"কণিকা"

প্রশ্নের অতীত

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর।
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর॥

—"কণিকা"

মোহের আশঙ্কা

শিশু পুষ্প আঁখি মেলি' হেরিল এ ধরা
শ্যামল সুন্দর স্নিগ্ধ, গীতগন্ধ ভরা।
বিশ্ব জগতেরে ডাকি' কহিল, হে প্রিয়,
আমি যত কাল থাকি তুমিও থাকিয়ো॥

—"কণিকা"

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি'
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥

—"কণিকা"

এক পরিণাম

শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম, তারা।
তারা কহে, আমারো তো হ'ল কাজ সারা।
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি॥

—"কণিকা"

জনারণ্য

মধ্যাহ্নে নগর মাঝে পথ হ'তে পথে
কর্ম্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা প্রশাখায়, নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হ'য়ে, নাচে সে আছাড়ি'
পাষাণ ভিত্তির পরে। চৌদিক আকুলি'
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি॥

তখন সহসা হেরি' মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্যমাঝে অনন্ত নির্জ্জন
তোমার আসনখানি, কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে
যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি' একা॥

—"নৈবেদ্য"

স্তব্ধতা

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।

জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি'। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত॥

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্য্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,
তোমার আসন ঘেরি' অনন্ত কল্লোল॥

—"নৈবেদ্য"

সফলতা

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্ম্মহীন
আজ নষ্ট হ'ল বেলা, নষ্ট হ'ল দিন॥

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্য্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি' কোন অবসরে

বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে ॥

ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ। আমি নিদ্রাতুর
আলস্য-শয্যার পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম্ম রহিল পড়িয়া ॥

প্রভাতে জাগিয়া উঠি' মেলিনু নয়ন,
দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন ॥

—"নৈবেদ্য"

প্রাণ

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে,
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্ ॥

সেই যুগযুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন ॥

—"নৈবেদ্য"

দেহলীলা

দেহে আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার ॥

এ কী জ্যোতি, এ কী ব্যোম্-দীপ্ত দীপ-জ্বালা,
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা।
এ কী শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ ॥

তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ ॥

—"নৈবেদ্য"

মুক্তি

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ॥

অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে ॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে॥

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

—"নৈবেদ্য"

অজ্ঞাতে

তখন করিনি নাথ কোনো আয়োজন।
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্ব-রাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি' আমার অন্তরে
কত শুভদিনে, কত মুহূর্ত্তের পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ। লই তুলি'
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি,
দেখি তা'রা স্মৃতিমাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত না ধূলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে॥

হে নাথ, অবজ্ঞা করি' যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে।
খেলামাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি, আজ শুনি তাই বাজে
জগৎ-সঙ্গীত সাথে চন্দ্রসূর্য্যমাঝে॥

—"নৈবেদ্য"

অপরাহ্নে

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি'
তোমার প্রাঙ্গণতলে, ভরি' ল'য়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধবনপথ দিয়ে। আমি অন্য মনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণী-তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে॥

আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কা'রা চ'লে যায়।
আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল॥

হের তা'রা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি।
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি॥

—"নৈবেদ্য"

প্রতীক্ষা

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন॥

গণনা কেহ না করে, রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধ'রে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে। কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলি'। দেরি কারো নাহি সহে কভু॥

আগে তাই সকলের সব সেবা প্রভু,
শেষ ক'রে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য প'ড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল ॥

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়,
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময় ॥

—"নৈবেদ্য"

অপ্রমত্ত

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা
নাহি চাহি নাথ ॥

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি' মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন ॥

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত র'বে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর ॥

—"নৈবেদ্য"

দীক্ষা

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি'।
অঙ্গদ কুণ্ডলকণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক্ আজি কঠিন আদেশে॥

করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি' দাও সক্ষম স্বাধীন॥

—"নৈবেদ্য"

ত্রাণ

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে

সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্য্যাদাগর্ব্ব চিরপরিহার,
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে ॥

—"নৈবেদ্য"

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ ক'রেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য্য করি
সবিনয়ে, তব কার্য্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে ॥

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তা'রে তৃণ সম দহে ॥

—"নৈবেদ্য"

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,'
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ-চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

—"নৈবেদ্য"

নীড় ও আকাশ

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানাগন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।
সেথা ঊষা ডান হাতে ধরি' স্বর্ণ থালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্য্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে।
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে ল'য়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম সমুদ্র হ'তে ভরি' শান্তিবারি ॥

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস,
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী ॥

—"নৈবেদ্য"

জন্ম

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহা নিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্দ্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো ॥

তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হ'ল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম ॥

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মূরতি ॥

—"নৈবেদ্য'

মৃত্যু

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তা'র তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি'
জীবন আঁকড়ি' ধরি আপনার বলি'
দুই ভুজে ॥

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥

—"নৈবেদ্য"

নিবেদন

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন,
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য্য দেহ সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি'। বীর্য্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য্য দেহ
কর্ম্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি'। বীর্য্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দিতে রাখি'॥
বীর্য্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির॥

—"নৈবেদ্য"

প্রচ্ছন্ন

মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।
তুমি এসো এসো গভীর গোপনে,
এসো গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি',
এসো গো গোপনে।
মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে॥

রাজপথ দিয়ে আসিয়োনা তুমি, পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।
এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে, এসোনা পথের আলোকে
প্রখর আলোকে॥

—"উৎসর্গ"

ছল

তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা,
যে কথা তুমি বলিতে চাও সে কথা তুমি বল না॥

তোমারে পাছে সহজে ধরি, কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা,
যে পথে তুমি চলিতে চাও সে পথে তুমি চল না॥

সবার চেয়ে অধিক চাহ তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও,
হেলার ভরে খেলার মতো ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও।
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হ'ল তোমার তাহে হ'ল না॥

—"উৎসর্গ"

চেনা

আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি',
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি'।
আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,
মাণিকের হার পরি' এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে এসেছ হৃদয়-পুলিনে।
ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে ভুলিনে।
কর-পল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত
এমন অবোধ নহি গো।
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব সহি গো॥

আজ এই বেশে এসেছ আমায় ভুলাতে।
কভু কি আসনি দীপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে।
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা করুণ পেলব মূরতি।
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
পলক-বিহীন নয়নে মধুর মিনতি।
আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব সহি গো॥

—"উৎসর্গ"

মরীচিকা

পাগোল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না॥

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।
বাহু মেলি' তা'রে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই যাহা পাই তাহা চাই না॥

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগোলসম।
যারে বাঁধি ধ'রে তা'র মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই যাহা পাই তাহা চাই না॥

—"উৎসর্গ"

আমি চঞ্চল হে

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসী।
সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাশরি'॥

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি'।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি'॥

—"উৎসর্গ"

প্রসাদ

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা।
শিশির কহিল কাঁদিয়া "তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল॥"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,'
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি' ॥"

—"উৎসর্গ"

প্রবাসী

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তা'রে আমি ফিরি খুঁজিয়া ॥

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,
তা'রা নিশি দিশি জাগাইছে চিতে বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে ॥

তৃণে পুলকিত যে মাটীর ধরা লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, ক'ব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,

সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটী মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে॥

নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তা'রা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চিরদিবসের ভুলে যাওয়া বাণী কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে॥

এ সাত-মহলা ভবনে আমার, চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে।
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চির-জনমের ভিটাতে॥

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই, ধূলারেও মানি আপনা;
ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্ত-বিহীন আপনা॥

বিশাল বিশ্বে চারি দিক্ হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগত শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটী, তুই আমারে কি চাস্,
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস্,
নিঃশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস চির আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তা'রা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে॥

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব, এ কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে॥

ধূলা সাথে আমি ধূলা হ'য়ে র'ব সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল তাঁর পূজারতি বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাই হ'য়ে র'ব সে গৌরবের চরণে॥

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল, ধন্য আমার ধরণী,
ধন্য এ মাটী, ধন্য সুদূর তারকা হিরণ-বরণী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি ধন্য এ মোর ধরণী॥

—"উৎসর্গ"

আবর্ত্তন

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া॥

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

—"উৎসর্গ"

অতীত

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন চেয়ে ব'সে রও।
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তা'র কথা তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তা'র স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন, তুমি তা'রে কোথা লও।
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হ'য়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও॥

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি সব তুমি তুলে লও,
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হ'য়ে রও।
ভাষা দাও তা'রে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও॥

—"উৎসর্গ"

নব বেশ

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো সে কি তুমি, মোর সভাতে।
হাতে ছিল তব বাঁশি, অধরে অবাক্ হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল মদ-বিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে সেদিন নবীন প্রভাতে,
নব-যৌবন-সভাতে॥

সেদিন আমার যত কাজ ছিল সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন খেলা, কোথা কেটে গেল বেলা,
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার রক্ত কমল দুলালে।
পুলকিত মোর পরাণে তোমার বিলোল নয়ন বুলালে,
সব কাজ মোর ভুলালে॥

তা'র পরে হায় জানিনে কখন্ ঘুম এল মোর নয়নে।
উঠিনু যখন জেগে, ঢেকেছে গগন মেঘে,
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া দলিত পত্র-শয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে॥

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর, রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতলে শয়ান আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে, তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে॥

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপস মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজুট হ'তে সলিল পড়িছে ঝরিয়া
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মূরতি ধরিয়া॥

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত, এসো মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা, যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড বাজিছে লৌহ বলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়োনা, অতিথি, সব ধন মোর না লয়ে।
এসো এসো ভাঙা আলয়ে॥

—"উৎসর্গ"

মরণ-মিলন

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ।
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,

তুমি পাশে আসি' বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি' হৃদিতলে অবতরণ।
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে।
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণী-রণরণিতে।
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ।
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তা'র সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোন মঙ্গলাচরণ।
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি' বাঁধা হবে না।
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না।
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ।
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি' রহি' গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

শুনি' শ্মশানবাসীর কল কল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর,
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

তুমি চুরি করি' কেন এস চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
শুধু নীরবে কখন্ নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরণ।

তুমি উৎসব কর সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি' হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি' প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি' আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তা'র উদ্যত ফণা বিকাশে,

আমি ফিরিব না করি' মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

—"উৎসর্গ"

জন্ম ও মরণ

সে ত সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল ল'য়ে সাথে।
আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হ'তে টানি' লয় যত মোর গীতি।
এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজা-শেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে,
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে॥

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে। প্রেম-আকর্ষণে

যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি', অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগত তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাবে রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাবে এঁকে।
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে॥

—"উৎসর্গ"

অতিথি

প্রেম এসেছিলো, চ'লে গেল সে-যে খুলি' দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি' প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি' লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন্ গৃহহীন
গ্রহ তারকার পথে॥

ততকাল আমি একা বসি' র'ব খুলি' দ্বার,
কাজ করি' লব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।

পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হ'য়ে র'ব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি' লব ॥

যে-জন আজিকে ছেড়ে চ'লে গেল খুলি' দ্বার
সেই ব'লে গেল ডাকি',
মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই ব'লে গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি',
নব গৃহ-মাঝে বহি' এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি ॥

—"স্মরণ"

রমণী

যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
যে-ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্ব চরাচরে,
যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে-ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে-ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি' লভিছেন সুখ,

দুয়ের মিলনাঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি' মোর পাশে
চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য আভাসে ॥

—"স্মরণ"

উদ্বোধন

জাগোরে জাগোরে চিত্ত জাগোরে,
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।
কূল তা'র নাহি জানে, বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জ্জনগানে জাগোরে।
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে ॥

আজি এ ঊষার পুণ্য-লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক্ হতে দিগন্তের গগনে ॥

জানি না উদার শুভ্র-আকাশে
কী জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি' অতল উঠেছে জাগি'
বাহু তোলে কারে মাগি' আকাশে,
পাগোল কাহার দীপ্ত আভাসে ॥

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র-খেলাতে।

হেথায় জাগ্রত দিন বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকা-লীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে॥

দুলেরে দুলেরে অশ্রু দুলেরে,
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলেরে।
সম্মুখে অনন্ত লোক যেতে হবে যেথা হোক্,
অকূল আকুল শোক দুলেরে,
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ-কূলে রে॥

আঁকড়ি' থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।
অশান্ত পালের পরে বায়ু লাগে হাহা ক'রে,
দূরে তোর থাক্ প'ড়ে ধরণী,
আর না রাখিস্ রুদ্ধ তরণী॥

—"স্মরণ"

একাকী

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া র'ব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি' আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছো আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি' তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি' আমি
এখন হ'তে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী॥

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তি-দুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি',
আজিকে তা'রে সকল তা'র কর্ম্ম হ'তে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি'।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি' চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হ'তে আমার পূজা লহো গো আঁখি-সলিলে,
আমার স্তবগান ॥

—"স্মরণ"

প্রতিনিধি

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড়ো সুখে ভরা।
মিলি' নিখিলের স্রোতে জেনেছিলে খুসি হ'তে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা ॥

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে-হাসিটুক্, সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি' চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া ॥

তোমার সে-ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি',
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি'।
আজি আমি একা-একা দেখি দু-জনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি',
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি' ॥

এই-যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে,
তোমার আমার মন খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত-মধ্যাহ্নের মর্ম্মরিত বনে ॥

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো,
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন আমি বুঝি মনে অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হ'য়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো ॥

— "স্মরণ"

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে "এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তা'র বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়, প্রভাতে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গ'ড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি ॥

আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে,
পুরানো এই মোদের ঘরে গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল-যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে ॥

যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ॥

সব দেবতার আদরের ধন, নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি' ॥

নির্ণিমেষে তোমায় হেরে তোর রহস্য বুঝিনে রে,
সবার ছিলি আমার হ'লি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি' মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে ॥

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখ্‌তে-যে চাই,
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে,
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে বিশ্বের ধন রাখ্‌বো বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু-তুটির আড়ালে ॥

—"শিশু"

খেলা

তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া।
বিহান বেলা আঙিনা তলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ তুটি চলিতে ছুটি' পড়িছে ভাঙিয়া ॥

কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাচনী॥

ভিখারী ওরে, অমন ক'রে সরম ভুলিয়া
মাগিস্ কিবা মায়ের গ্রীবা আঁকড়ি' ঝুলিয়া।
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি গগন হ'তে উপাড়ি' আনি'
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি দিব কী তুলিয়া॥

নিখিল শোনে আকুল মনে নূপুর-বাজনা,
তপন শশী হেরিছে বসি' তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজনা॥

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি' নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের পরে কোমল করে পরশ-বুলানী।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি' জগৎ-মাতা র'য়েছে জাগি',
ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী,
ঘুমের বুড়ী আসিছে উড়ি' নয়ন-ঢুলানী॥

—"শিশু"

কেন মধুর

রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে, বাছা, কেন-যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং ওঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে ॥

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে ॥

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে ॥

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি

আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি',
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি ॥

—"শিশু"

বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছো পাল্কীতে মা, চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে,
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধূলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে ॥

সন্ধ্যে হ'লো সূর্য্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদীঘির মাঠে।
ধূধূ করে যে-দিক্ পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছো ভাব্‌ছো এলেম কোথা।
আমি বল্‌ছি ভয় কোরো না মাগো,
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা ॥

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরুবাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধ্যে হ'তেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো,
তুমি যেন ব'ল্‌লে আমায় ডেকে
"দীঘির ধারে ঐ-যে কিসের আলো॥"

এমন সময় "হারে রে রে রে রে,"
ঐ-যে কা'রা আস্‌তেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্কীতে এক কোণে
ঠাকুর দেব্‌তা স্মরণ কর্‌ছো মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কী ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বল্‌ছি ডেকে,
"আমি আছি ভয় কেন মা কর॥"

হাতে-লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, "দাঁড়া খবর্‌দার,
এক পা কাছে আসিস্‌ যদি আর
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার
টুক্‌রো ক'রে দেবো তোদের সেরে।"
শুনে তা'রা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "হারে রে রে রে রে॥"
তুমি বল্‌লে, "যাস্‌নে খোকা ওরে,"
আমি বলি, "দেখো না চুপ্‌ ক'রে।"

ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হ'লো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক-যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়্‌লো কাটা॥

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাব্‌ছো খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌ছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে' পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছো আমায় কোলে।
বল্‌ছো, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দ্দশাই হ'তো তা না হ'লে॥"

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা,
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হ'তো তবে,
শুন্‌তো যারা অবাক্ হ'তো সবে,
দাদা বল্‌তো, "কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
পাড়ার লোকে সবাই বল্‌তো শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে॥"

—"শিশু"

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হ'য়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মা গো, ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা, চিন্‌তে আমায় পারো।
তুমি ডাকো, "খোকা, কোথায় ওরে।"
আমি শুধু হাসি চুপ্‌টি ক'রে॥

তখন তুমি থাক্‌বে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখ্‌ব নয়ন মেলে।
স্নানটি ক'রে চাঁপার তলা দিয়ে
আস্‌বে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে,
এখান দিয়ে পূজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে,
তখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে॥

দুপুর বেলা মহাভারত হাতে
ব'স্‌বে তুমি সবার খাওয়া হ'লে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
প'ড়্‌বে এসে তোমার পিঠে কোলে।
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি'।
তখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে॥

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে,
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ ক'রে মা, প'ড়বো ভুঁয়ে ঝ'রে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বলো" তোমায় গিয়ে কব।
তুমি ব'ল্‌বে, "দুষ্টু, ছিলি কোথা।"
আমি ব'ল্‌বো "ব'ল্‌বো না সে-কথা॥"

—"শিশু"

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে ডাক্‌বি যখন খোকা ব'লে
ব'ল্‌বো আমি, নাই সে-খোকা নাই।
মা গো যাই॥

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে যাবো মা, তোর বুকে ব'য়ে
ধ'র্‌তে আমায় পারবিনে তো হাতে।
জলের মধ্যে হ'ব মা ঢেউ, জান্‌তে আমায় পার্‌বে না কেউ,
স্নানের বেলা খেল্‌ব তোমার সাথে॥

বাদ্‌লা যখন প'ড়্‌বে ঝ'রে রাতে শুয়ে ভাব্‌বি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে চমক্ মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি প'ড়্‌বে কি তোর মনে॥

খোকার লাগি' তুমি মা গো, অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে ব'ল্‌বো তোমায় "ঘুমো।"
তুই ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে পরে জ্যোৎস্না হ'য়ে ঢুক্‌বো ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো॥

স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে, দেখ্‌তে আমি আস্‌ব মাকে
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে হাত বুলিয়ে দেখ্‌বে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে॥

পূজোর সময় যত ছেলে আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
ব'ল্‌বে, খোকা নেই-যে ঘরের মাঝে।
আমি তখন বাঁশির সুরে আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফির্‌বো সকল কাজে॥

পূজোর কাপড় হাতে ক'রে মাসী যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে।"
বলিস্‌, খোকা সে কি হারায়, আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে॥

—"শিশু"

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তা'র দখলে,
সবাই তারি পূজো জোগায় লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায় কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ।
ভোরের বেলা আঁধার থাকে, ঘুম যে কোথা ছোটে ওর,
বিছানাতে হুলুস্থুলু কলরবের চোটে ওর।

খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি ক'রে পালাতে যায় মায়ের কোলে না গিয়ে।
হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়, আমি তখন নাচারী,
কাঁধের পরে তুলে তা'রে ক'রে বেড়াই পা'চারী।
মনের মতো বাহন পেয়ে ভারি মনের খুসিতে
মারে আমায় মোটা মোটা নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হ'য়ে বলি, "একটু রোসো রোসো মা,"
মুঠো ক'রে ধর্‌তে আসে আমার চোখের চষমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায় করে কতই কলহ,
তুমুল কাণ্ড, তোমরা তা'রে শিষ্ট আচার বলহ।
তবু তো তা'র সঙ্গে আমার বিবাদ করা সাজে না,
সে নৈলে-যে তেমন ক'রে ঘরের বাঁশি বাজে না।
সে না হ'লে সকাল বেলায় এত কুসুম ফুট্‌বে কি,
সে না হ'লে সন্ধ্যেবেলায় সন্ধ্যেতারা উঠ্‌বে কি।
একটি দণ্ড ঘরে আমার না যদি রয় দুরন্ত,
কোনোমতে হয় না তবে বুকের শূন্য-পূরণ তো।
দুষ্টুমি তা'র দখিন হাওয়া সুখের তুফান-জাগানে,
দোলা দিয়ে যায়গো আমার হৃদয়ে ফুলবাগানে॥

নাম যদি তা'র জিগেস্ করো সেই আছে এক ভাবনা,
কোন্ নামে যে দিই পরিচয় সে তো ভেবেই পাবো না।
নামের খবর কে রাখে ওর ডাকি ওরে যা' খুসি,
দুষ্টু বলো দস্যি বলো পোড়ারমুখি রাক্ষুসী।
বাপমায়ে যে-নাম দিয়েছে বাপমায়েরি থাক্ সে নয়।
ছিষ্টি খুঁজে' মিষ্টি নামটি তুলে' রাখুন বাক্সে নয়॥

একজনেতে নাম রাখ্‌বে কখন্ অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে-নাম নেবে ভারি বিষম শাসন এ।

নিজের মনের মতো সবাই করুন্ কেন নামকরণ,
বাবা ডাকুন্ চন্দ্রকুমার, খুড়ো ডাকুন্ রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তা'র কি সাজে সংস্কৃত নামটা ঐ,
এতে কারো দাম বাড়ে না অভিধানের দামটা বই।
আমি বাপু ডেকেই বসি যেটাই মুখে আসুক না,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে আর সকলে হাসুক না।
একটি ছোটো মানুষ, তাহার একশো রকম রঙ্গ তো।
এমন লোককে একটি নামেই ডাকা কি হয় সঙ্গত॥

—"শিশু"

উপহার

স্নেহ উপহার এনে দিতে চাই, কী-যে দিব তাই ভাবনা,
যত দিতে সাধ করি মনে মনে খুঁজে-পেতে সে তো পাব না।
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে সবাই করেছে একতা,
বাকি-যে এখন আছে কত ধন না তোলাই ভালো সে-কথা।
সোনা রুপো আর হীরে জহরৎ পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী-যে যত সন্ধান পেয়ে নে' গেছে যে যার বাটীতে।
টাকাকড়ি মেলা আছে টাঁকশালে, নিতে গেলে পড়ি বিপদে,
বসন ভূষণ আছে সিন্ধুকে, পাহারাও আছে ফি পদে॥

এ যে-সংসারে আছি মোরা সবে এ বড়ো বিষম দেশ রে,
ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে দূরে চ'লে গিয়ে ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন যে যাহারে পারে দেয়-যে,
তাও কত থাকে কত ভেঙে যায় কত মিছে হয় ব্যয়-যে।
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেতো, চোখে যদি দেখা যেতো রে
কতগুলো তবে জিনিষ পত্র বল্ দেখি দিত কে তোরে।
তাই ভাবি মনে কী ধন আমার দিয়ে যাব তোরে নুকিয়ে,
খুসি র'বি তুই খুসি হ'ব আমি, বাস্ সব যাবে চুকিয়ে॥

কিছু দিয়ে-থুয়ে চিরদিন তরে কিনে রেখে দেব মন তোর
এমন আমার মন্ত্রণা নেই, জানিনেও হেন মন্তর।
নবীন জীবন, বহুদূর পথ প'ড়ে আছে তোর সুমুখে,
স্নেহরস মোরা যেটুকু-যা দিই পিয়ে নিস্ এক চুমুকে॥

সাথীদলে জুটে চ'লে যাস্ ছুটে, নব আশে নব পিয়াসে,
যদি ভুলে যাস্ সময় না পাস্, কী যায় তাহাতে কী আসে।
মনে রাখিবার চির অবকাশ থাকে আমাদেরি বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল অন্তরে জেগে রয় সে॥

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে যায় চ'লে দেশ বিদেশে।
যার কোল হ'তে ঝরণার স্রোতে এসেছে আদরে গলিয়া,
তা'রে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে অজানা সাগরে চলিয়া।

অচল শিখর ছোটো নদীটিরে চিরদিন রাখে স্মরণে,
যত দূরে যায় স্নেহধারা তা'র সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক নাই থাক মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া আমার আশীষ-ঝরণা॥

—"শিশু"

শুভক্ষণ

ওগো মা,

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ ল'য়ে রহিব বল কী মতে।
ব'লে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে ল'ব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস॥

মাগো, কী হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে মুখপানে কেন চাস্।
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ যাবে সে সুদূর পুরে,
শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হ'তে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি' না করিয়া বেশ রহিব বলো কী মতে॥

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি' মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি' নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি' মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধূলার পরে॥

মাগো, কী হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে চাহিস্ কিসের তরে।
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে প'ড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি' মোর ঘরের সমুখপথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কী মতে॥

—"খেয়া"

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হ'ল সাঙ্গ হ'ল কাজ,
আমরা মনে ভেবেছিলেম আসবে না কেউ আজ

মোদের গ্রামে দুয়ার যত রুদ্ধ হ'ল রাতের মতো,
দুয়েক জনে বলেছিল "আস্‌বে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম "আস্‌বে না কেউ আজ॥"

দ্বারে যেন আঘাত হ'ল শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম বাতাস বুঝি হবে।
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিল "দূত এল বা তবে।"
আমরা হেসে বলেছিলেম "বাতাস বুঝি হবে॥"

নিশীথ রাতে শোনা গেল কিসের যেন ধ্বনি,
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি' কাঁপ্‌ল ধরা থরথরি',
দুয়েক জনে বলেছিল "চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা "মেঘের গরজনি॥"

তখনো রাত আঁধার আছে, উঠ্‌ল বেজে ভেরী,
কে ফুকারে, "জাগো সবাই, আর কোরো না দেরি।"
বক্ষপরে দু'হাত চেপে আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে, "রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি "আর তবে নয় দেরি॥"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য, কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দুয়েক জনে কহে কানে, "বৃথা এ ক্রন্দন,
রিক্তকরে শূন্য ঘরে করো অভ্যর্থন॥"

'ওরে দুয়ার খুলে দেরে, বাজা শঙ্খ বাজা,
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।

বজ্র ডাকে শূন্যতলে, বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো দুঃখরাতের রাজা॥

—"খেয়া"

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব, চাই নি সাহস ক'রে,
সন্ধ্যেবেলায় যে মালাটি গলায় ছিলে প'রে,
আমি চাই নি সাহস ক'রে।
ভেবেছিলাম সকাল হ'লে যখন পারে যাবে চ'লে
ছিন্নমালা শয্যাতলে রইবে বুঝি প'ড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো এসেছিলাম ভোরে,
তবু চাই নি সাহস ক'রে॥

এ তো মালা নয়গো, এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে' ওঠে আগুন যেন, বজ্র-হেন ভারি,
এ যে তোমার তরবারি।
অরুণ আলো জান্‌লা বেয়ে প'ড়্‌ল তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে "কী পেলি তুই নারী।"
এ নয় মালা, এ নয় থালা, গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি॥

তাই তো আমি ভাবি ব'সে এ কী তোমার দান,
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি নাই যে হেন স্থান।
ওগো এ কী তোমার দান।
শক্তিহীনা মরি লাজে, এ ভূষণ কি আমায় সাজে,
রাখ্‌তে গেলে বুকের মাঝে ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে এই বেদনার মান,
নিয়ে তোমারি এই দান॥

আজ্‌কে হ'তে জগৎমাঝে ছাড়্‌ব আমি ভয়,
আজ হ'তে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়,
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর ক'রে রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তা'রে বরণ ক'রে রাখ্‌ব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার কর্‌বে বাঁধনক্ষয়।
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়॥

তোমার লাগি' অঙ্গ ভরি' কর্‌ব না আর সাজ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয়রাজ।
আমি কর্‌ব না আর সাজ।
ধূলায় ব'সে তোমার তরে কাঁদ্‌ব না আর একলা ঘরে
তোমার লাগি' ঘরে-পরে মান্‌ব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায় সাজিয়ে দিল আজ,
আমি কর্‌ব না আর সাজ॥

—"খেয়া"

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তা'র খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু॥
জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তা'র হ'লে একাকার মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধূলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,

ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘরকরণের কাজ।
জানে না করিতে সাজ ॥

কহে এরে গুরুজনে
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা," ভীত হ'য়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি' কভু মনে পড়ে তা'র, "পালিব পরাণপণে
যাহা কহে গুরুজনে ॥"

বাসকশয়ন পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভখন বৃথা চলি' যায়,
যে হার তাহারে পরালে, সে হার কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন পরে ॥

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
দশদিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে ধরাতলে অম্বরে,
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা প'ড়ে থাকে তা'র,
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া, হিয়া কাঁপে থরথরে,
দুঃখদিনের ঝড়ে ॥

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস,
এই দেখিতেই বুঝি ভালোবাস,
খেলাঘরদ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে কী যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয় ॥

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি' মানিবে তখন ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে॥

ওগো বর ওগো বঁধু
জান জান তুমি, ধূলায় বসিয়া এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দনবন-মধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

—"খেয়া"

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি এসে সুধাই তা'রে ডেকে
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে॥

ভরা সাঁজে আঁধার হ'য়ে এলে
আমি এসে সুধাই ডেকে তা'রে
"তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে
সে কহিল "আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।"
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে॥

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
সুধাই আমি তাহার কাছে গিয়ে
"ওগো তুমি চ'লেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখ্‌লে চেয়ে তবে,
সে কহিল, "এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।"
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তা'র জ্বলে অকারণে॥

—"খেয়া"

কৃপণ

ভিক্ষা ক'রে ফির্‌তেছিলেম গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব্ব এক স্বপ্নসম লাগ্‌তেছিল চক্ষে মম
কী বিচিত্র শোভা তোমার কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাব্‌তেছিলেম এ কোন্ মহারাজ॥

শুভক্ষণে রাত পোহাল ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হ'তে নাহি হ'তে কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধন ধান্য ছড়াবে দুইধারে
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে॥

সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে নাম্‌লে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি' তুমি অকস্মাৎ
''আমায় কিছু দাওগো'' ব'লে বাড়িয়ে দিলে হাত॥

এ কী কথা রাজাধিরাজ, "আমায় দাওগো কিছু।"
শুনে ক্ষণকালের তরে রৈনু মাথা-নীচু।
তোমার কিবা অভাব আছে, ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে,
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হ'তে দিলেম তুলে একটি ছোটো কণা॥

পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি—এ কী
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো সোনার কণা দেখি।

দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভ'রে
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য ক'রে॥

—"খেয়া"

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাইনি কিছু, জানাইনি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় দিলে নীরব রহিলাম।
একলা ছিলাম কুয়ার ধারে নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন পাড়ায় গেছে চ'লে।
আমায় তা'রা ডেকে গেল "আয়গো বেলা যায়।"
কোন্ আলসে রইনু বসে' কিসের ভাবনায়॥

পদধ্বনি শুনি নাইকো কখন্ তুমি এলে,
কইলে কথা ক্লান্ত কণ্ঠে, করুণ চক্ষু মেলে।
"তৃষাকাতর পান্থ আমি" শুনে চম্‌কে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে তোমার করপুটে।
মর্ম্মরিয়া কাঁপে পাতা, কোকিল কোথা ডাকে,
বাব্‌লা ফুলের গন্ধ ওঠে পল্লীপথের বাঁকে॥

যখন তুমি শুধালে নাম পেলেম বড়ো লাজ,
তোমার মনে থাকার মতো ক'রেছি কোন্ কাজ।
তোমায় দিতে পেরেছিলেম একটু তৃষার জল
এই কথাটি আমার মনে রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুর বেলা তেম্‌নি ডাকে পাখী,
তেম্‌নি কাঁপে নিমের পাতা, আমি ব'সেই থাকি॥

— "খেয়া"

দিন শেষ

ভাঙা অতিথ্‌শালা।
ফাটা ভিতে অশথ-বটে মেলেছে ডাল পালা।
প্রখর রোদে তপ্ত পথে কেটেছে দিন কোনোমতে,
মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায় মিল্‌বে হেথা ঠাঁই,
মাঠের পরে আঁধার নামে, হাটের লোকে ফির্‌ল গ্রামে,
হেথায় এসে চেয়ে দেখি নাই যে কেহ নাই॥

কতকালে কত লোকে কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধূলা এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্না রাতে স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
ক'য়েছিল সবাই মিলে নানাদেশের কথা।
প্রভাত হ'লে পাখীর গানে জেগেছিল নূতন প্রাণে,
দুলেছিল ফুলের ভারে পথের তরুলতা॥

আমি যেদিন এলেম, সেদিন দীপ জ্বলেনা ঘরে,
বহুদিনের শিখার কালী আঁকা ভিতের পরে।
শুষ্কজলা দীঘির পাড়ে জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমরা দিনের যাত্রাশেষে কার অতিথি হলেম এসে,
হায়রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি, হায়রে ক্লান্ত কায়া॥

—"খেয়া"

দীঘি

জুড়ালরে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাট্‌ল সারা দিন।
সাম্‌নে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্ম্মহীন।

তারি মাঝে দীঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
একটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য্য হাবুডুবু,
ঘরে কি মন রয়॥

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হ'য়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হ'তে
সকল ছায়া আসি'
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ঐ পারে
জলের কিনারায়,
পথে চল্‌তে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়॥

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি ক'রে,
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভ'রে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চ'লে গেলেম, চ'লে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে॥

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ঙ্কর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হ'য়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধূলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,

হঠাৎ থেমে তোমার পরে নত হ'য়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ ॥
তীরের কর্ম্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে।
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছল্‌ছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে।
ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হ'তে
কাড়িল মোর মন ॥
শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলীতে
ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক।
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মরিয়া বাতাস গেল ম'রে
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মতো
দীঘির কালো জলে ॥
সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠ্‌ল গাছের আড়ে,
বাজ্‌ল দূরে শাঁখ।
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে নাইকো কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে।
দিন ফুরালো রাত্রি এল, কাট্‌ল সাঁঝের বেলা
দীঘির কালো নীরে ॥

—"খেয়া"

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি,
তোমার এবার সময় কখন্ হবে।
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি,
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে।
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান্ হাটে হাটে॥

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি',
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার কর-পদ্মদলের লাগি'।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল ক'রে
অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধ'রে
তোমার এবার সময় কখন্ হবে॥

আজিকে চাঁদ উঠ্‌বে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে।
দখিন হাওয়া উঠ্‌বে হঠাৎ বেগে
আস্‌বে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে,
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের পরে মর্‌বে মাথা কুটে॥

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
থমথমিয়ে আসবে যখন জল,

বাতাস যখন পড়্‌বে ঢুলে ঢুলে,
চন্দ্র যখন নাম্‌বে অস্তাচল,
শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
ব'সে আছি শয়ন পাতি' ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে॥

—"খেয়া"

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে,
যারা ধূলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তা'রা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি' কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি,
ওগো যে আসে সেই একটি দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি॥

ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
চোখে লাগ্‌চে ঘুমঘোর,
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর।
আমি ব'সে আছি বসনখানি টেনে মুখের পরে
যেন ভিখারিণীর মতো
কেহ শুধায় যদি "কী চাও তুমি" থাকি নিরুত্তরে
করি' দুটি নয়ন নত॥

আজি কোন্ লাজে বা বল্‌ব আমি তোমায় শুধু চাহি,
আমি বল্‌ব কেমন ক'রে,
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনীদিন বাহি,
তুমি আস্‌বে আমার তরে।
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্য্যে তব
তা'রে দিব বিসর্জ্জন,
ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে ক'ব
তাহা রৈল সঙ্গোপন॥

আমি সুদূরপানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে,
তুমি হঠাৎ কখন আস্‌বে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বেলে।
তোমার রথের পরে সোনার ধ্বজা ঝল্‌বে ঝলমল
সাথে বাজ্‌বে বাঁশির তান,
তোমার প্রতাপভরে বসুন্ধরা কর্‌বে টলমল
আমার উঠ্‌বে নেচে প্রাণ॥

তখন পথের লোকে অবাক্ হ'য়ে সবাই চেয়ে র'বে,
তুমি নেমে আস্‌বে পথে।
হেসে দু'হাত ধ'রে ধূলা হ'তে আমায় তুলে ল'বে
তুমি ল'বে তোমার রথে।
আমার ভূষণবিহীন মলিনবেশে ভিখারিণীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বামপাশে,
তখন লতার মতো কাঁপ্‌ব আমি গর্ব্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে॥

ওগো সময় ব'য়ে যাচ্চে চ'লে রয়েচি কান পেতে
কোথা কইগো চাকার ধ্বনি।

তোমার এ পথ দিয়ে কত না লোক গর্ব্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হ'য়ে র'বে ছায়ার তলে
তুমি র'বে সবার শেষে,
হেথায় ভিখারিণীর লজ্জা কিগো ঝর্‌বে নয়নজলে
তা'রে রাখ্‌বে মলিন বেশে॥

—"খেয়া"

আত্মত্রাণ

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি' নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

১৩১৩। —"গীতাঞ্জলি"

আষাঢ় সন্ধ্যা

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেলরে দিন ব'য়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টি ধারা ঝ'র্‌ছে র'য়ে র য়ে।
এক্‌লা ব'সে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় ক'য়ে॥

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন ভুলে আজ সকল ভুলি' আছি আকুল হ'য়ে॥

আষাঢ়, ১৩১৬। —"গীতাঞ্জলি"

বেলা শেষে

আর নাইরে বেলা নাম্‌ল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্‌রে ঘাটে, কলসখানি ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে॥

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফির্‌ব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে॥

১৩ই ভাদ্র, ১৩১৬। —"গীতাঞ্জলি"

অরূপ রতন

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি',
ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌ব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার   ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার ত'লিয়ে গিয়ে 'অমর হ'য়ে র'ব মরি' ॥

যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে   শেষ গানে তা'র কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি' ॥

১২ই পৌষ, ১৩১৬। —"গীতাঞ্জলি"

স্বপ্নে

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরণ পারিজাত ল'য়ে হাতে।

নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি' গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে ॥

স্বপন আমার ভ'রেছিল কোন্ গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধূলায় লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে ॥

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি-উঠি,
'আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,'
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চ'লে।
দেখা বুঝি আর হ'ল না তোমার সাথে ॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

সহযাত্রী

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জান্‌বে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুন্‌বে নীরব হেসে॥

আজো সময় হয়নি কি তা'র, কাজ কি আছে বাকি,
ওগো ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোর পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখী
আপন কুলায়মাঝে সবাই এলো ফিরে।
কখন্ তুমি আস্‌বে ঘাটের পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে,
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে॥

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

বর্ষার রূপ

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে,
চলেছে গরজি', চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে॥

পুঞ্জে পুঞ্জে দূবে সুদূরের পানে
দলে দলে চলে কেন চলে নাহি জানে
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তা'র ঘন ঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে ॥

ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কী করিছে কানাকানি
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন্ আসন্ন কাজে ॥

১২ই আষাঢ়, ১৩১৭। —'গীতাঞ্জলি'

প্রতিসৃষ্টি

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি',
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ॥

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।

তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলেছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥

১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

ভারত তীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে ॥

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তা'র বিচিত্র সুর।

হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো, ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা-বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে আনত শিরে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক,
যত লাজ ভয় করো করো জয় অপমান দূরে যাক্।
দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ,
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে।
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে॥

১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

দীনের সঙ্গী

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি',
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে॥

অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে,
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হ'য়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে॥

৯শে আষাঢ়। ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

অপমানিত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে ধূলায় সে যায় ব'য়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি' আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

২০শে আষাঢ়, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

ধূলা-মন্দির

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ প'ড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে॥

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
ক'র্ছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাট্‌ছে যেথায় পথ,
খাট্‌ছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয়রে ধূলার পরে॥

মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক্ বস্ত্র লাগুক্ ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক্ ঝ'রে॥

২৭শে আষাঢ়, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

সীমায় প্রকাশ

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর॥

তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর॥

২৭শে আষাঢ়, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

অসমাপ্ত

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা॥

জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তা'রা,
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা॥

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

শেষ নমস্কার

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক্ তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্ তব ভবন-দ্বারে॥

নানা সুরের আকুলধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক্ নীরব পারাবারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী, তেম্নি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক্ মহামরণ-পারে॥

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৭। —"গীতাঞ্জলি"

যাবার দিন

যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তা'র নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দু'টি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

১৩১৮। —"গীতাঞ্জলি"

পথ-চাওয়া

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ,
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ॥

সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে র'ব একা
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি' রহি' ভেসে আসে সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ॥

১৭ই চৈত্র। —"গীতিমালা"

সার্থক বেদনা

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে।
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
আস্‌বে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল ক'রে সুগন্ধ ধন লুট্‌বে॥

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন,
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তা'রে ক'র্‌বে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তা'র লুট্‌বে॥

১৫ই অগ্রহায়ণ। —"গীতিমালা"

নিবেদন

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা॥

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজ্‌বে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা॥

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েচি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তা'রা আমার হবে॥

৭ই বৈশাখ, ১৩২১। —"গীতিমাল্য"

সুন্দর

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর
সুন্দর হে, সুন্দর॥

আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো ফুটি'
হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রৈল প্রাণে সঞ্চিত।

তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি' লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর, জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

৩১শে বৈশাখ। —"গীতিমাল্য"

আলোক-ধেনু

এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্য্যতারা দলে দলে,
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু্ চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুল্‌চে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেচে ফুলে ফলে ॥

সকালবেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হ'লে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে ॥

১০ ই জ্যৈষ্ঠ। —"গীতিমাল্য"

ভাসান

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায় যে বেলা মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে বসন্ত যে গেলো স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি ॥

জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্ম্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস, সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে উঠে শিহরি' ॥

২৬শে চৈত্র, ১৩১৮। —"গীতিমাল্য"

নিঃসংশয়

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভ'রে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি॥

সকাল সাঁঝে সুর যে বাজে ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে।
শুন্‌বো কী আর বুঝ্‌বো কিবা, এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কি আর তোমায় খুঁজি॥

২রা চৈত্র, ১৩২০। —"গীতিমাল্য"

চরম মূল্য

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে।"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমন ক'রে হায় আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হ'লো দায়।
কেউবা আসে, কেউবা হাসে, কেউবা কেঁদে চায়॥

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট-মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা এল রথে।
ব'ল্‌লে হাতে ধ'রে "তোমায়
কিন্‌ব আমি জোরে",
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি ক'রে।
মুকুট-মাথে ফির্‌ল রাজা সোনার রথে চ'ড়ে॥

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফির্‌তেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।

ক'র্‌লে বিবেচনা, ব'ল্‌লে
"কিন্‌বে দিয়ে সোনা",
উজাড় ক'রে দিয়ে থলি ক'র্‌লে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা॥

সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
ব'ল্‌লে, কাছে এসে, তোমায়
কিন্‌ব আমি হেসে"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে।
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে॥

সাগরতীরে রোদ পড়েচে, ঢেউ দিয়েচে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে ব'ল্‌লে
"অম্‌নি নেবো কিনে"
বোঝা আমার খালাস হ'ল তখনি সেই দিনে।
খেলার সুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে॥

জুলাই, ১৯১২। —"গীতিমাল্য"

গানের টান

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাইনে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে, পথ কি আমার পড়ে চোখে।
চলি যে কোন্ দিকের পানে,
গানে গানে॥

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিইনে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা, আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে॥

২৭শে চৈত্র, ১৩২০। —"গীতিমাল্য"

দিনান্ত

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু, নদীর কূলে চর্‌বে ধেনু,
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু, পাখীরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে॥

তোমার কাছে আমার এ মিনতি,
যাবার আগে জানি যেন আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী॥
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি॥

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থাম্‌তে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভর্‌তে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা॥

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। —"গীতিমাল্য"

দেহ

তা'র অন্ত নাই গো, যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তা'র অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তা'রে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তা'র স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তা'য় অকারণের হর্ষ।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় ক'রেছে তা'য় ধন্য,
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাল্‌লো॥

৫ই বৈশাখ, ১৩২১। —"গীতিমাল্য"

সুরের আগুন

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে॥
আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগোল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে॥

২৪শে চৈত্র। —"গীতিমাল্য"

অতিথি

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন ক'রো গন্ধবারি মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তা'র ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥

তোমার সকল ধন যে ধন্য হ'ল হ'ল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হ'ল সকল গগন, চিত্ত হ'ল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে এল এল এল গো।
তোমার পরাণ-প্রদীপ তুলে ধ'রে ঐ আলোতে জ্বেলো গো॥

৩রা বৈশাখ, ১৩২১। —"গীতিমাল্য"

গানের পারে

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।
বাতাস বহে মরি' মরি', আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হ'য়ে মোর হৃদয়-মাঝারে॥

তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি',
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে॥

২৮শে ফাল্গুন, ১৩২০। —"গীতিমাল্য"

সুর

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে,
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে,
সেই সুরে মোরে বাজাও॥

সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও॥

১৪ই সেপ্টেম্বর। —"গীতিমাল্য"

ব্যর্থ

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে॥

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে

তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন

আমার হৃদয় পাগোল হেন

তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার কূল সে নাহি জানে॥

২৮শে আশ্বিন। ১৩২০। —"গীতিমাল্য"

উপহার

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান,
পথে চলি', শুধায় পথিক, "কী নিলি তোর দান॥"
দেখাব যে সবার কাছে এমন আমার কী বা আছে,
সঙ্গে আমার আছে শুধু এই ক'খানি গান॥

ঘরে আমায় রাখ্‌তে যে হয় বহুলোকের মন,
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি অনেক আয়োজন।
বঁধু কাছে আসার বেলায়, গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে কর্‌বো মূল্যবান্॥

১৫ই ফাল্গুন, ১৩২০। —"গীতি-মাল্য"

খড়্গ

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।

জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা,
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত॥

২৫শে জুন, ১৯১২। "গীতিমালা"

পরশমণি

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো,
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক্ তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচ্‌বে কালো,
যেখানে প'ড়বে সেথায় দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর উঠ্‌বে জ্ব'লে ঊর্দ্ধ-পানে॥

১১ই ভাদ্র, ১৩২১। —"গীতালি"

পুনরাবর্ত্তন

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।

'আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধূলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ন-নীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে॥

২৩শে আশ্বিন, ১৩২১। "গীতালি"

পথিক

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।
দিন সে কাটায় গণি' গণি'
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।
কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্ত আশা ঘুমায় তাহার ধূলার আঁচল পাতি'॥
বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে,
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি'॥

২১শে আশ্বিন, ১৩২১। —"গীতালি"

অঞ্জলি

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন-চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে।
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ'লে
দেবতার পদ-চিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম।
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম॥

৩রা কার্ত্তিক, ১৩২১। —"গীতালি"

শরণ্ময়ী

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হ'য়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥
আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু প'ড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তা'র চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে॥

১১ই ভাদ্র, ১৩২১। —"গীতালি"

সুপ্রভাত

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা সফল হ'ল কার।
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশীষ বহি' হ'ল আঁধার পার॥

বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হ'ল তাদের মালা গাঁথা।
বহু যুগের উপহারে বরণ করি' নিল কারে,
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘোচায় অন্ধকার॥

২৪শে আশ্বিন, ১৩২১। —"গীতালি"

ক্লান্তি

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরথর কাঁপে আজি এমনতর
এই বেদনা ক্ষমা করো ক্ষমা করো প্রভু॥

এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্র-জ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো ক্ষমা করো প্রভু॥

১৬ই আশ্বিন, ১৩২১। —"গীতালি"

মোহন মৃত্যু

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে নাচে গো ঐ চরণ-মূলে।

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।
কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে ॥

১১ই ভাদ্র, ১৩২১। —"গীতালি"

সাথী

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহ নমস্কার।
ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহ নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার ॥

২৫শে আশ্বিন, ১৩২১। —"গীতালি"

পথের গান

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া ॥
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,

তুফান তা'রে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগ্‌ল তোমার হাওয়া ॥

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে
তা'র চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া ॥

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না প'ড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি' মন তারি উদাসে,
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া ॥

২৫শে আশ্বিন, ১৩২১। —"গীতালি"

জ্যোতি

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয় ॥

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয় ॥

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দ্দয়,
তোমারি হউক্ জয়।
এসো নির্ম্মল, এসো এসো নির্ভয়
তোমারি হউক্ জয়।

প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয় ॥

৩০শে আশ্বিন, ১৩২১। —"গীতালি"

কলিকা

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থ-পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে ॥
সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে ॥
জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,
অঙ্গুলি তুলি' তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা ॥

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি'।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হ'য়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে॥

২রা কার্ত্তিক, ১৩২১। —"গীতালি"

জয়

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়॥

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈৰ্য্য তোমার রাজ-পথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয় ॥

২২শে ভাদ্র, ১৩২১। —"গীতালি"

শারদা

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি' ॥

মাণিক-গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়্না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি' ॥

১৯ ভাদ্র, ১৩২১ —"গীতালি"

সবুজের অভিযান

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা
রক্ত-আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,

সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা॥

খাঁচাখানা দুল্‌চে মৃদু-হাওয়ায়,
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা
চক্ষু কর্ণ দুটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা॥

বাহির পানে তাকায় না তো কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার জলে উঠ্‌চে প্রবল ঢেউ।
চ'ল্‌তে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত আয়রে আমার কাঁচা॥

তোরে হেথায় ক'রবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠ্‌বে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আস্‌বে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগ্‌বে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা॥

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা॥

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্‌ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা॥

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্‌ ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্‌ আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা॥

১৫ই বৈশাখ, ১৩২১। —"বলাকা"

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে, কেমন ক'রে সইবো।
বাতাস আলো গেল ম'রে এ কী রে দুর্দ্দৈব।
লড়্বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্ না গেয়ে,
চল্বি যারা চল্‌রে ধেয়ে, আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় প'ড়ে রইল চেয়ে ঐ যে অভয় শঙ্খ॥

চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হ'ব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত তোমার মহাশঙ্খ॥

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা,
গাঁথ্‌ব রক্ত-জবার মালা, হায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাক্‌লো বুঝি নীরব তব শঙ্খ॥

যৌবনেরি পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক্ ধ্বনি' দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুল্‌ব ধ'রে তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা-সম বাণ বাজিবে বক্ষে।

কেউ বা ছুটে আস্‌বে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপ্‌বে ত্রাসে সুপ্তির পর্য্যঙ্ক।
বাজ্‌বে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ-সজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক্ নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব,
বক্ষে আমার দুঃখে বাজে তোমার জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, ল'ব অভয় তব শঙ্খ॥

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। —"বলাকা"

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা ক'রে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি॥

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হ'য়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন,
কেন রাত্রিদিন

সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি'
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তা'র পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়।
এই ধূলি এও সত্য হায়।
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি।
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি॥

একদিন এই পথে চ'লেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে,
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল,
সে যে আজ হ'ল কত কাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে

রূপের তুলিকা ধরি' রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী॥

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।
তা'র পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চ'লেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে,
পথের দু'ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে,
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী॥

অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হ'তে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হ'তে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি॥

কী প্রলাপে কহে কবি,
তুমি ছবি।
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তা'র সোনার লিখন।
তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীয়ায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে,
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল,
ভুলিনে কি তারা,
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি' দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা,
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তা'র অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তা'র পরে হারায়েছি রাতে।
তা'র পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি ॥

৩রা কার্ত্তিক, ১৩২১। —"বলাকা"

শা-জাহান

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রা-তলে হয় হোক্ লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্যউচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক্ আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্

একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ॥

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে।
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই,
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।
হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।

কণ্ঠে তা'র কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
র'য়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহ-হীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,

ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া॥"

চ'লে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ,
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণ-ভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ু-ভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান।
তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি' জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া॥"

মিথ্যা কথা, কে বলে যে ভোলো নাই।
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার।
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজো কি হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া,
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া,
আজ কি সে হয়নি বাহির।
সমাধি-মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে।
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে॥

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব প'ড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধ'রেছে তব পায়ে,
দিয়েছো তা' ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।
তুমি চ'লে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে,
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

তাই
স্মৃতি-ভারে আমি প'ড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই ॥

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২১। —"বলাকা"

চঞ্চলা

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে।
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্বুদের মতো।
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্ব্বনাশা প্রেমে তা'র নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে

ঘন ঘন লাগে দোলা, ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি।
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল,
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল,
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে,
বারম্বার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হ'তে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু কর না সঞ্চয়,
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি',

তখনি চম্‌কি'
উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে,
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে,
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়েব অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্ম-মূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দবী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।
ওরে কবি, তোরে আজ ক'রেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রণরণি'।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা,
মনে আজি পড়ে সেই কথা,
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে

প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হ'তে গানে।
ওরে দেখ্ সেই স্রোত হ'য়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে॥

৩রা পৌষ, ১৩২১। —"বলাকা"

দান

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান।
সে কি প্রভাতের গান।
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে,
অবসন্ন গান
হয় অবসান॥

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।

কী তোমারে দিব আনি',
সে কি সন্ধ্যাদীপখানি।
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়।
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়॥

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার
তা'র ভার
কেনই বা স'বে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তা'রা, ম্লান ছিন্ন হবে।
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি'
তা'রে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি',
ধূলিতে খসিয়া শেষে হ'য়ে যাবে ধূলি॥

তা'র চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি'
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,

দেখিবে সহসা
সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা
একটি রঙীন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার ॥

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া সুরে
চ'লে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হ'তে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান
হোক্ ফুল হোক্ তাহা গান ॥

১০ই পৌষ, ১৩২১। —"বলাকা"

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তা'র ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে,
অন্ধকার গিরিতটতলে

দেওদার তরু সারে সারে,
মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি' ॥

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি'
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন ॥

মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি,'
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনোখানে।"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নিচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে॥

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে

এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে॥"

কার্ত্তিক, ১৩২২। —"বলাকা"

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক না কো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জান্‌লা দুটো, গায়ে লাগুক হাওয়া।
হায়রে ওষুধ, ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ,
কত রকম কবিরাজী, কতই মুষ্টিযোগ,
একটু মাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্ম্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোম্‌টা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বল্লে লক্ষ্মী সতী
ভালো মানুষ অতি॥

এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তা'র পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।

সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা।
এই জীবনটা ভালো, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক-একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝ্‌ব কখন্‌, দেখ্‌ব কখন্‌ ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌চে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হ'চ্ছে সেই চাকাটা ঐ যে থাম্‌ল যেন,
থামুক তবে, আবার ওষুধ কেন॥

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম্ম-দোলায় দোল,
হেঁকেছিল, "খোল্‌রে দুয়ার খোল্‌।"
সে যে কখন আস্‌ত যেত জান্‌তে পেতেম না যে।
হয় তো মনের মাঝে
সঙ্গোপনে দিত নাড়া, হয় তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত, হয় তো বাজ্‌ত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা, কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয় তো পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।

তুমি আস্‌তে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।
থাক্ সে কথা।
আজ্‌কে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা॥
প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌চে প্রাণে,
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।
বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তা'র তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেচে, আরো কাট্‌ত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি,
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।
আজ্‌কে কখন্ মোর
কাট্‌ল বাঁধন-ডোর,
জনম মরণ এক হয়েছে ঐ যে অকূল বিরাট মোহানায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো॥
এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।

তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় প'ড়ে থাক।
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েচে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝারে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হেথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী,
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার ক'রে দাও কালের পারাবার॥

—"পলাতকা"

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধর্‌ল তা'রে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হ'ল বড়ো,
নানা ছাপের জম্‌ল শিশি, নানা মাপের কৌটো হ'ল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বল্লে, "হাওয়া বদল করো।"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপ্‌ল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়্‌ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি॥
নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আব্‌ডালে
মোদের হ'ত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে।
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি, টুক্‌রো কথার নানান্ জোড়াতাড়া।

আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তা'র আকাশভরা সকল আলো ধ'রে
বর-বধূরে নিলে বরণ ক'রে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হ'ল নতুন লোকে ॥

রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা শিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হ'লে পরে
আনন্দ তা'র আপ্‌নারি ভার বইবে কেমন ক'রে।
সংসারে ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার্ হ'তে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগ্‌চে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তা'র
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাসুর সাম্‌নে পিছে ডাইনে বাঁয়ে,
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে ॥

বিলাসপুরে ইষ্টেশনে বদল হবে গাড়ি,
তাড়াতাড়ি
নাম্‌তে হ'ল। ছ' ঘণ্টা কাল থাম্‌তে হবে যাত্রীশালায়,
মনে হ'ল এ এক বিষম বালাই।
বিনু বল্লে, "কেন, এই তো বেশ।"
তা'র মনে আজ নেই যে খুসির শেষ।

পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তা'রে যে আজ ক'রেছে চঞ্চলা,
আনন্দে তাই এক হ'ল তা'র পৌঁছন আর চলা।
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,
"দেখ, দেখ, এক্কাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেচ বাছুরটি ঐ, আ ম'রে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
ঐ যেখানে দীঘির উঁচু পাড়ি,
সিসুগাছের তলাটিতে, পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,
ইষ্টেশনের বাবু থাকে, আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
ব'লে দিলেম, "বিনু, এবার চুপটি ক'রে ঘুমোও আরামেতে।"
প্ল্যাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে সুরু ক'রে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হ'য়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হ'য়ে বল্লে বিনু, "কথা একটা আছে।"
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম ক'রে বাহির হ'য়ে রইল ধ'রে বারান্দাটার থাম।
বিনু ব'ল্লে, "রুক্‌মিনী ওর নাম।
ঐ যে হোথায় কুয়োর ধারে সার বাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরো-শো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হ'ল, স্বামীস্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে।"

বাধা দিয়ে আমি বল্লেম হেসে
"রুক্মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হ'তেই গাড়ি পড়্‌বে এসে।
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবেনা তায় কারো॥"
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু বল্লে ক্ষেপে,
"কখ্‌খনো না, ব'ল্‌ব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে।
আগাগোড়া সব শুন্‌তেই হবে।"
নভেল-পড়া-নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামী।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই।
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি,
সে ভাবনাটা ভারী
রুক্মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার পরে ভার
কুলি নারীর ভাব্‌না ঘোচাবার ঃ
আজ্‌কে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে॥
অবাক্ কাণ্ড এ কী,
এমন কথা মানুষ শুনেচে কি।
জাতে হয় তো মেথর হবে, কিম্বা নেহাৎ ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে।
এমন হ'লে দেউলে হ'তে ক'দিন বাকি থাকে।

"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে। আমি দেখ্‌চি মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই।"
বিনু বল্লে, "এই
ইষ্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেবো তবে"
এই ব'লে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,
আচ্ছা ক'রেই দিলেম তা'রে হেঁকে,
"কেমন তোমার নোক্‌রি থাকে দেখ্‌ব আমি,
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও, ঘোচাব নষ্টামি।"
কেঁদে যখন পড়্‌ল পায়ে ধ'রে
দু'টাকা তা'র হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় ক'রে॥

জীবন-দেউল আঁধার ক'রে নিব্‌ল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু' মাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি',
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় র'বে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্য-সিঁদূর সম।
এই দু'টি মাস সুধায় দিলে ভ'রে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ ক'রে।"
ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু' মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্‌মিনীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভর্‌বে না সেই ফাঁকা।

বিনু যে সেই দু'মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জান্‌ল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে ॥

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে
"রুক্‌মিনী সে কোথায় আছে।"
প্রশ্ন শুনে অবাক্ মানে,
রুক্‌মিনী কে তাই বা ক'জন জানে।
অনেক ভেবে "ঝাম্‌রু কুলির বউ" বল্লেম যেই,
বল্লে সবে, "এখন তা'রা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তা'কে।"
ইষ্টেশনের বড়বাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে।"
টিকিটবাবু বল্লে হেসে, "তা'রা মাসেক আগে
গেছে চ'লে দার্জ্জিলিঙে কিম্বা খস্‌রুবাগে,
কিম্বা আরাকানে।"
শুধাই যত, "ঠিকানা তা'র কেউ কি জানে।"
তা'রা কেবল বিরক্ত হয়, তা'র ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ
কেমন ক'রে বোঝাই আমি, ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তা'রে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন,
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দু'টি মাস সুধায় দিলে ভ'রে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন ক'রে।
র'য়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হ'ল চিরস্থায়ী ॥

—"পলাতকা"

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে, বয়সে ওর চেয়ে

পাঁচগুণো সে বড়ো,
তা'কে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘট্‌তে দেবো না কো॥"
বাপ বল্লে, "কান্না তোমার রাখো,
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জানো না কি মস্ত কুলীন ও যে।
সমাজে তো উঠ্‌তে হবে সেটা কি কেউ ভাবো,
ওকে ছাড়্‌লে পাত্র কোথায় পাবো॥"
মা বল্লে, "কেন ঐ যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাইবা হ'ল কুলীন,
দেখ্‌তে যেমন তেম্‌নি স্বভাবখানি,
পাস ক'রে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুক্‌রো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা, ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হ'ল, ওকে যদি বলি আমি আজই
এখ্‌খনি হয় রাজি॥"
বাপ বল্লে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ,
ওরা আছে সমাজে সব তলায়।
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়।
দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালো হ'লেই পাত্র হ'ল, রাধে,
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে॥"
যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখ্‌লে ক'নের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হ'ল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তা'র কাছে তো রয়না কিছুই ঢাকা,
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চল্‌তে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানচে যেন বেদনা-বিদ্যুতে॥

অটলতার গভীর গর্ব্ব বাপের মনে জাগে,
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্ব্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চল্‌ল,
লোহায় বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।
তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য
মেয়েমানুষ বুঝ্‌বে না তা'র মূল্য॥
অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দু'টি নারীর দিন ব'য়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে,
মঞ্জুলিকার বিয়ে হ'ল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়-বেলায় মেয়েকে বাপ ব'লে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি'
"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি॥"

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্ব্বাদের প্রথম অংশ দু'মাস যেতেই ফল্‌ল কেমন ক'রে।
পঞ্চাননকে ধর্‌ল এসে যমে,
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফল্‌ল না তা'র শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদূর মুছে শিরে॥
দুঃখে সুখে দিন হ'য়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝ'রে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
অবশেষে হোলো
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন্ শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে

বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি'।
জান্‌ত না তো আপ্‌নাকে সে,
শুধায়নি তা'র নাম কোনোদিন বাহির হ'তে ক্ষ্যাপা বাতাস এসে,
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তা'র উঠ্‌ছে ফুটে
মধুর রসে ভ'রে উঠে,
সে যে প্রেমের ফুল,
আপন রাঙা পাপ্‌ড়িভারে আপ্‌নি সমাকুল।
আপ্‌নাকে তা'র চিন্‌তে যে আর নাই কো বাকি,
তাইত থাকি' থাকি'
চম্‌কে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশপারের বাণী তা'রে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্‌ণা বেয়ে,
রাতের অন্ধকারে
কোন্ অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তা'রে।
বাহির হ'তে তা'র
ঘুচে গেছে সকল অলঙ্কার,
অন্তর তা'র রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপ্‌নি ভেবে মরে।
কখন্ কাজের ফাঁকে
জান্‌লা ধ'রে চুপ ক'রে সে বাইরে চেয়ে থাকে,
যেখানে ঐ সজ্‌নে-গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি॥
যে ছিল তা'র ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথী
আজ সে কেমন ক'রে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভ'রে।
অরূপ হ'য়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।

পায়ের শব্দ তারি
মর্ম্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি'।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুন্‌গুনানি॥
মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তা'র বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া।
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তা'র শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে না কো
কেঁদে বলে, "হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো॥"
একদা বাপ দুপুর বেলার ভোজন সাঙ্গ ক'রে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধ'রে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়্‌তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা ব'ল্‌লেন, বাতাস ক'রে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুসি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ'বে
আমি কিন্তু পারি যেমন ক'রে
মঞ্জুলিকার দেবোই দেবো বিয়ে॥"
বাপ বল্লেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,
সেই ক'টা দিন থাকো ধৈর্য্য ধ'রে।"
এই ব'লে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বল্লেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে।"
বাপ বল্লেন, "আমি পাষাণ বটে।

ধর্ম্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতুল হ'লে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গ'লে ॥"
মা বল্লেন, "হায়রে কপাল, বোঝাবই বা কারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মর্‌বে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুক্‌নো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান্ ॥"
বাপ একটু হাস্‌ল কেবল, ভাব্‌লে, "মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস্।
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই ব'লে ফের চল্‌ল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান ॥
দুখের তাপে জ্ব'লে জ্ব'লে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ,
সংসারেতে একা পড়্‌লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তা'র স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাট্‌নাতে।
দুই মেয়ে তা'র কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়্‌ল মঞ্জুলিকার পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হ'ত না তাঁর রুচি।
সকাল-বেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিম্বা লুচি,

ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হ'ত পাঁচটা ছ'টা,
পাঁঠা হ'ত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দু'বেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তা'র সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ্দ এই।
বাপের ঘরটি আপ্‌নি মোছে ঝাড়ে
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোষাক আপ্‌নি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ্দ টুকে রাখে।
গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখ্‌তে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হ'লে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে॥
কাসুন্দি তা'র কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তা'র কত
নালিশ শুন্‌তে হয়।
তা ছাড়া তা'র পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদেপদেই ঘটে যে তা'র ত্রুটি।
মোটামুটি
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হ'য়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্ব্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন ক'রে মাতা বারম্বার
শিশু ছেলের সহস্র আব্‌দার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেম্‌নি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলি তা'র বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।

বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান্
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্ব্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যে-জন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তা'র।"
হোলির সময় বাপকে সে-বার বাতে ধর্‌ল ভারি।
পাড়ায় পুলিন কর্‌ছিল ডাক্তারি,
ডাক্‌তে হ'ল তা'রে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হ'তে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আস্‌তে যেতে হয়।
মঞ্জুলি তা'র সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো,
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন।
গলাটি তা'র কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুন্‌তে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তা'র বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তা'র বুকে
দিবারাত্রি টল্‌চে কেন এমনতর ধরা-পড়ার মুখে॥

ব্যামো সেরে আস্‌ছে ক্রমে
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে,
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরাণখানি মেলা,

আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বল্‌তে যেয়ে
চুপ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলিরে পাশের ঘরে ডেকে বলে,
"জানো তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পূরাতে চাই যেমন করেই পারি,
এমন ক'রে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি॥"
"না, না, ছিছি, ছিছি।"
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা দু'হাত দিয়ে মুখখানি তা'র ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়্‌ল মেঝের পরে
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তা'র অশ্রু ঝ'রে পড়ে।
ভাব্‌লে, "পোড়া মনের কথা এড়ায়নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো, এবার মরণ হোক।"
মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগ্‌ল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধ'রে।
আবশ্যকটা সারা হ'লে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে বাসনটা মাজা হ'ল আবার সেটা মাজে।
দু'তিন ঘণ্টা পর
একবার যে-ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন্‌ যে স্নান, কখন্‌ যে তা'র আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল না কো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হ'য়ে আপ্‌নি ঘুমে মেঝের পরে লোটায়।
যে দেখ্‌ল সে-ই অবাক হ'য়ে রইল চেয়ে,
বল্লে "ধন্যি মেয়ে॥"

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব্ব করিনেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর, নইলে দেখ্‌তে অন্যরকম হ'ত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয়না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখ্‌ছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।"

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয়নিকো বিশ্বাস,
তা'র পরে সব রকম দেখে ছাড়্‌লে সে নিশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতর ভাব,
আস্‌চে ঘরে নানারকম বিলিতি আস্‌বাব।
দেখ্‌লে বাপের নতুন ক'রে সাজসজ্জা সুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকা চুল সব কখন্‌ হ'ল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা॥

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়্‌ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু,।
কল্যাণী সেই মূর্ত্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্ম্মে ছিল আঁকা,

সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়্‌ল প্রাণ॥
ছেড়ে লজ্জা ভয়
কন্যা তখন নিঃসঙ্কোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,
"তুমি নাকি কর্‌তে যাবে বিয়ে।
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে নাৎনি নাতি যত
সবার মাথা কর্‌বে নত।
মায়ের কথা ভুলবে তবে,
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে॥"
বাবা বল্লে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই বা জানে না সে।
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম্ম
স্ত্রী না হ'লে অপূর্ণ যে রয়
মনু হ'তে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্ম্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।"
বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর,
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক'দিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে'
পুলিন তা'কে বিয়ে ক'রে

গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে,
সেইখানেতেই ঘর পাত্‌বে ব'লে।
আগুন হ'য়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ ॥

—"পলাতকা"

ঠাকুরদাদার ছুটি

তোমার ছুটি নীল আকাশে, তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থই-হারা ঐ দীঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল-তলায়, গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপে-ঝাপে পারুল ডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে কাঁচা ধানের ক্ষেতে,
তোমার ছুটির খুসি নাচে নদীর তরঙ্গেতে ॥

আমি তোমার চষ্‌মা-পরা বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয় কাজের মাকড়্‌সাটার বিষম জালে বাঁধা।
আমার ছুটি সেজে বেড়ায় তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারি ঐ চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই আমার ছুটি আছে ॥

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে শরৎ এল মাঝি,
শিউলি কানন সাজায় তোমার শুভ্র ছুটির সাজি
শিশির-হাওয়া শির্‌শিরিয়ে কখন্ রাতারাতি
হিমালয়ের থেকে আসে তোমার ছুটির সাথী।
আশ্বিনের এই আলো এল ফুল-ফোটানো ভোরে
তোমার ছুটির রঙে রঙীন চাদরখানি প'রে

আমার ঘরে ছুটির বন্যা তোমাব লাফে-ঝাঁপে,
কাজ-কর্ম্ম হিসাব-কিতাব থর্‌থরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর, ঝাঁপিয়ে পড় কোলে,
সেই তো আমার অসীম ছুটি প্রাণের তুফান তোলে।
তোমার ছুটি কে যে জোগায় জানিনে তা'র রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি, ঐ খানে মোর জিৎ॥

—"পলাতকা"

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুন্‌তে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চল্‌ছিল সাবধানী॥

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখ্‌তে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তা'র নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তা'রে, "কী হয়েছে, বামি।"
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি॥"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হ'ল আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই যেন অম্‌নি কে এক মেয়ে

নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চল্‌চে ধীরে ধীরে।
নিব্‌ত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি'
আকাশ ভ'রে উঠ্‌ত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি॥"

—"পলাতকা"

তালগাছ

তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়,
কোথা পাবে পাখা সে॥

তাই তো সে ঠিক তা'র মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তা'র,
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তা'র॥

সারাদিন ঝর্‌ঝর্ থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও॥

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তা'র মনটি
যেই ভাবে, মা-যে হয় মাটি তা'র
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি ॥

২রা কার্ত্তিক। ১৩২৮। "শিশু ভোলানাথ"

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন্ খেল্‌তে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার দোল্‌না ঠেলে ঠেলে,
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে ॥

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে ভোরে শিউলি বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে ভাসে।
কবে বুঝি আন্‌তো মা সেই ফুলের সাজি ব'য়ে,
পূজোর গন্ধ আসে-যে তাই মায়ের গন্ধ হ'য়ে ॥

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে শোবার ঘরের কোণে,
জান্‌লা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।

কোলের পরে ধ'রে কবে দেখ্ আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে॥

৯ই আশ্বিন। ১৩২৮। —"শিশু ভোলানাথ"

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস্, দিনরাত্তির খেল্‌তে আমার মন,
কখ্‌খনো তা সত্যি না, মা, আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে বাঁশের ডালে ডালে।
ছুটির দিনে কেমন সুরে পূজোর সানাই বাজ্‌ছে দূরে,
তিন্‌টে শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে।
খেল্‌নাগুলো সাম্‌নে মেলি' কী-যে খেলি, কী-যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্ত খন ভাব্‌নু আপন মনে।
লাগ্‌লো না ঠিক কোনো খেলাই, কেটে গেল সারা বেলাই,
রেলিং ধ'রে রইনু ব'সে বারান্দাটার কোণে॥

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার আসে মাঝে মাঝে,
সেদিন আমার মনের ভিতর কেমনতর বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে দূরে কাদের ছাতের পরে,
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগ্‌নি রঙের সাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপ্ ক'রে রই, তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি ঐখানেতেই আছে রাজার বাড়ি।
থাক্‌তো যদি মেঘে-ওড়া পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্ষুনি যে যেতেম তা'রে লাগাম দিয়ে ক'সে।
যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে,
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় ব'সে॥

একেক দিন-যে দেখেছি, তুই বাবার চিঠি হাতে,
চুপ্ ক'রে কী ভাবিস্ ব'সে ঠেস্ দিয়ে জান্‌লাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে   তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই   হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারে কোন্ বটের তলার বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায়-যে ভেসে,   মনে ভাবি কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে   অজানা সেই দ্বীপের ঘরে,
তোমায় আমায় ভোর বেলাতে নৌকোতে পাল তুলে' ॥

১১ই আশ্বিন। ১৩২৮।   —"শিশু ভোলানাথ"

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি তাই হ'তে পাই যদি,
আমি তবে এক্ষণি হই ইচ্ছামতী নদী।
রৈবে আমার দখিন ধারে সূর্য্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যে বেলায় নাম্‌বে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা দুই পারেরি সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে ॥

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আপন গাঁয়ের ঘাটে,
ঠিক্ তখনি গান গেয়ে যাই দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা সাঁৎরে ও-পার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের নতুনতরো বেশ,
নাম জানিনে, গ্রাম জানিনে অদ্ভুতের একশেষ ॥

জলের উপর ঝলোমলো টুক্‌রো আলোর রাশি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন, হাততালি আর হাসি।
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায় গেছে ঘাটের ধাপ,
সেইখানেতে কা'রা সবাই র'য়েছে চুপ্‌চাপ।
কোণে কোণে আপন মনে ক'র্‌ছে তা'রা কী কে,
আমারি ভয় ক'র্‌বে কেমন তাকাতে সেই দিকে॥

গাঁয়ের লোকে চিন্‌বে আমার কেবল একটুখানি,
বাকী কোথায় হারিয়ে যাবে আমিই সে কি জানি।
এক ধারেতে মাঠে ঘাটে সবুজ বরণ শুধু,
আর একধারে বালুর চরে রৌদ্র করে ধূ ধূ।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা, রাত্তিরে থম্‌ থম্‌,
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে ক'র্‌বে গা ছম্‌ ছম্‌॥

২৩শে আশ্বিন। ১৩২৮। "শিশু ভোলানাথ"

অন্য মা

আমার মা না হ'য়ে, তুমি
আর কারো মা হ'লে
ভাব্‌ছো তোমায় চিন্‌তেম না,
যেতেম না ঐ কোলে।
মজা আরো হ'তো ভারি,
দুই জায়গায় থাক্‌তো বাড়ি,
আমি থাক্‌তেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।
এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হ'তো খেলা
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।

হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি ব'ল্‌তেম, "বল্ দেখি কে।"
তুমি ভাব্‌তে, চেনার মতো
চিনিনে তো তবু।
তখন কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
আমি ব'ল্‌তেম গলা ধ'রে,
"আমায় তোমার চিন্‌তে হবেই,
আমি তোমার অবু॥"

ঐ পারেতে যখন তুমি
আন্‌তে যেতে জল,
এই পারেতে তখন ঘাটে
বল্ দেখি কে বল্।
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌছতো সে
বুঝ্‌তে কি, সে কার।
সাঁতার আমি শিখি নি-যে
নইলে আমি যেতেম নিজে,
আমার পারের থেকে আমি
যেতেম তোমার পার।
মায়ের পারে অবুর পারে
থাকৃতো তফাৎ, কেউ তো কারে
ধ'র্‌তে গিয়ে পেতো না কো,
রইতো না এক সাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখা-দেখি দূরে দূরে,
সন্ধ্যে বেলায় মিলে যেতো
অবুতে আর মা-তে॥

কিন্তু হঠাৎ কোনোদিনে
যদি বিপিন মাঝি
পার ক'র্‌তে তোমার পারে
নাই হ'তো মা, রাজি।
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে
ছাতের পরে মাত্বর মেলে
ব'স্‌তে তুমি, পায়ের কাছে
ব'স্‌তো ক্ষান্ত বুড়ি,
উঠ্‌তো তারা সাত ভায়েতে,
ডাক্‌তো শেয়াল ধানের ক্ষেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাত্বড়
কোথায় যেতো উড়ি'।
তখন কি, মা, দেরি দেখে
ভয় পেতে না থেকে থেকে,
পার হ'য়ে, মা, আস্‌তে হ'তোই
অবু যেথায় আছে
তখন কি আর ছাড়া পেতে,
দিতেম কি আর ফিরে যেতে,
ধরা প'ড়্‌তো মায়ের ও-পার
অবুর পারের কাছে॥

—"শিশু ভোলানাথ"

তপোভঙ্গ

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্য-মনে গিয়েছ কি ভুলি',
হে ভোলা সন্ন্যাসী

চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুক-মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তা'রা অযত্নে গেলো কি সব ভাসি'।
আশ্বিনের বৃষ্টি-হারা শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায়
গেলো কি বিস্মৃতি ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্ম্মম হেলায়॥

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছো কি পাসরি'।
দস্যু তা'রা হেসে হেসে হে ভিক্ষুক, নিলো শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিল মঞ্জিরা, বাঁশরী।
গন্ধ-ভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য্য-রভসে॥

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেলো ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যান-মন্ত্রটিরে আনিল বাহির তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জ্বালি' দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা॥

বসন্তের বন্যা-স্রোতে সন্ন্যাসের হ'ল অবসান,
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়
সেদিন ঐশ্বর্য্য তব উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হ'ল আপনাতে আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার ॥

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।
ললাটের চন্দ্রালোকে নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা ॥
সেদিনের পান-পাত্র, আজ তা'র ঘুচালে পূর্ণতা,
মুছিলে, চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে।
অগীত সঙ্গীত-ধার, অশ্রুর সঞ্চয়-ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হ'ল সে কি ধূলি,
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি'
লুপ্ত দিনগুলি ॥

নহে নহে, আছে তা'রা, নিয়েছ তা'দের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা গঙ্গা আজ শান্ত-ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে,
"নাহি রে, নাহি রে ॥"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জ্জন প্রান্তর-তলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে॥

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ॥

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জ্জয়ের জয়-মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি'॥

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তা'রি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে॥

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্য-মনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহ-তলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।
ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি॥

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি'
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে॥

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি',
প্রাতঃসূর্য্য-রুচি।
অস্থি-মালা গেছে খুলে মাধবী-বল্লরী মূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি'।

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে,
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে ॥

কার্ত্তিক। ১৩৩০। —"পূরবী"

লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হ'লো যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চ'লে গেলে কোন দূরে,
মনে প'ড়ে গেলো আজি বুঝি বন্ধুরে।
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে,
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি ॥

এলোচুলে ব'হে এনেছো কী মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল।
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সে-দিনের তুমি এলে এ-দিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল ॥

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে॥

নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন ক্ষণে কখন অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছো থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে॥

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে।
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা প্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে।

কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে॥
আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি।
কল্পনা-পটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চ'লে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কল-গুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাথায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি॥

দেখো না কি, হায়, বেলা চ'লে যায়,
সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সে-দিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হ'য়ে এল দিন॥
এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে।
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে।

সুর বেজেছিলো যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তা'রে।
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে॥

যদি রাত হয়, না করিব ভয়,
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী।
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় ব'লে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি॥

ফাল্গুন। ১৩৩০। —"পূরবী"

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি'
ফেলো, ফেলো টুটি'।
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি'।
বহ্নি-বীণা বক্ষে ল'য়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তা'রে জানি।
মোর জন্ম-কালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি'
আমার কপালে॥

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি' উঠিল মন্দ্রি' বারম্বার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সঙ্গীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত ॥

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তা'রে নমো নমঃ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি' তমঃ,
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তা'রি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি'
জীবন হিল্লোল ॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী,
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশির-চ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ ॥

তেজের ভাণ্ডার হ'তে কী আমাতে দিয়েছ যে ভ'রে
কেই-বা সে জানে।
কী জাল হ'তেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় স'রে।
তেমনি সহজ হোক্ হাসি কান্না ভাবনা বেদনা,
না বাঁধুক মোরে॥

তা'রা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ বর্ষণে।
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপল ঘর্ষণে,
ঝঞ্ঝার মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তা'র পরে যেন তা'রা সর্ব্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে॥

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্চ্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হ'য়ে বিবাগিনী,
ল'য়ে তা'র ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালী॥

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তা'র বেলা হ'ল শেষ,
বুকে লও তা'রে।
শান্তি-অভিষেক হোক্, ধৌত হোক্ সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তা'র স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সঙ্গীত-ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

২৬ সেপ্টেম্বর। ১৯২৪। —"পূরবী"

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তা'রে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আঁধারে
চ'লে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্ম-বিস্মৃতির
তমসার মাঝে

কোথা হ'তে অকস্মাৎ করো মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।
তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি,
"আছি, আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি',
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্ব'লে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি' কারে
চ'লে যায় ডাকি'।
অমনি প্রভাত তা'র বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে॥

কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে,
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে

বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি'
পত্রপুষ্প-ভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি'
রহস্য-সমুদ্র-তল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি॥

তুমি সে আকাশ-ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু'বাহু বাড়ালে॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস--তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে,
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি'
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা ব'সে জাগি,
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।

তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস ॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে।
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা ব'সে রয়েছ রমণী,
নীরব নিশীথে ॥

মহেন্দ্রের বজ্র হ'তে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি',
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তা'র স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হ'য়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি' করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে ॥

তা'র পরে যাও যদি যেয়ো চলি', দিগন্ত-অঙ্গন
হ'য়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্ব্বশেষ লাভ,
সর্ব্বশেষ ক্ষতি,
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি ॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চ'লে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরি',
নিকুঞ্জ-ভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস্ তুই, গেছে চ'লে তা'র স্বর্ণরথ
কোন সিন্ধুপার॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহন-বাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী।
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

১ অক্টোবর। ১৯২৪। —"পূরবী"

ক্ষণিকা

খোলো, খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
ল'য়ে তা'র ভীরু দীপশিখা,
দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেল আমার ক্ষণিকা॥

ভেবেছিনু গেছি ভুলে, ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিলো সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধুলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তা'র
আমার গানের ছন্দ গোপনে ক'রেছে অধিকার।
দেখি তা'রি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি'॥

বিরহের দূতী এসে তা'র সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি'।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত্ত বাজিয়াছিল, তা'র পরে শব্দহীন রাতে
বেদনা-পদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে যাওয়া বাণী॥

সেদিন ঢেকেছে তা'রে কী এক ছায়ার সঙ্কোচন,
নিজের অধৈর্য্য দিয়ে পারেনি তা করিতে মোচন।
তা'র সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চ'লে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তা'র সে অবগুণ্ঠন॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি',
বারেক ফিরায়ে মুখ পথ-মাঝে দাঁড়াতে থমকি,'

তা হ'লে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হ'লে পরম লগ্নে, সখি,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি'॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান;
বঞ্চিত মুহূর্ত্তখানি প'ড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি।
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভাণ
কথা ছিল শুধাবার, সময় হ'ল যে অবসান॥

গেল না ছায়ার বাধা, না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্ত্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়-মোহের নেশা। সে মূর্ত্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হ'তে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হ'তে নামে পৃথ্বী পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা,
যেথা হ'তে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা॥

৬ অক্টোবর। ১৯২৪। —"পূরবী"

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় ক'র্‌লে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথী।

হঠাৎ কেন চ'ম্‌কে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি।
উদয় ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি॥

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।
বনের পারে আবার তা'রে কোথায় পেলে খুঁজি'
শুক্‌নো পাতার তলে।
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে ব'সে আমার পাশে
সকাল বেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল্ চোখের জলে,
কাঁপত তো যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুক্‌নো পাতার তলে॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথী আন্‌ত ভ'রে সাজি
সোনার চাঁপা ফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
এ কি পথের ভুলে।
বকুল-বীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাক্‌তে এল আবার ফিরে এসে,
সেই সাজি তা'র বাম হাতে কি, তেম্‌নি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে।
সেই অজানা হ'তে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে॥

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন ক'রে হ'ল দিনের সুরু,
তেম্‌নি হবে সারা।
সে-দিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগোল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব ক্ষ্যাপার দলে তেম্‌নি আবার জুটে
কর্‌বে দিশেহারা।
স্বপন মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তা'র ছুটে
তেম্‌নি হ'ব সারা॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চল্‌তি কাজের স্রোতে
চল্‌তে দেবে নাকো,
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হ'তে
তাই কি আমায় ডাকো।
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাকো।
না-জেনে পথ পড়্‌বো তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাকো॥

জানি জানি, তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথী।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধ-প্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,

তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

৭ই অক্টোবর। ১৯২৪। —"পূরবী"

কৃতজ্ঞ

ব'লেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হ'ল। সেদিনের চুম্বনের পরে
কত নব বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে, মধ্যাহ্নের কপোত-কাকলি
তারি পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি'
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে, তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের পরে
চঞ্চল আলোক ছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন,
তাহারে আচ্ছন্ন করি'। প্রতি মুহূর্ত্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকা-চোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতি-লিপি চিত্ত-পটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি' পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হ'তে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে

তবু জানি, এক দিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফ'লে,
আজো নাই শেষ। রবির আলোক হ'তে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তা'র মর্ম্মবাণী, বাজায়েছে বীণ
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশ-মণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,
বিশ্বের অমৃত-ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি'
হৃদি-মাঝে। আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি,
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি'
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জল-পাত্র নিয়েছে সে
মুখ হ'তে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে, সব তা'র ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হ'তে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রী-হীন,
সব মানি, সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন॥

২রা নবেম্বর। ১৯২৪। —"পূরবী"

দান

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয় তো খুসি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখ্‌লে ক্ষণেক তরে,

প'রেছিলে হয়-তো গিয়ে ঘরে,
হয় তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটী দেখি নাই তো হাতে,
হয়-তো এলে ভুলে॥

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে,
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে।
পাকা যে ফল পড়্‌লো মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে,
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তা'রে কি আর স্মরণ করে পাখী।
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন ক'রেই তা'রা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি॥

নিতে যারা জানে তা'রাই জানে,
বোঝে তা'রা মূল্যটি কোন্‌-খানে।
তা'রাই জানে বুকের রত্ন-হারে
সেই মণিটি ক'জন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তা'রে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ ব'লেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তা'রে মেলে॥

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্‌ খনিতে কোন্‌ ধন-ভাণ্ডারে,
সাগর-তলে কিম্বা সাগর-পারে,

যক্ষরাজের লক্ষ মণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই-তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ ক'রেই কর্‌বে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে॥

৩রা নভেম্বর। ১৯২৪। —"পূরবী"

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি' দিলে, নারী,
মাধুর্য্য সুধায়। কত সহজে করিলে আপনারি
দূর-দেশী পথিকেরে, যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হ'তে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা। নির্জ্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ গগনে
ঊর্দ্ধ হ'তে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি।
আঁধারের কোল হ'তে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জানি আমি জানি।"
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

১৫ই নভেম্বর। ১৯২৪। —"পূরবী"

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে,

শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কানন-তলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার॥

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সঙ্কোচভরে বসন্ত-শেষের দিন মম॥

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে,
তোমার বিকচ ফুল-বনে
দেরী করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখি জল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা রসে ভরি'॥

ফিরিয়া যেয়োনা, শোনো শোনো,
সূর্য্য অস্ত যায়নি এখনো।
সময় র'য়েছে বাকি,
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হ'তে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধ'রে, ঝলুক তোমার কালো কেশে॥

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্ম্মম উল্লাসে,
বন-সরসীর তীরে
ভীরু কাঠ-বিড়ালীরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি' ওই তব চঞ্চল চরণ॥
তা'র পরে যেয়ো তুমি চ'লে
ঝরা-পাতা দ্রুতপদে দ'লে
নীড়ে-ফেরা পাখী যবে
অস্ফুট কাকলী রবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি' তোলে।
বেণুবনচ্ছায়া-ঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্ব্বশেষ সুরে॥
রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী॥

২২শে নভেম্বর। ১৯২৪। —"পূরবী'

বোধন

মাঘের সূর্য্য উত্তরায়ণে
পার হ'য়ে এল চলি',
তা'র পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি।

উত্তর বায় একতারা তা'র
তীব্র নিখাদে দিল ঝঙ্কার,
শিথিল যা ছিল তা'রে ঝরাইল
গেল তা'রে দলি' দলি' ॥

শীতের রথের ঘূর্ণি ধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জানো।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি "কে আসে কী জানি,"
বলে মর্ম্মরে "অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো ॥"

নির্ম্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জ্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জ্জনা নাহি কারে।
ম্লান চেতনার আবর্জ্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি' দিল তা'রে ॥

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি'।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তা'র
পূর্ণের দান স্মরি'।
অলসভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চির-পুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি' ॥

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি'
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় ক'রে নিতে॥
বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তা'র,
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা॥
বলো "জয় জয়," বলো "নাহি ভয়",
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দ্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থর থর করি' উঠুক পরাণ
প্রান্তরে পর্ব্বতে॥
বার্ত্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়
"করো ত্বরা, করো ত্বরা
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।

দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক্ প্রগল্‌ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক্ সুরভি সোহাগে
মধুপের মনোহরা ॥"

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে,
ঝঙ্কারি' উঠে অপরিচিতার
জয়সঙ্গীতস্বরে।
নগ্ন শিমূলে কার ভাণ্ডার,
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে ॥

দেখিতে দেখিতে কী হ'তে কী হ'লো
শূন্য কে দিল ভরি'।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাইতো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী ॥

দোল পূর্ণিমা। ১৩৩৪। —"মহুয়া"

অসমাপ্ত

বোলো তা'রে, বোলো,
এতদিনে তা'রে, দেখা হ'লো।
তখন বর্ষণ শেষে ছুঁয়েছিলো রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল-মোরের থোলো।

বনের মন্দির মাঝে তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল ব'হে যায়, নম্র হ'ল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ॥

দেবতার বর

কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে লিখিছে আকাশ পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি' আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে॥

বোলো আজি তা'রে,
চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে, প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিঃশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি আমার গুণ্ঠন খানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার॥

বোলো তা'রে আজ,
"অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।

দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা॥"

২৭শে শ্রাবণ। ১৩৩৫। —"মহুয়া"

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্ব্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ, আমি আছি॥

উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দ্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি॥

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,
মরুপথ-তাপ দুজনে নিয়েছি স'হে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি' মিছে
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী হোক্ মহীয়সী তুমি আছ, আমি আছি॥

৩১ শ্রাবণ। ১৩৩৫। —"মহুয়া"

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণ মেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে,
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায়,
শূন্যে যেন মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
নারদ হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষচ্ছটায় ॥
সে-দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে ॥

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পূবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখীর কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধূলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার ॥
সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে, সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয়নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কা'রে খুঁজে খুঁজে ॥

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী,
"কী এনেছো" বলি'।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত॥
ঝঙ্কারি' উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সঙ্গীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।
সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্য্য রাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান॥

৪ঠা ভাদ্র। ১৩৩৫। —"মহুয়া"

দায়-মোচন

চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল,
তা'র পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা র'বে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালবাসো যদি বেসো॥

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রু-নয়নে বৃথা শিরে কর হানি'
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, হে চিরবিরহী,
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
র'বে তব বিস্মৃতিতলে॥

দূরে চ'লে যেতে যেতে দ্বিধা করি' মনে
যদি কভু চেয়ে দেখো ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জ্জনা করো যদি পাবে তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তা'র বেশি দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে॥

দুর্ব্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তা'র,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তা'র মর্য্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয়।

চিত্ত ভরিয়া র'বে ক্ষণিক মিলন
চির বিচ্ছেদ করি' জয় ॥

৭ই ভাদ্র। ১৩৩৫। —"মহুয়া"

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।
পথপ্রান্তে কেন র'ব জাগি'
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে র'ব। কেন নিজে নাহি ল'ব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্গা পাশে।
দুর্জ্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হ'তে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।
যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী।
বীর হস্তে বরমাল্য ল'ব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তা'রে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তা'র,
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্ব্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে।
তরঙ্গ গর্জ্জনোচ্ছ্বাস, মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি' ক'ব তা'রে, মর্ত্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র পাখীর পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুঙ্কার
পশ্চিম পবন হানি',
সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তা'রা পন্থা অনুমানি'।
হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের পরে
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হ'তে
নির্ব্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্ব্বচনীয়
তা'রে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তা'র পরে
শান্ত হোক্ সে-নির্ঝ'র নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে॥

৭ই ভাদ্র। ১৩৩৫। —"মহুয়া"

সাগরিকা

সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

শিথিল পীতবাস
মাটীর পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকর-চূড় মুকুটখানি পরি' ললাট পরে,
ধনুক-বাণ ধরি' দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী॥"
চমকি' ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি' শিলা-আসন ফেলে,
সুধালে, "কেন এলে।"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল-বনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপা ফুল।
দুজনে মিলি' সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু এক মনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি'
ধূর্জ্জটির মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি॥
সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরি-শিখর 'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকন দুটী ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে' দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি," কহিনু দ্বারে আসি'।
তরাস-ভরে চকিত-করে প্রদীপখানি জেলে,
চাহিলে মুখে, কহিলে. "কেন এলে।"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটী সাজাব তব আমার আভরণে।"

চাহিলে হাসি-মুখে,
আধো-চাঁদের কনক-মালা দোলানু তব বুকে ॥

মকর-চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন-সাজ করিল ঝলমল।
মধুর হ'ল বিধুর হ'ল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগর-জলে দোলে ॥

ফুরাল দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যা-বেলা ভাসিল জলে আবার তরী-খানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এলো সাগর-তলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণ-জলে ভরি'
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতন-ভরা তরী।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে,
ভূষণ-হীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি'
তেমনি ক'রে র'য়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি ॥

হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগর-জলে যবে,
নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে

অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে ॥

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপ-খানি ধরি'।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে,
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না ॥

আশ্বিন, ১৩৩৪। —"মহুয়া"

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে, হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভ'রেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,
তোমারে পরাল সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল ॥

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে
"কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি'
তীর পানে চাহি'।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেননি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা

তরুণী কন্যার পানে, তরী পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে॥”
কোন্ টানে জানা হ’তে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে।
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তা’রে
অচেনার ধারে।
ওপারের গ্রাম দেখ আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি’
ভিড়ায়েছে ভাগ্য-ভীরু তরী॥

জনে জনে রচি’ গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম্ম উপহার
রেখে গেল তা’র।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগযুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চ’লে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তা’র ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত॥
তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছাল আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তা’র সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি ব’লে যাও, বধূ, আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো॥

১৯শে আশ্বিন। ১৩৩৫। —“মহুয়া”

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি', বসন্তের আনন্দ ভাণ্ডার
তখনো হয়নি নিঃস্ব। আমার বরণ পুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি ল'য়ে হাতে,
ফিরে দেখো নাই চেয়ে আমি ব'সে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্ত পঞ্চমে।
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সঙ্গমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভ বিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জ গৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছে আলিপনা। প্রতি সন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হ'ল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হ'তে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ।
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণ দ্বারে
যে-পথ করিলে সুরু সে-পথের এখানেই শেষ।
হে বন্ধু, কোরোনা লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভ লেশ,
নাই অভিমান তাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায়,
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ, আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহ গুণ্ঠন তলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।

আজি বাজিবেনা বাঁশি, জলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর। আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব্ব আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হ'য়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্রকলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

২৭শে পৌষ। ১৩৩৫। —"মহুয়া"

শেষ মধু

বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য ক্ষেতে,
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে,
আয়রে, ওরে, মৌমাছি, আয়
চৈত্র-যে যায় পত্র-ঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা॥

সজ্‌নে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরেনি,
কুঞ্জবনের প্রান্ত ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয়রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আস্‌বে কখন শুকনো খরা,
প্রেতের নাচন নাচ্‌বে তখন
রিক্ত নিশার শীর্ণ জরা॥

শুনি যেন কানন শাখায়
বেলা-শেষের বাজায় বেণু।
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু।
কাল যে-কুসুম পড়ে ঝ'রে
তাদের কাছে নিস্‌গো ভ'রে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে॥

নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাইরে দেরী, করিস্‌ ত্বরা,
শেষের দানে ঐ রে সাজায়
বিদায়-দিনের দানের ভরা।
চৈত্র মাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়-দাহের রৌদ্র তাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে, জানি॥

যা-কিছু তা'র আছে দেবার
শেষ ক'রে সব নিবি এবার
যাবার বেলায় যাক্‌ চ'লে যাক্‌
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয়রে ওরে মৌমাছি আয়,
আয়রে গোপন মধুহরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা॥

চৈত্র। ১৩৩৩। —"মহুয়া"

জ্ঞাপনী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয় | পৃষ্ঠা

অ

আ

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

ঐ

ও

ক

বিষয় | পৃষ্ঠা

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

বিষয়		পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র

অনাবশ্যকবোধে ছোটো ছোটো ভুল সংশোধন করা হইল না।

—প্রকাশক

পৃষ্ঠা	লাইন		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৫৪	১৫	...	নয়ন করি' নত	...	নয়ন করি নত
৭৮	১৬	...	পড়া পুঁথি সম	...	পড়া পুঁথি সম।
৮৫	১	...	উতলা	...	উতালা
৮৯	১০	...	পাথালিয়া	...	পাকালিয়া
১০৩	৮	...	আর জন	...	আরেক জন
১১০	১৫	...	দিশি দিশি	...	দিশি দিশি,
১১১	১৩	...	রুদ্ধশ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে	...	রুদ্ধশ্বাসে উর্দ্ধস্বরে
১১৫	০	...	সঞ্চয়তা	...	সঞ্চয়িতা
১২২	২	...	চলি' হায়	...	চলি' যায়
১২২	১৬	...	করিবে	...	কবিরে
১৪০	১	...	আমারে কপালে	...	আমার কপালে
১৬৯	১৭	...	মনে যবে	...	মন যবে
১৬৯	২৮	...	হেরি সবে	...	হেরি যবে
১৮৬	৪	...	পূজিয়াছি	...	পূজিয়াছে
১৯৭	৬	...	চরণে আনি'	...	চরণে আসি'
২১১	১৯	...	মালাকার	...	মালাকর
২১২	২১ লাইনের পর	...	নিঃশ্বাসের প্রায় মৃদুছন্দে দিবে দোল		
২৬৪	৬	...	পাণ্ডবের মনে	...	পাণ্ডবের মনে,
২৬৮	২৬	...	দুর্গতির	...	দুর্ম্মতির
২৬৯	৪	...	অশ্রান্ত হৃদয়	...	অশান্ত হৃদয়
২৭০	৭	...	নির্ব্বৃতি	...	নির্ব্বিতি
২৯৮	২০	...	বাজায়ে বীণা-রচিত	...	বাজায়ে বীণা রচিত'
২৯৯	০	...	সঞ্চয়ত	...	সঞ্চয়িতা

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০৮	৩	... ব্যোম্ দীপ্ত	... ব্যোম দীপ্ত
৫০৭	১৯	... যত দূর চাই	... "যতদূর চাই
৫০৮	৩	...ভারমুক্ত সে এখানে নাই	... ভারমুক্ত সে এখানে নাই"
৫১০	১	... তখনি চম্‌কি'	... তখনি চমকি'
৫৩৫	১৮	... সাজি	... সাজি।
৫৩৫	২২	... প'রে	... প'রে।
৫৩৯	১	... দেখ্	... দেখ্‌তো